মহাকবি গিরিশচন্দ্র

পূর্ণাঙ্গ নাটক

জ্যোতু বন্দ্যোপাধ্যায়



তারা লাইব্রেরী
কলিকাতা-৭০০ ০০৬

প্রথম প্রকাশ ঃ দীপাবলী ১৩৬[illegible]

প্রকাশক ঃ ভোলানাথ চক্রবর্তী
তারা লাইব্রেরী ৩৬৮ রবীন্দ্র সরণি
কলিকাতা - ৭০০০০৬

মুদ্রাকর ঃ কালিকা প্রিন্টিং ওয়ার্কস
১৪/১ গোপীকৃষ্ণ পাল লেন
কলিকাতা - ৭০০০০৬

প্রচ্ছদকার ঃ গৌতম রায়

উৎসর্গ

"অবতার বরিষ্ঠায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ"।

ভক্তিবিনম্রচিত্তে

জ্যোতু বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রাক্‌কথন

আমি ক্ষুদ্র, তুমি মহান্। তাই ভাবনা, কেমন করে লিখব তোমার কথা! কি আছে আমার, যা দিয়ে এত কাল পরে মানুষের দরবারে হাজির করে দেখাতে পারি—কে তুমি। সে যে বৃহৎ কর্ম। তাই ভাবি সাধ্য হবে কি? তবু লিখেছি একটু-একটু করে। সময় গেছে অনেক। চিন্তাও বেড়েছে। এক পাড়ে দাঁড়িয়ে যেমন সাগরের অন্য পাড় দেখা যায় না, আমার দৃষ্টিতে তুমিও যে ঠিক তেমনি। তাই ভাবি, সুরু যদি বা করলাম, শেষ করবো কোথায়? তুমি যে অসীম। অন্ত বোঝা ভার। তবুও মনে হয়েছে, ভক্তের নৈবেদ্যে যদি শুধু ফুল, বেলপাতা আর গঙ্গাজলই হয় একমাত্র উপকরণ, তাহলে সে পূজা কি পূজা নয়? তাই লেখা থেমে গেলেও আবার সুরু করেছি। সাহায্য নিয়েছি অন্যান্য গ্রন্থের। তবুও সাল তারিখের বিভ্রান্তি ঘটেছে অনেক ক্ষেত্রে। কিন্তু তা ইচ্ছাকৃত নয়। নাটকেরই স্বার্থে। কারণ জীবনটাই যে নাটক। তার প্রমাণ যে তুমি নিজেই। তাই লিখতে-লিখতে বারম্বার কলম হোঁচট খেয়েছে, ফুরিয়ে গেছে কালি। তবুও হতাশ হইনি। কেটেছি, জুড়েছি। আবার লিখেছি। কখনও তোমায় খুব ভাল লেগেছে। শ্রদ্ধায় নুয়ে পড়েছি। আবার কখনও নিজের অযোগ্যতায় মনে হয়েছে, এ-তুমি সে-তুমি নয়। সেই দ্বন্দ্বের ঘোর কেটেছে যেদিন, শক্ত করে ধরেছি কলম। জানতে চেষ্টা করেছি তোমায়। কখন মন ভরেছে, কখন ভরেনি। তবুও যেখানে যা পেয়েছি তাই কুড়িয়েছি। কারণ মালা যে আমায় গাঁথতেই হবে। নইলে তোমার ছবিতে পরাবো কি! এমনি করেই এগিয়ে চলেছি। তবু শেষ হয় না। সঞ্চয়ের ভাণ্ডার যে শূন্য। কি

করি! আবার সংগ্রহের চেষ্টা। কোথাও পেলাম। কোথাও পেলাম না। আবার যা পেলাম তা দিয়ে বিনম্র চিত্তে প্রণাম হয় না। তাই ভাবি। আরও ভাবি। কারণ তোমার ত' শুধু একদিক নয়। তুমি যে দিগন্ত। এক থেকে অন্যের সীমা অনেক দূর। কাছে যারা ছিল তারাও যে মহানদী। চলেছে সাগরসঙ্গমে। আর যিনি কখন কাছে এসে কখন বা দূর থেকে তাই দেখে হেসেছেন, তিনি যে স্বয়ং ভগবান। তাই ভয় হয়, না জানি কি অপরাধ করে ফেলেছ। তবু ক্ষমা চাইবো না। শুধু বলবো—যা তুমি দিয়েছ, তার বেশী পাবো কোথায়? এতেই তুষ্ট হও তুমি। শুধু এইটুকুই প্রার্থনা।

তারপর একদিন হল শেষ। কিন্তু সংশয়। দর্শকের দ্বারে পৌঁছবে কি? কে হবে তুমি! সে যে কঠিন কাজ। তবুও আশা, যারা তোমায় আজও মনে রেখেছে, যারা তোমায় ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে— এ যে তাদেরই কর্তব্য। যারা নূতন, যারা একালের, তাদের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দেওয়া। নইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডীর বাইরে এ দেশে যে অগণিত মানুষ রয়েছে, তারা ত' জানবে না—কে তুমি? কি দিয়ে গেছো আমাদের! মহাভারতের দ্রোণাচার্যের মত, তুমিও যে নাট্যজগতের সর্বকালের গুরু। তাই তুমি মোর লহ প্রণাম।

জি ৩/১৪ লাবণি
সল্টলেক
কলকাতা-৭০০ ০৬৪

শ্রদ্ধাবনত—
জ্যোতু বন্দ্যোপাধ্যায়

এনারই লেখা

॥ পূর্ণাঙ্গ ॥ মুছেও যা মোছে না, গেটম্যান, বায়েন, দৃষ্টি, লৌহ কপাট, রাজা বদল, শঙ্খবিষ, নিহত নিয়তি, ইস্তাহার, নায়কের সন্ধানে, জীবনটাই জুয়া, স্বর্গ এনে দাও, বিষাক্ত পৃথিবী, দ্রৌপদী, আশা-আকাঙ্খা, চিতাভস্ম, ইন্টারভিউ, ইলিশমারির চর, গোলাপে রক্ত, ঝিনুকে মুক্তা, ফুলেশ্বরী, স্বর্ণময়ূর।

॥ একাঙ্ক ॥ দুটি প্রাণ একটি মন, মিলহারাছন্দ, বাজীকর, উল্কাপাত, মৃত্যু ঘণ্টা, চন্দ্রবিন্দু, সাগর সঙ্গমে, কবর থেকে বলছি, জতুগৃহ বধূবরণ, বেশ্যাদ্বার মৃত্তিকা, বিসর্গ।

এ নাটক অভিনয়ের পূর্বে নাট্যকারের অনুমতি অবশ্যই নিতে হবে। নির্দেশনার জন্যেও যোগাযোগ করতে পারেন।

পাত্র-পাত্রী

গিরিশ ঘোষ, মহানট ও নাট্যকার
অতুল, গিরিশের ভ্রাতা
দানি, গিরিশের পুত্র
জগা, ঐ বাড়ির ভৃত্য
অমৃতলাল বোস, গিরিশ-শিষ্য। রসরাজ
রামকৃষ্ণ, ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব
নরেন, স্বামী বিবেকানন্দ
রামলাল, রামকৃষ্ণের ভক্ত
হৃদয়, রামকৃষ্ণের ভাগিনেয়
ভৈরব, ঈশ্বরভক্ত এক ভবঘুরে
গোপাল শীল, কলকাতার জনৈক সৌখিন ও ধনীব্যক্তি
হরেন, রঙ্গমঞ্চের স্মারক
বংশী, রঙ্গমঞ্চের নেপথ্য কর্মী

সুরথ, গিরিশের স্ত্রী
বিনোদ, নটী বিনোদিনী
ক্ষেত্র, রঙ্গমঞ্চের নটী
বালিকা, কালী ও কৃষ্ণ

———

প্রথম দৃশ্য

[গিরিশ ঘোষের বাড়ীর কক্ষ। পুরানো আমলের টেবিল-চেয়ারে সাজানো। তার ওপর বইপত্তর, লেখার সরঞ্জাম ও একটি হাতপাখা। সময় দিনমান। সুরথের হাত ধরে টানতে-টানতে ভেতর থেকে অতুলের প্রবেশ। অন্য হাতে তার খবরের কাগজ।]

সুরথ। ছাড়ো—ছাড়ো ঠাকুরপো। পড়ে যাবো যে। বোলছি বাবা বোলছি। তাহলে নিশ্চয় সেই মেয়েটিকে তোমার পছন্দ হয়েছে!

অতুল। আবার ওই কথা! ভাল হবে না বৌদি!

সুরথ। তাহলে আর কি হতে পারে?

অতুল। ভাবো—ভাবো। এ যে-সে ব্যাপার নয়। শুনলে একেবারে তাক্ লেগে যাবে।

সুরথ। তাহলে—তোমার দাদা কোথাও তোমার জন্যে পাত্রী দেখতে গিয়েছিলেন।

অতুল। আচ্ছা বৌদি—আমার বিয়ের জন্যে তোমার কি ঘুম হচ্ছে না?

সুরথ। তোমারই বা অমতের কারণটা কি শুনি? এই যে সংসারে একলা থাকি, সেটা বুঝি কারও ভাল লাগে? তোমার দাদা ত' সখের থিয়েটার নিয়েই ব্যস্ত। আজ এখানে, কাল সেখানে লেগেই আছে।

অতুল। তারপর একদিন শুনবে, লোকের মুখে-মুখে ছড়াচ্ছে ওই নাম—গিরিশ ঘোষ আর গিরিশ ঘোষ।

সুরথ। কিন্তু এই থিয়েটার করা নিয়ে আমায় কত কি যে শুনতে হয় লোকের কাছে, সে আমিই জানি। (অন্য সুরে)

অতুল। ছাড়ো দেখি তাদের কথা। এসব বোঝবার ক্ষমতা আছে? এই যে কাগজ—এতে কি লিখেছে জানো?

সুরথ। ওসব জেনে আমার লাভ কি বল? যা তিনি ভালবাসেন তাই কোরুন। আমি ত' কোনদিন বাধা দিইনি।

অতুল। তোমার সব ভালো বৌদি। শুধু ওই থিয়েটার করাটাকে তুমি যেন হাসিমুখে নিতে পারো না!

সুরথ। কেন জানো ঠাকুরপো? তিনি যে আমার চোখে হিমালয়। তাই বিস্ময়ে শুধু চেয়ে থাকি আর ভা'বি—হয়ত আমি তাঁর যোগ্য নয়। মিথ্যেই এনেছিলেন এ সংসারের বৌ করে।

অতুল। তোমার সঙ্গে যে একটা সিরিয়াস্‌লি আলোচনা করবো, তা হবার নয়। অমনি গলা ধরে এলো! এরপর হয়ত চোখে জলও এসে যাবে।

সুরথ। তোমার দাদা যে শিবের মত। কিন্তু আমি ত' পার্বতী হতে পারি না। তাই যাতে তাঁব বড হওয়ার অন্তরায় না ঘটে, তাই সামলাতেই কি করবো ভেবে পাই না।

অতুল। আর আমি ভাবি—এ গর্ব শুধু আমার নয়, গোটা এই বাগবাজারের। কারণ বর্তমান রঙ্গমঞ্চের আকাশে, দাদা যেন এক অস্থির গ্রহ—যা ভবিষ্যতে সূর্যের আকারও ধারণ করতে পারে।

সুরথ। কিন্তু সবাই যে থিয়েটার করাকে ভালো চোখে দেখে না ঠাকুরপো। তাই কোথাও যখন স্বামী-নিন্দা শুনি, তখন মনে হয়, সতীর মত আমিও যদি দেহত্যাগ করতে পারতাম—

অতুল। জানি বৌদি, তোমার আসল দুঃখটা কোথায়। তবু তুমি শুনে রেখো, একদিন এ সমাজ বদলাবেই। সেদিন এই অতুল যে গিরিশ ঘোষের ভাই আর তুমি যে তাঁর স্ত্রী সে-কথাও লেখা থাকবে ইতিহাসের পাতায়। তার প্রমাণ এই খবরের কাগজখানা। এই দেখো—কি কথায় কি এসে গেলো!

সুরথ। ধান ভান্‌তে শিবের গীত—একেই বলে ঠাকুরপো!

অতুল। (কাগজ পড়ে) ন্যাশনাল থিয়েটারে দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণ নাটকের অভিনয় দেখিয়া আমরা চমৎকৃত। তাই একান্তভাবে অভিনেতা অভিনেত্রীগণের মঙ্গল কামনা করিতেছি। এবং আশা করি, এইরূপ অভিনয়, সমাজে ও দেশে একটি বৃহৎ ফল ফলাইবে। অভিনেতাদের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ তাঁর নাম—বলো দেখি, কে সে?

সুরথ। ওমা, আমি কি করে বলবো? আমি কি দেখেছি?

অতুল। শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ—যাঁর অভিনয় দেখিয়া দর্শকদের মধ্যে আলোড়ন পড়িয়া গিয়াছে।

সুরথ। কিন্তু আমার যে সত্যিই ভয় করে ঠাকুরপো।

অতুল। ভয়! কিসের! কেন?

সুরথ। তুমি ত' জানো, তোমার দাদা ঠাকুর-দেবতা কিছুই মানেন না। তাঁকে আমি কত কোরে বুঝিয়েও বিশ্বাস করাতে পারিনি যে, ঠাকুর আছেন। নইলে সংসারে মানুষ সুখ-দুঃখ ভোগ করে কেন! আর আকাশে চন্দ্র-সূর্যই বা ওঠে কি করে? কিন্তু কে কার কথা শোনে!

অতুল। মিথ্যেই তুমি ওইসব ভেবে মন খারাপ কর বৌদি। আমার ত' মনে হয় না যে দাদা নাস্তিক। তবে সব কিছুকেই যাচাই করে নেওয়া ওঁর একটা স্বভাব।

সুরথ। কিন্তু ছোটবেলায় উনি একবার ঠাকুরের মূর্তি ভেঙ্গে ফেলেছিলেন। সে কথা ত' মিথ্যে নয় ঠাকুরপো!

অতুল। আচ্ছা বৌদি। দাদাকে ঘুমের ঘোরে একটা গান গাইতে শুনেছ কোনদিন? অস্ফুট স্বর, কিন্তু কথাগুলো বোঝা যায়।

সুরথ। হ্যাঁ। "দুঃখ দেবে প্রাণে যবে, ক্ষতি তায় কিছু হবে না।
আমি মলে ভূমণ্ডলে কৃষ্ণ নাম কেউ লবে না॥"

অতুল। ঠিক শুনেছ। হিরণ্যকশিপু পালায় যখন প্রহ্লাদকে বিষ খাওয়ানো হবে, তখন ওই গান সে গেয়েছিল। তাহলে এবার তুমিই বলো—এই যে মানুষ, তাকে কেউ নাস্তিক বলতে পারে?

[এমন সময় হন্‌হ্‌নিয়ে বাইরে থেকে জগার প্রবেশ।]

জগা। ছোটমা, ছোটমা—শুনেছো? লোকে একেবারে হৈ-হৈ কোরছে।

অতুল। কেন, কি হয়েছে রে জগা?

জগা। নীলচাষের পালায়, বড়বাবু নাকি লালমুখো সাহেবের পাট কোরে আসর মাতিয়ে দিয়েছে।

সুরথ। ও মা, তুই এত খবর জানলি কি করে?

জগা। তবু ওই ছোটবাবু বলে—তুই একটা গবেট জগা।

অতুল। আজ কিন্তু তোকে আমার পুরস্কার দিতে ইচ্ছে ক'রছে।

জগা। তাহলে একটু শুনবে? লুকিয়ে লুকিয়ে আমি বড়বাবুর এ্যাক্টো কেমন শিখেছি?

সুরথ। তুমি শোনো ঠাকুরপো, আমি যাই—

অতুল। আহা একটু শুনেই যাও না বৌদি! নে—সুরু কর জগা।

জগা। (গলা ঝাড়ে। বীরের ভঙ্গিতে পায়চারি করে। তারপর হঠাৎ সুরু করে) "দেবী, আশীষ দাসেরে। নিকুম্ভিলা যজ্ঞ সাঙ্গ করি, পশিব সমরে আজি, নাশিব রাঘবে। শিশুভাই বীরবাহু, বধিয়াছে তারে পামর, দেখিব মোরে নিবারিতে কে পারে! দেহ পদধূলি মাতঃ, তোমার কৃপায় নিরবিঘ্ন করিব আজি লঙ্কা, বাঁধি আনি দিব বিভীষণে।" (সুরথের পায়ের ধুলো নেয়)

অতুল। ব্র্যাভো—ব্র্যাভো।

জগা। আমায় গালাগালি দিলে! (উঠে পড়ে)

সুরথ। না—না—খুব ভালো হয়েছে।

জগা। তাহলে ছোটমা, তুমি একবার বড়বাবুকে বলে দেখ না। আমাকে কোথাও যদি একটু লাগিয়ে দেন!

অতুল। তুই নিজে বল্ না?

জগা। আর তাই শুনে বড়বাবু যদি পালিশ করা জুতোখানা বসিয়ে দেন এই জগার পিঠে?

সুরথ। না—না। উনি তোকে কত ভালবাসেন!

জগা। তাইত, ছোটমুখে বড় কথা কি বলতে পারি? তার চেয়ে লোকে বোলবে অমুকের চাকর এই জগবন্ধু। তখন এই বুকখানা দশহাত ফুলে উঠবে না? তাই উনি যদি হ'ন রাম, আমি হনুমান। উনি যদি হ'ন কৃষ্ণ, আমি তাহলে গরু। উনি যদি হ'ন মহাদেব, আমি তাহলে ষাঁড। এই রে—বড়বাবু আসছেন! আমি পালাই ছোট মা। (ভেতরে ছুট দেয়। অতুল ও সুরথ হেসে ওঠে)।

[অপর দিক দিয়ে গিরিশের প্রবেশ।]

গিরিশ। কি ব্যাপার! দেওর-ভাজে এত হাসির ঘটা কেন?

অতুল। জগাটা এমন হাসাচ্ছিল, কি বলবো দাদা!

সুরথ। তোমার সাড়া পেয়ে পালিয়ে গেল ভেতরে।

গিরিশ। বুঝলি অতুল। চাকরিটা বোধহয় ছেড়েই দিতে হবে! (বসতে বসতে)

অতুল। হঠাৎ কি হল দাদা?

সুরথ। (পাখার হাওয়া করতে করতে) সাহেব কোম্পানীর অমন চাকরীটা ছেড়ে দেবে!

গিরিশ। হ্যাঁ। ও আমার ঠিক পোষাচ্ছে না। অতুল, পারবি না কোনরকমে সংসারটা চালাতে? তাহলে পুরোপুরি আমি থিয়েটারেই লেগে যেতাম। নইলে এই দু' নৌকোয় পা দিয়ে কোনটাই হবে না।

অতুল। পারবো দাদা।

সুরথ। কিন্তু দানির কথাও ত' ভাবতে হবে। তারও একটা ভবিষ্যৎ আছে। নইলে সে দোষ যে আমারই হবে। কারণ আমি যে তার সৎ-মা!

গিরিশ। তাহলে না হয় থাক, যেমন চলছে চলুক।

অতুল। কিন্তু তুমি যদি মনে কর, চাকরি ছেড়ে দিলে থিয়েটারে আরও বড় হতে পারবে, তোমার অনেক নাম হবে, তাহলে বৌদি ও দানির ভার আমি নেবো দাদা। সে নিয়ে তোমাব কোন চিন্তা নেই।

সুরথ। তোমরা কথা বলো। আমি চা পাঠিয়ে দিচ্ছি।

[সুরথের প্রস্থান।]

গিরিশ। বুঝলি অতুল, ভাবছি নিজেই এবার দল কোরবো। নতুন নাটক, নতুন মঞ্চ, নতুন দৃশ্যপট। যা হবে আমার নিজস্ব পরিকল্পনায়।

অতুল। তবে একটা কথা, তুমি মোটেই হিসেবি লোক নও দাদা। তাই টাকা-পয়সার মধ্যে না গিয়ে, যদি সবাইকে শিখিয়ে পড়িয়ে ভালো দল গড়তে পারো—সেটাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ। তারপর তুমি ভেবে দেখো। আমি যাই।

[অতুলের প্রস্থান।]

গিরিশ। ইচ্ছে করে এমন অভিনয় করি, এমন নাটক লিখি—যা বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে হবে এক নতুন দৃষ্টান্ত। কিন্তু কেমন করে! কার কাছে পাবো সে অনুপ্রেরণা?

[দমকা বাতাসের মত ভৈরবের প্রবেশ।]

ভৈরব। আছে বড়বাবু। তেমন লোকও আছে। আমি জানি তাকে, আমি জানি।

গিরিশ। ভৈরব! তুমি এই অসময়ে?

ভৈরব। আজ্ঞে, পাগলের কি'বা রাত্রি কি'বা দিন। এই পথ দিয়ে যেতে যেতে, কি মনে হোলো, ঢুকে পড়লাম।

গিরিশ। কার কথা বলছিলে? কে সে?

ভৈরব। মানুষ, আপনার-আমার মতই মানুষ। কিন্তু আঁধার রাতে আলো, অজ্ঞানের জ্ঞান, ভক্তের ভগবান।

গিরিশ। এ বাড়ীর মা-কে ওইসব শু'নও। কিন্তু আমাকে ত' জানো ভৈরব! তাই এখন কেটে ওঠো। নইলে কি বোলতে কি বোলে ফেলবো!

ভৈরব। তবু বোলে যাচ্ছি, তাঁর সঙ্গে আপনাব এক'দিন যোগাযোগ হবেই। সেদিন বলবেন, ভৈরব ভিক্ষে করে বেড়ায়, একটা ভবঘুরে পাগল— কিন্তু সে মিথ্যে বলে না। কারণ এই কপালের লিখন কেউ খণ্ডাতে পারবে না বড়বাবু, কেউ না।

[ভৈরবের উদ্‌ভ্রান্তের মত প্রস্থান।]

গিরিশ। ভৈরবটা একেবারেই পাগল। কি যে বলে তার মাথামুণ্ডু নেই। হ্যাঁ, কি যেন ভাবছিলাম—আলো চাই, লাইট—মোর লাইট! পর্দা উঠছে। কনসার্ট শেষ হলো। সামনে অগণিত দর্শক। আর আমি গিরিশ ঘোষ অভিনয় কোরছি। সে হবে এক অসাধারণ চরিত্র। তারপর, না আর ভাবতে পারছি না। (পকেট থেকে মদের বোতল বার করে)।

[এমন সময় সুরথের প্রবেশ।]

সুরথ। এ কি। অফিস থেকে ফিরে, কিছু মুখে না দিয়েই, ওইসব ছাই-পাঁশ নিয়ে বোসলে!

গিরিশ। হাঁ, এই মাথাটার মধ্যে কি যে হচ্ছে। তারপর ভৈরব এসে বলে গেল, আমার কপালে কি সব লেখা আছে, কার সঙ্গে যেন যোগাযোগ হবে।

সুরথ। ও মা! সে এলই বা কখন, আর গেলই বা কখন? কিন্তু ভৈরব ত' মিথ্যে বলার লোক নয়।

গিরিশ। জানি না। শুধু মনে হচ্ছে—আমি যা চাইছি, তা আমায় পেতেই হবে। নইলে আমি পাগল হয়ে যাবো।

সুরথ। এই ত, একটু আগেও বেশ ছিলে। হঠাৎ কি হলো তোমায়?

গিরিশ। আগুন জ্বলছে, আগুন। তাই গলায় এ বিষ না ঢাললে—নিভবে না সুরথ, নিভবে না।

সুরথ। একটু স্থির হয়ে বোসো। কিছু মুখে দাও। দেখবে সব ঠিক হয়ে যাবে।

গিরিশ। তাহলে বলো সুরথ, আমি পারবো? যা হতে চাই, তা সম্ভব হবে?

সুরথ। তবে ভগবানকে ডাকো। তিনিই তোমায় পথের সন্ধান দেবেন। তিনি যে দয়াময়—করুণাসিন্ধু!

গিরিশ। না সুরথ, না। এ প্রতিভা মানুষের নিজস্ব। ঈশ্বরের দয়ায় তা' সম্ভব নয়। আর এ আমার বাঁচার প্রশ্ন। কারণ চাকরিটা আজ আমি ছেড়ে দিয়ে এসেছি।

সুরথ। সে কি!

গিরিশ। হ্যাঁ, আমি নতুন করে সুরু করবো—নট ও নাট্যকারের জীবন। "তিরস্কার-পুরস্কার করেছ কণ্ঠের হার, তথাপি এ পথে পদ করেছি অর্পণ। রঙ্গভূমি ভালবাসি, হৃদে সাধ রাশি রাশি, আশার নেশায় করি, জীবন যাপন।"

[মদের বোতল তুলে গলায় ঢালে।]

সুরথ। শুনলে না, আমার কথা শুনলে না!

গিরিশ। আমি অমৃতের সন্ধান চাই—অমৃত। (আবার গলায় মদ ঢালে)

সুরথ। আর খেও না, ওগো আর খেও না।

গিরিশ। ভয় নেই সুরথ, ভয় নেই। এইবার দেখবে গিরিশ ঘোষের কলম দিয়ে কি বেরোয়। বলে কি'না কপালের লিখন! মানে না—এই গিরিশ ঘোষ ওসব মানে না। আর ভগবান-টগবান তোমার জন্যে সুরথ। ফুল বেলপাতা নৈবিদ্যি দিয়ে যত পার পুজো করে যাও। কিন্তু এই গিরিশ ঘোষ ওসবের তোয়াক্কাই করে না। মিথ্যে, ওসব মিথ্যে।

[বোতল হাতে, অস্থিরভাবে প্রস্থান।]

সুরথ। ঠাকুর—ওঁকে ক্ষমা কোরো ঠাকুর। নেশার ঘোরে উনি কি বোলে গেলেন, নিজেই জানেন না। তাই শাস্তি দিতে হয় আমাকে দিও, তা সে যতই কঠিন হোক, আমি সইতে পারবো। ওঁকে তুমি ক্ষমা কোরো—ক্ষমা—

[হাত জোড় কোরে, চোখের জলে, সুরথ যেন স্থির ভক্তির প্রতিমা। মঞ্চে অন্ধকার নামে।]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের কক্ষ। দেওয়ালে মা-কালীর ছবি। মেঝেতে চৌকি পাতা। সময় দিনমান। ভাবতে-ভাবতে রামকৃষ্ণের প্রবেশ।]

রামকৃষ্ণ। নরেন এলো। কিন্তু গিরিশ ত' এলোনি। তাকে তুই দেখিস্ মা, তাকে তুই দেখিস্।

[হন্‌হনিয়ে হৃদয়ের প্রবেশ।]

হৃদয়। এই যে মামা! তুমি ঘরেই আছো। আর আমি তোমাকে খুঁজে মরছি! কি করছিলে? তোমার মাকে ডাকছিলে বুঝি? পারোও তুমি বাবা। আমরা হলে এ্যাদ্দিনে গুছিয়ে নিতাম। তোমার ত' সিদিকে মন নেই। দিনরাত মা-মা-ই কোরছো।

রামকৃষ্ণ। তাতে তোর কি ক্ষেতি হচ্ছে? এমন করে এলি যেন ঘরে ডাকাত পড়েছে!

হৃদয়। সে ত' বোলবেই। আবার এই হৃদে নইলে ত' চলেও না!

রামকৃষ্ণ। কি হয়েছে বোলবি ত'?

হৃদয়। তাহলে সত্যি করে বলো ত' তুমি কে? আমার মামা না অন্য কেউ?

রামকৃষ্ণ। দূর শালা—এই তোর কথা? আমি ভাবলাম না জানি কি!

হৃদয়। সে তুমি যাই বলো। আমার কিন্তু মনে হয়—তুমি মানুষ নও।

রামকৃষ্ণ। হিদের কথা শোনো! মানুষ নয়ত কি?

হৃদয়। সেটা ভাবতে-ভাবতেই, আমার ত' চক্ষু ছানাবড়া গো মামা!

রামকৃষ্ণ। তাহলে চোখে তোর ধুলো পড়েছে। আয় ফুঁ দিয়ে দি।

হৃদয়। চোখে নয়। এই মাথায় একটু পায়ের ধুলো দাও, যাতে এই হিদেরও একটা হিল্লে হয়ে যায়।

রামকৃষ্ণ। এই দেখো! মাকে ছেড়ে শেষে তুই আমাকে নিয়ে পড়লি। ওরে বোকা তিনিই যে সব!

হৃদয়। সে তুমি যাই বলো, তোমাকে আমি ছাড়ছি না মামা। ছিনে জোঁকের মত লেগে থাকবো, যাতে ওই যাদু-মন্তর আমাকেও শিখিয়ে দাও।

রামকৃষ্ণ। সে আবার কি রে? তোকে নিয়ে দেখছি গেরোয় পড়া গেল। ওইসব শুনলে এখুনি পিল্‌পিল্ করে লোক এসে জুটবে দক্ষিণেশ্বরে।

হৃদয়। বলবোনি, কাউকে বলবোনি। শুধু আমায় শিখিয়ে দেবে। তারপর এই হিদেকে পায় কে। লিয়াও রুপিয়া, লাগাও খেল্। লিয়াও রুপিয়া, লাগাও খেল্।

রামকৃষ্ণ। চুপ কর্ হিদে, চুপ কর্। তুই দেখছি আমায় দ'য়ে মজিয়ে ছাড়বি!

হৃদয়। বলি কি আর সাধে মামা! এই যে পরশু তুমি বোললে, মন্দিরের ওই ফুল বাগানটায় ছাগল-গরু ঢুকে সব খেয়ে যাচ্ছে, বেড়া দিয়ে দে। কিন্তু দেবো কি ক'রে। বাঁশ চাই, দড়ি চাই। তাই চুপ করে গেলাম। তোমাকে বোলেও কোন ফল হবে না। তারপর আজ সকালে ঘাটে গিয়ে দেখি মামা—উরি বাপ্‌রে—

রামকৃষ্ণ। এই দেখো, বোলবি ত'? কি দেখলি?

হৃদয়। সবই ত' জানো! তবু আমার মুখ থেকে না শুনলে চলছে না। আচ্ছা লোক তুমি! গিয়ে দেখি জোয়ারের জলে বাঁশ-দড়ি ভেসে এসেছে দক্ষিণেশ্বরের ঘাটে!

রামকৃষ্ণ। তাই বল! আমি ত' ভাবলাম না জানি কি। শোন তাহলে একটা গপ্পো বলি—

হৃদয়। শুনেছি, অমন গপ্পো অনেক শুনেছি। ওতে আর ভুলছি না মামা। তাই এবার থেকে আমিও তোমার মত 'মা'-'মা' করে ডাকবো, আর বলবো—এটা দাও, ওটা দাও, সেটা দাও।

রামকৃষ্ণ। তোর যদি মন চায়, তাই বলিস মাকে। চাইবি যা ইচ্ছে। তবে ধরবি কষে। সহজে ছাড়বি নে।

হৃদয়। ফস্‌কে যাবে মামা। খুঁটি শুদ্ধু উপড়ে যাবে। সে কপাল করে কি এসেছি! এই যেমন তুমি—ছিপ্ ফেলে বসে আছ নিশ্চিন্তে। যে একবার টোপ গিলেছে, অমনি তুমি—খ্যাচাক্ করে মারো টান্।

রামকৃষ্ণ। বড ভাল বলেছিস্ হিদে, বড ভাল বলেছিস্। ও কিসের টোপ জানিস্?

হৃদয়। সে জেনে আমার লাভ কি মামা। এ হিদে ত' আর তুমি হতে পারবে না। তাই শুধু ওই পায়ে ঠাই দিও। তাহলে আমি লুভীই হই আর বোকাই হই, মোক্ষলাভ আমার কেউ ঠেকাতে পারবেনি মামা—কেউ ঠেকাতে পারবেনি।

[হৃদয়ের প্রস্থান, নরেনের প্রবেশ।]

নরেন। আমি কিন্তু বিশ্বাস করি না ওই হৃদয়ের কথা। কারণ মানুষের পরিচয়—তার বিবেক, বুদ্ধি, সততা—তার কর্ম, তার ধর্ম।

রামকৃষ্ণ। আয়, আয় নরেন। ও একটা পাগল। এতদিন আসিস্নি কেন? রাগ করেছিস্ বুঝি? মুখখানা দেখছি ভার-ভার! ক হয়েছে রে?

নরেন। সবার যা হয়। হঠাৎ বাবা মারা যেতে সংসারের দায়িত্ব পডল আমার ঘাডে। তাই কেমন কোরে এখন সামলাবো সেই ভেবেই অস্থির। সময়ও পাই না।

রামকৃষ্ণ। বোস্ বোস্। অত ভাবিস্নে। মাকে ডাক, তিনিই পথ বলে দেবেন।

নরেন। ও-কথা হৃদয় বিশ্বাস করতে পারে, কিন্তু এই নরেনের পক্ষে সম্ভব নয়। সে বাস্তববাদী। জানে এ এক কঠিন সমস্যা।

রামকৃষ্ণ। বেশ তো। তোর কথা এবার থেকে না হয় আমিই ভাববো। তাহলে ত' নিশ্চিন্তি হতে পারবি?

নরেন। না।

রামকৃষ্ণ। কেন রে।

নরেন। পৈতৃক বাড়াখানা নিয়ে কোর্টে কেস চলছে আত্মীয়দের সঙ্গে। তারপর কলেজের পড়া। ছোট ভাই-বোনদের দেখাশোনা। পারবেন আপনি এত সমস্যার সমাধান করতে?

রামকৃষ্ণ। তাহলে চ' না আমার সঙ্গে মায়ের কাছে! তাকে গয়েই বোলবি—

নরেন। আপনার সেই এক কথা—মা-মা-মা। কে মা? কার মা? এই যে পরাধীন দেশের অগণিত মানুষ, তাদের কত দুঃখ, কত দুর্দশা!

তা কি দেখতে পান না! তিনি কি অন্ধ! আর আপনি বোলছেন সেই তাঁকেই ডাকতে! তিনি কোরে দেবেন সব সমস্যার সমাধান—এ বিশ্বাস যারই থাকুক, আমার নেই। স্বার্থপরের মত আমি তা পারবোও না।

রামকৃষ্ণ। বেশ, তোকে কিছুই কোরতে হবে না। যা করার আমিই কোরবো।

নরেন। সে আপনি যা ভাল বুঝবেন। তবে আমার পক্ষে রোজ রোজ এই দক্ষিণেশ্বরে আসা সম্ভব নয়। আলেয়ার পেছনে ছুটতেও আমি রাজি নই। এই আমার শেষ কথা। (উঠে পড়ে)

রামকৃষ্ণ। এ কি! এই ত' এলি! এর মধ্যেই চলে যাবি? তাহলে তোকে ছেড়ে আমি কি করে থাকবো রে?

নরেন। এ ত' আপনার ভাল আব্দার! আমার কি আর কাজ নেই? শুনলেন ত' আমার সংসারের কথা। এখানে পড়ে থাকলেই চোলবে?

রামকৃষ্ণ। তাহলে মাঝে-মধ্যে আসিস। নইলে যে এই মনটায কি হয়, সে তুই বুঝবি নে নরেন।

নরেন। কথা দিতে পারছিনে। তবে চেষ্টা করে দেখবো। কিন্তু তাতেই বা কি লাভ হবে আমার?

রামকৃষ্ণ। হবে, হবে। আমি বোলছি হবে।

নরেন। তাহলে তার প্রমাণ দিন। নইলে জানবো এসব মিথ্যে, সব অবাস্তব।

রামকৃষ্ণ। (হাতে তালি দিয়ে) জয় মা। জয় মা। ওর যে কিছুতে বিশ্বেস আনতে পারছিনে। এখন কি করি? ও যদি সত্যিই রাগ করে চলে যায়?

নরেন। আসার সময় দেখলাম, পথের ধারে এক ভিখারিণী মরে পড়ে আছে! তার কোলের শিশুটা মরা মায়ের বুক থেকে দুধ খাবে বলে কান্না জুড়ে দিয়েছে! এ দৃশ্য ভাবা যায়! কেন এমন হয়—কে তার জবাব দেবে—কিসে তাদের মুক্তি?

রামকৃষ্ণ। তুই দেখছি আজ সত্যিই ক্ষেপে গেছিস নরেন। চ', মায়ের পেসাদ খাবি। তোর নিশ্চয় খুব ক্ষিদে পেয়েছে?

নরেন। এই কথার এই উত্তর? এমনি করেই ভোলাতে চান আমাকে? কিন্তু পারবেন না। এ মন বড় কঠিন। আমি চললাম।

রামকৃষ্ণ। নরেন যাস্‌নে। শোন আমার কথা।

নরেন। কি আর শুনবো! কেন আপনি আমায় এভাবে আটকে রাখতে চাইছেন! আমি কি শিশু? আমার কি বোধ-বুদ্ধি নেই?

রামকৃষ্ণ। জয় মা। জয় মা। তুই পথ দেখা মা নরেনকে। 'এ বিপদ থেকে আমায় মুক্ত কর মা। ও যে অনেক লেখাপড়া শিখেছে! আর আমি মুখ্য-সুখ্যু মানুষ। কি দিয়ে ওকে ধরে রাখবো!

নরেন। মিথ্যেই আপনার মা-কে ডাকা। এর উত্তর নেই। কারণ আমি আজ যুক্তি-তর্ক দিয়েই জানতে এসেছি। সেই সঙ্গে দেখতে, কোথায় সেই শক্তি, যা' এই নরেনকে ধরে রাখতে পারে! কোথায় সেই মা, যাকে কেউ কোনদিন দেখেনি। শুধুই কল্পনা।

রামকৃষ্ণ। বলিস্‌নি। অমন কথা বলিস্‌নি। আমি যে তাঁর সঙ্গে দু'বেলা কথা বলি! এক সঙ্গে খাই! আর তুই কিনা বলছিস্‌ মা বলে কেউ নেই?

নরেন। যদি থাকেন, কোথায় তিনি? দেখাতে পারেন? এই ত' আপনার ঘর। এখানে অন্য কেউ নেই। শুধু আপনি আর আমি। ওই দেখা যাচ্ছে মন্দির। ওই গঙ্গা। কোথায়—তিনি কোথায়?

রামকৃষ্ণ। ভাল করে দেখ্‌ নরেন। ঠিক দেখতে পাবি।

নরেন। এখনও বোলছেন সেই এক কথা?

রামকৃষ্ণ। হাজারবার বলবো। চেয়ে দেখ্‌, ওপরে-নীচেয়, সামনে-পেছনে, দক্ষিণে-উত্তরে। যেদিকে চাইবি সেদিকেই মা।

নরেন। কিন্তু কই—আমি ত' দেখতে পাচ্ছি না!

রামকৃষ্ণ। ভালো করে চেয়ে দেখ। অত ধৈর্যহারা হলে কি চলে? তোর অমন চোখ, তুই দেখবি নে ত' কে দেখবে? আসলে তুই কে, তা নিজেই জানিস্‌নে।

নরেন। তাহলে বলুন ঈশ্বর কে? কি তাঁর স্বরূপ?

রামকৃষ্ণ। আয়, কাছে আয় বলছি।

নরেন। এই ত' আমি, বলুন এবার।

রামকৃষ্ণ। ঠিক তোর মত, তুই-ই সে।

নরেন। আমি! একথা শুনলে যে লোকে পাগল বোলবে! কি বোলছেন আপনি!

রামকৃষ্ণ। তাহলে আরও শোন্‌। শুধু তুই কেন, যা কিছু চোখ মেলে দেখছিস্‌, সব তাতেই মা—তিনি সর্বত্র।

নরেন। না-না। এসব আমি বিশ্বাস করি না। এর অপর নাম নিজেকে ঠকানো। তাই আজ আপনাকে কিছুতেই ছাড়বো না। হয় তাঁকে দেখাতে হবে, নইলে জানবেন—এই নরেন আর কোনদিন আসবে না। আমি ভুলে যাবো আপনাকে। আপনিও ভুলে যাবেন আমাকে।

রামকৃষ্ণ। কিন্তু তোর মুখ চেয়ে যে কত মানুষ বসে আছে রে নরেন! তাহলে কে তাদের উদ্ধার করবে? ঠিক যেমন শ্রীচৈতন্য উদ্ধার করেছিলেন জগাই-মাধাইকে। প্রেমের বান্ ডেকে গিয়েছিল নবদ্বীপ-শান্তিপুরে।

নরেন। পড়েছি, অনেক পড়েছি। তবু সংশয় কাটেনি। তাই আজ আমি মরিয়া। আমি দেখতে চাই তাঁকে।

রামকৃষ্ণ। নইলে ছাড়বিনে—এইত'?

নরেন। হাঁ ঠিক তাই। নাহ'লে আমার এ অস্থিরতা, অবিশ্বাস দূর হবে না। কই—কোথায় তিনি? চুপ করে আছেন কেন? দেখান—আমাকে দেখান?

রামকৃষ্ণ। তাহলে তাকা আমার দিকে। চোখে চোখ রাখ্। এবার বল্ কি দেখছিস্?

নরেন। আপনি—রামকৃষ্ণ।

রামকৃষ্ণ। আমাকে ডান হাত দিয়ে ছোঁ। এবার কি দেখছিস্?

নরেন। আপনি মিলিয়ে যাচ্ছেন। একটা ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠছে, তার মধ্যে নতুন সূর্যের আলো! এক দিব্যজ্যোতি! (প্রচণ্ড বিস্ময়ে)

রামকৃষ্ণ। জয় মা। জয় মা। নরেনকে দেখা দে মা! দেখা দে—দেখা দে—(সেই মুহূর্তে অন্ধকার—সুরের একটা মূর্ছনা। তারপর স্তিমিত আলোয় দেখা যায় রামকৃষ্ণ অন্তর্হিত। সেখানে বালিকা কালীমূর্তি আবির্ভূতা।)

নরেন। এ কি! এ কি দেখলাম! মা ভবতারিণী। ঠাকুর—ঠাকুর—আর আমার কোন সন্দেহ নেই। সব সংশয় কেটে গেছে। আমি কিছু চাই না। শুধু ভক্তি দে মা—ভক্তি—ভক্তি—

[নরেন লুটিয়ে পড়ে কালীমূর্তির পায়ে। মূর্তির মুখে মৃদুহাস্য। অন্ধকার নেমে আসে মঞ্চে।]

তৃতীয় দৃশ্য

[রঙ্গমঞ্চ। পেছনে কোন দৃশ্যপট বা কালো পর্দা। সামনে দু'খানা চেয়ার ও একখানা টুল পাতা। সময় দিনমান। অমৃতের সঙ্গে বিনোদিনীর প্রবেশ। তার চোখে ভয় ও বিস্ময়। কানে কান-বালা, নাকে নোলক, পায়ে মল, পরণে গাছ-কোমর কোরে পরা ডুরে শাড়ী।]

অমৃত। আয় আয় বিনি, দেখছিস কি! এ ষ্টেজ ত' নয়, গড়ের মাঠ! তারপর রাতের বেলায় যখন গ্যাস লাইট জ্বলবে, তখন চোখে সরষের ফুল দেখবি। বোস্ ওইখানে। ভয় পাচ্ছে না ত'?

বিনোদ। না, কিন্তু আমি কি পারবো!

অমৃত। ন্যাকামি করিসনি। কত করে তোর মাকে পাম্প্ দিয়ে তবে নিয়ে এলাম। পারবি নে মানে? এ্যাদ্দিন তাহলে সখীর দলে থেকে কি নাচ-গান শিখ্লি? ওখানে ত' প'চে মরতিস্? এখানে তোর কত নাম-যশ হবে সেটা জানিস্? তবে—গুরুর যদি নজরে লাগে।

বিনোদ। তিনি কখন আসবেন?

অমৃত। এখুনি এসে পড়বে। কিন্তু খুব সাবধান।

বিনোদ। আমার যে ভয় করছে! (উঠে পড়ে)

অমৃত। কেন! বাঘ-ভাল্লুক নাকি যে তোকে খেয়ে ফেলবে? বোস—বোস। গুরু আমার মহাদেব। দেখলেই বুঝবি। এই ষ্টেজে দাঁড়িয়ে যখন প্লে করে তখন সব কেঁপে ওঠে। যেমন গলা, তেমনি ডেলিভারি।

বিনোদ। ডেলিবারি কি বোসবাবু?

অমৃত। ডেলিবারি নয়—ডেলিভারি। শিখিয়ে দেবে—সব শিখিয়ে দেবে। তোর গলা আছে, মুখ চোখ ভালো, একটু-আধটু বাংলা পড়তেও পারিস। দেখবি, হেল্ থেকে একেবারে হেভেনে চলে গেছিস। কিন্তু মুখের ওপর

কথা বলবিনে। যা' জিগ্যেস কোরবে, চট্‌পট্‌ জবাব দিবি। আর সটান একটা পেন্নাম। মনে থাকবে?

বিনোদ। হাঁ, কিন্তু পাট বলতে গিয়ে যদি আটকে যায়?

অমৃত। সঙ্গে-সঙ্গে ওই আপেলের মত গালে, বিরাশি ওজনের এক থাপ্পড়। তাহলেই দেখবি, মুখে তুবড়ি ছুটবে।

বিনোদ। শুনিছি, শুনার কথা শুনিছি। কিন্তু চোখে দেখিনি।

অমৃত। আমি অমৃতলাল বোস। আর তিনি বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষ। আমার গুরু। নতুন একখানা পালা লিখছে। একেবারে মার-মার-কাট্‌-কাট্‌। দেখ, তোর কপালে এখন কি লেখা আছে।

বিনোদ। আমাকে একটা কিছু বলান না, বোসবাবু? তাহলে ভয়টা ভেঙে যায়। যা' মনে আসে আপনার।

অমৃত। ভাল বলেছিস বিনি। দাঁড়া, ডাকছি হরেনকে। হরেন—হরেন।

[হরেনের প্রবেশ। হাতে একখানা খাতা।]

হরেন। ডাকছিলেন বোসবাবু?

অমৃত। হাতে ওটা কি তোমার?

হরেন। বড়বাবু সেদিন বললেন এর মধ্যে একদিন নীলদর্পণ নাটক হবে। তাই একটু চোখ বোলাচ্ছিলুম।

অমৃত। ভালই হয়েছে। শোনো—এ হচ্ছে বিনি। ভালো নাম বিনোদিনী দাসী। গুরুর নতুন বই-এর জন্যে একেবারে খাস জায়গা থেকে তুলে এনেছি! ওকে একটু টেষ্ট করা দরকার। আমি রোগ সাহেব বলবো, ও বলবে ক্ষেত্রমণি। তুমি একটু প্রম্প্‌ট্‌ করে দাও ত'।

হরেন। কোন দৃশ্যটা ধরবো?

অমৃত। শুধু যেখানে ক্ষেত্র আর রোগ সাহেব। পদির পাট বলার দরকার নেই। অন্য সবও বাদ দিয়ে যাবে।

হরেন। ঠিক আছে। আপনি ওকে তাহলে একটু বুঝিয়ে দিন। আমি উইংস্‌-এর আড়ালে গিয়ে দাঁড়াচ্ছি।

[হরেনের খাতা হাতে প্রস্থান।]

বিনোদ। ওই নীলের পালা আমি একদিন দেখিছি বোসবাবু।

অমৃত। ডুবে ডুবে তাহলে অনেক জল ত' খেয়েছিস্‌! নে, এবার শুরু

কর। তুই যেন কিছুই জানিসনে—কেন তোকে নীলকুঠিতে নিয়ে এসেছে। তারপর তোর সন্দেহ হয়। ভয়ও লাগে রোগ সাহেবকে দেখে। ধর এটা তোর ঘর। মনে পড়ছে ত'?

বিনোদ। হাঁ, আপনি সুরু করুন। আমি বাইরে থেকে ঢুকবো। কিন্তু বোসবাবু—(যেতে গিয়েও ফিরে)।

অমৃত। আবার কি? তুই দেখছি ভোবাবি। সব ত' বুঝিয়ে দিলাম। ক্ষেত্রমণি বোলবি তুই। আর আমি নীলকর সাহেব।

বিনোদ। সেই উনি যদি এসে পড়েন?

অমৃত। ভালো বোললে বাহবা পাবি। নইলে ঘাড়-ধাক্কা। তারপর মা-দিদিমার মতই কাটাবি বাকি জীবনটা—পরপুরুষের বিলাসসঙ্গিনী হয়ে।

বিনোদ। ও আশীর্ব্বাদ্ কোরবেন না বোসবাবু! একটু পায়ের ধুলো দিন।

অমৃত। থাক্ থাক্। এবার আমি সুরু করছি। তুই ভেতরে যা। হরেন তোকে ঠিক সময় ধরিয়ে দেবে।

[বিনোদের উইংস্-এর আড়ালে প্রস্থান, হরেনের প্রবেশ।]

হরেন। নীলের চাষ করিবে না! আলবৎ করিবে। ওইখান থেকে সুরু করুন বোসবাবু।

[হরেনের খাতা হাতে প্রস্থান।]

অমৃত। (সাহেবের ভঙ্গিমায়) নীলের চাষ করিবে না? আলবৎ করিবে। দাদন না নিলে আমি কাহাকেও ছাড়িবে না। কত লায়েক হইয়াছে তাহাও দেখিবে। আমার টাকা আছে, লাঠিয়াল আছে, তবু শাসন হইবে না! কিন্তু আমি জানে, নীলের চাষ কেমন করিয়া করিতে হয়। ও শালাদের হাল-গরু আটক করিবে। জরু কয়েদ করিবে। তবু নীল চাষ হইবে না? বেগার এই নীলকুঠিতে রোগ সাহেব বসিয়া থাকিবে? হাঁ—মনে পড়িয়াছে, সাধুর কন্যাকে আজ রাত্রে ধরিয়া আনিতে বলিয়াছি। উহাকে দেখিতে ভালো। বয়েস কম আছে। সারারাত ধরিয়া পাইলে খুব আনন্দ হইবে। বহুৎ মজা। আঃ—কেন এত দেরী করিতেছে? (এমন সময় নেপথ্যে বিনোদের গলা শোনা যায়)।

বিনোদ। ময়রা পিসী—এই রেতে তুমি আমায় কুথায় নিয়ে এলে? মোর যে ভয় করছে!

অমৃত। আসিয়াছে! ক্ষেত্রমণি আসিয়াছে! যাই, একটু মদ্যপান করিয়া আসি। তাহা হইলে শরীরে বল পাইব। মনে জোর আসিবে।

[অমৃতের প্রস্থান। অপর দিক থেকে বিনোদের প্রবেশ। ভয়ার্ত চাহনি। দিশেহারা ভাব।]

বিনোদ। না—না। মুই পরাণ দিতে পারবো, ধম্ম দিতে পারবো না। মোরে কেটে কুচি কুচি কর, মোরে পুড়ায়ে ফেল, ভেসায়ে দাও, পুঁতিয়ে রাখো—মুই পরপুরুষ ছুঁতে পারবো না। ও ময়রা পিসী, কুথায় গেলে গো! তুমি বোললে ভাতার জানতি পারবে না। কিন্তুন্ ওপরের দেবতা! তিনি ত' জান্‌তি পারবে? না—না—ওই সাহেবের কাছে ধম্ম দিতে আমি পারবো না, আমি পারবো না।

[ছুটে বেরোতে যাবে, এমন সময় পথ আগ্‌লে হাসতে হাসতে সাহেবের ভঙ্গিমায় অমৃতের প্রবেশ।]

অমৃত। আসিয়াছে! তুমি আসিয়াছে ক্ষেত্রমণি! তুমি সাধুর কন্যা আছে?

বিনোদ। হ্যাঁ, আমাকে ছেড়ে দাও সাহেব। আমি ঘরে যাবো।

অমৃত। যাইবে, যাইবে—সকাল হইলেই যাইবে।

বিনোদ। না—না—সে আমি পারবো না।

অমৃত। আমি হাত ধরিয়া শিখাইয়া দিবে। তুমি আমার বিবি হইবে। আইস আমার কাছে। আমি 'লাভ' করিবে, আনন্দ করিবে।

বিনোদ। এসব জান্‌তি পারলে, মোর মা গলায় দড়ি দেবে। বাপ মাথায় কুড়ুল মারবে, মোরে ছেড়ে দাও সাহেব। মোরে ছেড়ে দাও।

অমৃত। ক্রন্দন করিয়া লাভ হইবে না ক্ষেত্র। আমরা নীলকর। যমের দোসর হইয়াছি। কত গ্রাম জ্বালায়ে দিয়াছি। পুত্রকে স্তন পান করাইতে করাইতে কত মাতা পুড়িয়া মরিল। তা' দেখিয়া আমাদের চক্ষুতে জল আসে না। তাহা হইলে নীলচাষ হইবে কিরূপে? বোলো? বোলো?

বিনোদ। মোরে কালসাপের গত্তে রেখে, ময়রা পিসী পলায়ে গেলো। এখন কেমন কোরে সতীধম্ম বাঁচবে!

অমৃত। আইস, আইস ভীয়ার।

বিনোদ। না—না।

অমৃত। পলাইতে চাও? কেন পলাইবে? তোমাকে টাকা দিবে। নূতন শাড়ী কিনিয়া দিবে।

বিনোদ। চাই না, ওসব কিচ্ছু চাই না।

অমৃত। তবে আমি তোমাকে আদর করিবে। 'লাভ' করিবে। (হাত ধরে)

বিনোদ। ও সাহেব, তুমি মোর বাবা। মোরে ছেড়ে দাও। মুই ঘরে যাবো।

অমৃত। ছাড়িয়া দিবে না—দিবে না ক্ষেত্রমণি। তোমাকে আমি বিবি করিয়া রাখিবে। বিবি—হাঃ-হাঃ-হাঃ।

বিনোদ। না—সাহেব—না—না—

[সেই চরম মুহূর্তে গিরিশের প্রবেশ।]

গিরিশ। ষ্টপ্—ষ্টপ্ অমৃত। কি সব উল্টো-পাল্টা বলছো? এ কে? কে নিয়ে এলো এখানে!

অমৃত। আমি গুরু। সেই যে তুমি বলেছিলে—তাই একটু একটু বাজিয়ে দেখছিলাম। পেন্নাম কর্ বিনি, পেন্নাম কর্।

গিরিশ। থাক্—থাক্। কি নাম?

বিনোদ। বিনোদিনী দাসী।

গিরিশ। এর আগে কোথায় অভিনয় করতে?

অমৃত। আয় লো অলি—কুসুমকলি।

গিরিশ। বলো কি অমৃত! অভিনয় দেখে ত' মনে হয় না! খোঁজ পেলে কোথায়?

অমৃত। পাঁকে পদ্মফুল ফুটলে আমার নজরে আসবে না? তাহলে বলছো, একে দিয়ে তোমার চলবে গুরু?

গিরিশ। কিন্তু মনে রেখো, এখানে সব ভুলে যেতে হবে। কে তুমি। কোথায় ছিলে এতদিন। এই থিয়েটারই হবে তোমার ধ্যান-জ্ঞান। আর যদি বেচাল কিছু দেখি—

বিনোদ। আপনি আমায় শাসন করবেন। মুখ্যু মেয়েছেলে আমি। সমাজের কাছে যার পরিচয় শুধু পতিতা। তাকে যদি একটু করুণা কোরে একটু মানুষ হবার সুযোগ দেন, তাহলে এই বিনোদ সেকথা কোনদিন ভুলবে না! আর বলবে, ভগবান তুমি আছ—তুমি আছ!

গিরিশ। চুপ কর! কে ভগবান? কোথায় ভগবান?

অমৃত। দিলি ত' আমার গুরুকে ক্ষেপিয়ে?

গিরিশ। সবারই ওই এক কথা! কিন্তু কেউ বলতে পারে দেখেছে? ইজ্ দেয়ার এনি বডি? কি অমৃত?

[সেই মুহূর্তে হরেনের প্রবেশ।]

হরেন। বড়বাবু—যদি অপরাধ না নেন, আমি একটা কথা বলবো?

গিরিশ। তোমার আবার এসময় কি কথা হরেন?

হরেন। আজ্ঞে লোকের মুখে শুনেছি, দক্ষিণেশ্বরে কে এক রামকৃষ্ণ পরমহংস থাকেন, তিনি নাকি দেখেছেন।

গিরিশ। পরমহংস! হাঃ-হাঃ-হাঃ।

অমৃত। হেসো না গুরু। আমিও শুনেছি। তিনি না'কি অবতার!

গিরিশ। ষ্টপ্ অমৃত। অন্য কথা বলো। সেই ভুবন নিয়োগীর কি হলো; নতুন থিয়েটার খুলবে বলেছিল যে?

অমৃত। সে ত' একপায়ে খাড়া। আমার সঙ্গে পাকা কথাও হয়ে গেছে। এখন তুমি রাজী হলেই—

গিরিশ। আমার সর্ত মনে আছে?

অমৃত। বলেছি—সব বলেছি। থিয়েটারের নাম হবে—গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার। তবে এই বিনিকে নিতে হবে।

হরেন। আমাকেও রাখবেন ত' বড়বাবু?

গিরিশ। রাখবো, সবাইকে রাখবো। কিন্তু নাটক? তুমি গাইতে পারো? নাচতে জানো? (বিনোদকে)

বিনোদ। আপনি শিখিয়ে নিলে পারবো।

গিরিশ। তুমি বেশ্যার ঘরে জন্মেছ বিনোদ! তার জন্য দায়ী কে জান? ওই ভগবান। কিন্তু এই গিরিশ ঘোষ রক্ত মাংসের মানুষ। তাই সে বলে—জন্মের জন্যে কেউ দায়ি নয়। আর অভিনেত্রীর জীবন বেশ্যার থেকে অনেক সম্মানের। আমি তাই তোমায় দেবো।

বিনোদ। তাহলে ওই পাদপদ্মে আমি পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে বলবো—

অমৃত। দেখ গুরু, দেখ ওর পোজ্-পশ্চার!

হরেন। সত্যি বোস্‌বাবু—পাঁকেই এমন পদ্মফুল ফোটে।

গিরিশ। চুপ করে গেলে কেন বিনোদ? ভয় পাচ্ছ—যদি গুরুদক্ষিণা চাই?

বিনোদ। না—কি আছে আমার? এ যে বাসি ফুল—যা দেবতার পুজোয় লাগে না। তাই ইচ্ছে হচ্ছে, মনে মনে বলি—হে আমার নয়নারায়ণ, লহ মোর প্রণাম, লহ মোর প্রণাম—হে নারায়ণ—

[বিনোদিনীর দু'চোখে জলের ধারা। করযোড়ে নতজানু হ'য়ে, মাথাটা নুইয়ে দেয় গিরিশের পায়ে। মঞ্চে অন্ধকার নামে।]

চতুর্থ দৃশ্য

[গিরিশ ঘোষের বাড়ীর পূর্ববর্ণিত কক্ষ। টেবিলে লেখার খাতা, দোয়াত কলম, কাঁচের গেলাস ও হাতপাখা। সময় রাত্রি। পুরোনো দিনের টেবিল-বাতি জ্বলছে। বাইরে থেকে জগার প্রবেশ। হাতে মদের বোতল।]

জগা। এই রে! সোডার বোতল আনতে ভুলে গেলাম! ইদিকে বড়বাবুর ফেরার সময় হয়ে গেল। কি করি এখন? আবার যাবো? কিন্তু গেলেই লোকেরা ছেঁকে ধরবে—এই জগা, তোর বড়বাবু এবার কি পালা নিকৃছে রে? বিনোদিনী কোন্ পাট করবে? আমি এত খবর দিই কি কোরে! এই হয়েছে এক ঝামেলা। যাই আবার—

[মদের বোতলটা টেবিলে রেখে বাইরে যেতে যাবে, এমন সময় ভেতর থেকে সুরথের প্রবেশ।]

সুরথ। আবার কোথায় চোল্লি?

জগা। সোডার বোতল আনতে ভুলে গেছি ছোটমা।

সুরথ। থাক আর যেতে হবে না। ঘরে যেটা আছে, সেটা দিয়েই চলবে। কিন্তু ওঁর ফিরতে আজ এত দেরী হচ্ছে কেন?

জগা। তোমায় কিছু বলে যাননি ছোটমা?

সুরথ। না রে! তাইত ভাবছি!

জগা। ছোট মা, একটা কথা শুনেছো?

সুরথ। কি কথা রে?

জগা। কে এক রামকেষ্ট ঠাকুর! তাঁর সঙ্গে না'কি আজ বড়বাবুর দেখা হয়েছে।

সুরথ। ও মা! কোথায়! তিনি ত' দক্ষিণেশ্বরে থাকেন—রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব। তুই কার কাছে শুনলি? (জোড়হাত মাথায় ঠেকিয়ে।)

জগা। রাস্তায় লোক বলাবলি কোরছিল। এই বাগবাজারের কাছেই।

সুরথ। তবে কি ঠাকুর এতদিনে মুখ তুলে চাইলেন! আমার ডাক তিনি শুনতে পেয়েছেন! হ্যাঁ রে জগা, সত্যি ত'?

জগা। মিথ্যে কেন বলতে যাব ছোট মা? আরও কি বোলছিল জানো?

সুরথ। কি? সব খুলে বল্? শুনে আমার কি যে হচ্ছে!

জগা। বডবাবুকে দেখে তিনি নমস্কার করেন। তারপর বড়বাবুও নমস্কার করেন। আবার তিনি করেন—আবার বড়বাবু!

সুরথ। কোন কথা হয়নি? কিছু বলেননি?

জগা। তা ত' শুনিনি ছোট মা। তবে—অনেকেই দেখেছে।

সুরথ। এই দেখ, আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছে। আর ভয় হ'চ্ছে—যদি উনি বেফাঁস কিছু বলে থাকেন! তাহলে কি হবে? তিনি যে সাক্ষাৎ দেবতা!

জগা। ওই বড়বাবু বোধহয় ফিরলেন। আমি যাই—তবে আমি যে বোলেছি তা যেন ভুলেও মুখে এনো না।

সুরথ। না—না। তুই ঠিক শুনেছিস জগা। আমার মন বোলছে, দর্শন তিনি দিয়েছেন। এই নে—টাকাটা রাখ। দেশে তোর ছেলেমেয়েকে পাঠিয়ে দিস্—মিষ্টি খাবে।

[আঁচল থেকে একটা রূপোর টাকা বার ক'রে দেয়।]

জগা। ছোট মা, তুমি কাঁদছ?

সুরথ। (চোখ মুছে) না—না, আজ ত' আনন্দের দিন। কত ভাগ্য আমার! নইলে এত লোক থাকতে, ওঁকেই বা দেখা দেবেন কেন! তুই ভেতরে যা জগা। ওই উনি আসছেন।

[জগার প্রস্থান, গিরিশের প্রবেশ।]

গিরিশ। এই যে সুরথ। অতুল ঠিকই বলেছিল। আর যাই করো দাদা, থিয়েটারের মালিক হতে যেও না। তাহলেই যত গণ্ডগোল।

সুরথ। কেন, কি হলো আবার?

গিরিশ। থিয়েটারের হালচাল দেখেই বোলছি। গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার আবার হাত-ফেরতা হলো—এখন প্রতাপ দে চালাবে শুনছি।

সুরথ। অত কোরে যে বললাম, এবার একটা ঠাকুর-দেব্তার পালা লেখো। সে কথা তো কাণেই তুললে না।

[গিরিশ বস্লে সুরথ বাতাস করে।]

গিরিশ। লিখছি—এবার তোমার ঠাকুর-দেব্তাদের নিয়েই লিখছি। কি নাম দিয়েছি জানো?

সুরথ। কি গো?

গিরিশ। সীতার বনবাস।

সুরথ। খুব ভালো। এতোদিনে আমার একটা মনের সাধ মিট্লো।

গিরিশ। বইটা উৎসর্গ করবো বিদ্যাসাগরকে। গুরুদেব, দীননাথ, মাতৃভাষা জানি না বলা ভাল নয়। আচার্য, আমার পরীক্ষা গ্রহণ করুন। আমি চিরদিন মহাশয়কে বন্দনা করি।

সুরথ। তুমি কি সাজবে?

গিরিশ। রাম। আর বিনোদিনী সীতা।

সুরথ। ভাগ্যি কোরে এসেছিল মেয়েটা।

গিরিশ। বিনোদিনী না হয়ে ওর নাম হওয়া উচিত ছিল পঙ্কজিনী। যা দেখাই তাই শিখে নেয়। একবারের বেশী দু'বার বলতে হয় না।

সুরথ। হ্যাঁ গো—তোমার সঙ্গে নাকি দক্ষিণেশ্বরের রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের দেখা হয়েছিল?

গিরিশ। তুমি জানলে কি করে?

সুরথ। বলো না, সত্যি কি'না?

গিরিশ। হ্যাঁ। চেনা নাই জানা নেই, রাস্তার মাঝখানে আমাকে দেখে সে কি নমস্কারের ঘটা। তারপর এমন পাগলামি সুরু কোরলে যে রাস্তায় ভীড় জমে যায়!

সুরথ। লোকে বলে, উনি নাকি অবতার?

গিরিশ। অবতারই বটে! ভাবলেও হাসি পায়। আমি যতবার নমস্কার করি—পাল্লা দিয়ে উনিও ততবার।

সুরথ। কিছু বোললেন?

গিরিশ। না, তবে সেই থেকে একটা কি যেন অনুভব কোরছি!

সুরথ। তাহলে এতদিনে তোমার গ্রহ কাটলো। কিছুই ত' মানতে না। সব তাতেই অবিশ্বাস। কিন্তু এখন বুঝছ ত'।

গিরিশ। অত সহজে এই মোদো-মাতাল গিরিশ ঘোষকে ভজানো, যার তার কম্ম নয় সুরথ। ওসব বুজরুকি।

সুরথ। ওমনি আবার সুরু কোরলে! এই ত' বেশ বোলছিলে—কি যেন অনুভব কোরছি!

গিরিশ। তাই ত' মুছে ফেলতে হবে ওই হংসদেবকে। নইলে থিয়েটার করবে কে? স্বর্গলাভের জন্যেও এই গিরিশ ঘোষ থিয়েটার কোনদিন ছাড়তে পারবে না।

সুরথ। তাই বোলে অমন লোকের কাছে বুঝি যেতে নেই!. কত বড়-বড় লোক যায় তাঁর কাছে। আমাকেও একদিন নিয়ে চল না গো?

গিরিশ। ছেলে হবে বলে মাদুলি-তাবিচ চাই? কিন্তু সে বিদ্যেও তাঁর জানা নেই। শুধু-শুধু গিয়ে কি হবে?

সুরথ। ইহকালের কথা না হয় ছেড়ে দিলাম। কিন্তু পরকাল? সেখানে গিয়েও কি মদ-মেয়েমানুষ নিয়ে থিয়েটার করবে?

গিরিশ। সুরথ! (ধমকের সুরে)

সুরথ। থাক্। ঘাট মানছি। আর বলবো না। এখন তুমি বোসো ওইসব নিয়ে। দিদির মত আমিও যদি মরতে পারতাম, তাহলে তুমি চিরদিনের মত নিশ্চিন্ত হতে পারতে—চিরদিনের মত।

[চোখ মুছতে-মুছতে সুরথের প্রস্থান।]

গিরিশ। বুঝেছি। এ তোমারই কারসাজি হংসদেব। ভেতর-বার দু'দিকেই টানাটানি সুরু করেছ। কিন্তু তুমি যেই হও, এটা জেনে রেখো—এ বড় শক্ত ঘাঁটি। এখানে বিশেষ সুবিধে হবে না। জগা—জগা—

[দ্রুত জগার প্রবেশ, হাতে সোডার বোতল]

জগা। আজ্ঞে বড়বাবু—

গিরিশ। হাতে ওটা কি?

জগা। সোডার বোতল।

গিরিশ। ফেলে দে—ফেলে দে—

জগা। ফেলে দেবো!

গিরিশ। নইলে খেয়ে নে।

জগা। আজ্ঞে, আমার ত' অম্বল হয়নি! চোঁয়া ঢেকুরও দেয়নি।

গিরিশ। ঠিক জানিস, তোর পেট গরম হয়নি?

জগা। (পেটে তালি দিয়ে) আজ্ঞে না।

গিরিশ। তাহলে এক কাজ কর্—খাওয়ার পর ওটা তোর ছোট-মাকে খাইয়ে দিস্। তার মাথা গরম হয়ে গেছে।

জগা। সেই ভালো। এ্যাঁ, কি বললেন? মাথা গরম হয়েছে ছোটমার? তিনি সোডা খাবেন?

গিরিশ। তাহলে ওটা নিয়ে আয়—আমি তোর মাথায় ভাঙি—নইলে তুই এ ঘর থেকে যাবি না দেখছি।

জগা। ওরে বাবা! তার চেয়ে আমিই গিয়ে খেয়ে নিচ্ছি। ঢক্—ঢক্—ঢক্—ঢক্। তারপর ঢেকুর তুলবো। হেউ—হেউ—হেউ।

[জগার বোতল হাতে প্রস্থান।]

গিরিশ। হাঃ-হাঃ-হাঃ। এইবার নির্জলা গলায় ঢালবো এই বোতলটা। (টেবিল থেকে নিয়ে) নইলে তাকে ভুলতে পারবো না। তারপর দেখি, তুমি কতবড় অবতার হয়েছ। (মদ খায়) সীতার বনবাস পালাটা সুরু করি এবার। তারপর দেখবো, প্রতাপচাঁদ তোমার নতুন থিয়েটার চলে কিনা! আমি রাম, বিনোদ সীতা। অশোক বনে দেখা দু'জনায়।

[গিরিশ লিখতে সুরু করে।]

উদ্বেলিত হৃদয় আমার, হও স্থির—
একি ভীষণ তরঙ্গ খেলা!
দুর্গম সমরে, বিচলিত চিত হয়নি কখন,
নাগ-পাশে ছিনু স্থির,
হায় বিধি! কে বোঝে তোমার লীলা?

[সীতার সাজে বিনোদিনীর প্রবেশ।]

বিনোদ। প্রাণনাথ! বিলম্ব কি হেতু আজি?
না হেরি তোমারে পরাণ শিহরে মম—

রাজকার্যে ক্ষেমা দেহ গুণমণি,
অধিনীর অনুরোধে।
যবে নব শিশু দিব তব কোলে,
পবিত্র প্রণয় ফল,
সাধিব না থাকিতে নিকটে,
যাচিব না চরণ দর্শন,
নিশ্চিন্তে পালিহ প্রজাগণে, গুণনিধি।

গিরিশ। (লিখতে লিখতে)
একি! রাবণের চিত্র হেরি হেথায়!
ফেলিল তারার অভিশাপ,
দুঃখানল মন্দোদরী নিভিল তোমার,
কলঙ্কিনী জনক-নন্দিনী।

বিনোদ। কলঙ্কিনী! জনকনন্দিনী কলঙ্কিনী!

[বিস্ময় ও লজ্জায় সীতার প্রস্থান।]

গিরিশ। অপূর্ব সে রহস্য কথা,
লঙ্কার ঘটনাবলী জাগিতেছে মনে অকস্মাৎ!
যেন জ্বলিতেছে রাবনের চিতা সম্মুখে আমার,
বিবশা কাঁদিছে মন্দোদরী।
একি! কোথা সীতা! কোথা সীতা!

[গিরিশ উঠে পড়ে। এমন সময় রামকৃষ্ণের নিঃশব্দে প্রবেশ।]

রামকৃষ্ণ। আয়—আয় গিরিশ—আয়—

গিরিশ। কে! কে তুমি! আবার এসেছ আমার চিন্তায়? না—না, তুমি চলে যাও, তুমি চলে যাও। আই সে—ইউ গেট আউট।

[ছুটে গিয়ে মদ্যপান, রামকৃষ্ণের প্রস্থান।]

গিরিশ। হ্যা, এইবার দেখি, তোমার কত শক্তি? কই! কোথায়! হাঃ-হাঃ-হাঃ। ও আমার চোখের ভুল—কিংবা মনের। নইলে আর দেখতে পাচ্ছিনে কেন! আবার সুরু করি তারপর থেকে—(লেখার ভঙ্গি)
স্বেচ্ছায় জ্বালিনু আমি চিতানল হৃদে,

জন্মাবধি সয়েছি বিস্ময়। রাজপুত্র, ভ্রমিলাম বিপিনে কিশোরে,
অগ্নিরাশি জ্বালিনু হৃদয়ে, বধি শূরশ্রেষ্ঠ বলিরাজ
কপট সমরে। বাঁধি অলঙ্ঘ্য সাগর
ব্রহ্মবধ করিনু লঙ্কায়,
কলঙ্কিনী জনক-নন্দিনী হেতু।

[আলুথালু বেশে সীতার পুনঃ প্রবেশ।]

বিনোদ। রাম হেন স্বামী মম, লক্ষ্মণ দেবর,
সে একাকিনী, পরিত্যক্তা এই বনমাঝে!
এই কি গো জগৎজননী, ছিল মা তোমার মনে!
পঞ্চমাস গর্ভবতী আমি, গর্ভে মোর রামের সন্তান,
কোথা যাবো? কেমনে রাখিব প্রাণ, বাঁচাইব রামের সন্তান!
জগৎজননী—নাহিক জননী মম, তাই ডাকি তোরে—

[গানে কিংবা কথায়]

"লজ্জা রাখো শিবরাণি, ওমা লজ্জা নিবারিণী,
পতিহারা সীতা, বনমাঝে পাগলিনী।
ঘোরা যামিনী, দুঃখিনী একাকিনী,
চিতচমকে, মা তমোনাশিনী।"

[উদ্‌ভ্রান্তের মত সীতার প্রস্থান।]

গিরিশ। (খাতা হাতে উঠে পড়ে) এই গিরিশ ঘোষের নাটক, সীতার বনবাস। যা লিখতে গিয়ে বাল্মিকীর চোখে জল এসেছিল কিনা জানি না! কিন্তু আমার কলম এতটুকু কাঁপেনি—সে নিষ্ঠুর, নির্মম! তার কাছে আর আসবে রামকৃষ্ণ? তাহলে তোমার কপালে অনেক দুঃখ লেখা আছে। তোমার পরমহংসগিরি, এই গিরিশ ঘোষই ঘুচিয়ে ছাড়বে। তুমি তখন পালাতে পথ পাবে না—পথ পাবে না রামকৃষ্ণ। হাঃ-হাঃ-হাঃ।

[মদের বোতল তুলে গলায় ঢালে। মঞ্চে অন্ধকার নামে।]

পঞ্চম দৃশ্য

[রামকৃষ্ণের কক্ষ। দ্বিতীয় দৃশ্যের অনুরূপ। হাত জোড় কোরে কাতর কণ্ঠে রামকৃষ্ণের প্রবেশ।]

রামকৃষ্ণ। এনে দে মা, গিরিশকে এনেঁ দে। ওর যে বড কষ্ট! এখানে না এলে সে জুড়োবে না। এনে দে মা। তাকে শুধু একটিবার এনে দে!

[হৃদয়ের প্রবেশ।]

হৃদয়। বাঃ—খাসা আছো মামা! আবার কাকে গাঁথলে? নরেন ত' ভাঙায় উঠে এখন খাবি খাচ্ছে। আর মুখে ঠাকুর ঠাকুর। এবার কার পালা? কাকে মজালে?

রামকৃষ্ণ। তোর অত খবরে দরকার কি হিদে?

হৃদয়। সে ত' বোলবেই। কিন্তু চোখ কপালে উঠে হেথা-সেথা যখন পড়ে থাকো, তখন ত' এই হিদেকেই চ্যাংদোলা করে তুলে নিয়ে এসে নাম শোনাতে হয়—নইলে ত' জ্ঞান ফেরে না!

রামকৃষ্ণ। সাতসকালে তোর বাক্যি ত' আর সহ্য হয় না হিদে! আর কি কাজ নেই? মায়ের পুজোর যোগাড়-যন্তরটা করে রাখ না।

হৃদয়। তার মানে, এখনও বঁড়শিতে গেঁথতে পারনি। টোপ খেয়ে পালিয়েছে। তাই—এনে দে মা, এনে দে মা কোরছো!

রামকৃষ্ণ। বেশ কোরছি। তাই কোরবো। সহজে ছাড়বো নাকি? চিনিস্ তাকে? সে যে-সে নয়। তার পালা শুনলে চোখের জলে বুক ভাসে। চৈতন্যলীলায় সেই মেয়েটি নিমাই সেজে কি গানই কোরলে!

"হরি মন মজালে লুকালে কোথায়?
আমি ভবে একা, দাও হে দেখা,
প্রাণসখা রাখো পায়।"

[রামকৃষ্ণের হাততালি দিয়ে নেচে-নেচে গান।]

হৃদয়। বাঃ—বাঃ—মামা। বাকি আর কিছু রইল না। তা' কাকে আনবার কথা বোলছিলে? সেই মেয়েটিকে নাকি? যাই—মামীকে গিয়ে বলি—

রামকৃষ্ণ। দূর শালা—বেরো—বেরো আমার ঘর থেকে।

হৃদয়। ঘাট হয়েছে। আর বোলবনি। এ্যাদ্দিন জানতাম, ছেলেরাই মেয়ে সাজে। এ আবার উল্টো!

রামকৃষ্ণ। ওরা যে মায়ের জাত। নইলে বিনোদিনী অমন নিমাই সাজতে পারে! আমি ত' পেত্থমে চিনতেই পারিনি। আর কি নেকাই নিকেছে গিরিশ।

হৃদয়। ও—তাই বলো! আবার থিয়েটার দেখতে যাবার সখ হয়েছে? সেদিন ষোল আনা খরচ কোরেও আক্কেল হয়নি? ওই মোদো-মাতালের আড্ডায় আবার যাবে? যাও—যাও না। এবার তোমার কপালে অনেক দুঃখু আছে।

রামকৃষ্ণ। দিক, সে আমাকে দিক। তোকে ত' দিচ্ছে না।

হৃদয়। বুঝেছি—বুঝেছি, একবার বায়না যখন ধরেছ, তখন না গিয়ে কি আর ছাড়বে? কিন্তু তোমার ওই গিরিশ—মানে গিরিশবাবুকে এখানে যেন নিয়ে এসো না। কারণ ও যেখানে যাবে, মদ-মেয়েছেলেও সেখানে গিয়ে জুটবে। তখন কি কোরবে?

রামকৃষ্ণ। না রে হিদে, না। ভৈরবের অংশে ওর জন্ম। তাই নেশায় আসক্তি। এখানে এলেই দেখবি, সব নেশা কেটে যাবে। আর মায়ের দয়া না থাকলে ও অমন নিকৃতে পারে? আমি কত রাতে ঘুমের ঘোরেও শুনেছি, শচীমা'কে বোলছে নিমাই—নিমাই বোলে ডেকো না আমারে, ডাকো—কৃষ্ণ—কৃষ্ণ বোলে মা গো। (কান্না)

হৃদয়। এই সেরেছে! কেঁদে ফেললে যে একেবারে! যা ভালো বোঝো করো। তবে সারারাত ঘুমোওনি মনে হচ্ছে। ভাই গঙ্গায় ডুবটা দিয়ে এসো। নইলে মাথায় তোমার জ্বলুনি শুরু হবে। এক খাব্‌লা তেলও দিতে ভুলো না। এই বলে গেলাম—

[হৃদয়ের প্রস্থান। রামকৃষ্ণ পাথরের মতো দাঁড়িয়ে। চোখে জল। রামলাল ও নরেনের প্রবেশ।]

রাম। একি! আপনি কাঁদছিলেন?

নরেন। কি হয়েছে আপনার!

[ওরা প্রণাম করে রামকৃষ্ণকে।]

রামকৃষ্ণ। ও কিছু নয়। বোস্ বোস্। আজ যে অসময়ে বড়!

নরেন। বরানগরে একটা কাজে এসেছিলাম। তাই ভাবলাম—আপনার সঙ্গে দেখা করে যাই।

রামকৃষ্ণ। বেশ কোরেছিস্। বেশ কোরেছিস্। আমি তোদের কথাই ভাবছিলাম। ও রাম—রাগ কোরবিনে ত'? তাহলে একটা কথা বলি—

রাম। কি এমন কথা যে রাগ কোরতে যাব?

নরেন। আমি কিন্তু না শুনেই বোলতে পারি।

রামকৃষ্ণ। ওই দেখ্, রাম, শোনার আগেই নরেন হাসছে। তাহলে কি কোরে বলি? তবে না হয় থাক্।

রাম। থাক্ কেন? বোলুন না?

নরেন। ঠাকুর নিশ্চয় গিরিশের কথা বলতে চাইছেন?

রাম। সে না এলে কি করা যাবে। ধরে-বেঁধে আনা তো সম্ভব নয়।

নরেন। সে আসবেই বা কখন? সব সময়ই তার ত' একই অবস্থা।

রামকৃষ্ণ। আসবে—আসবে। তাকে আসতেই হবে—তোরা দেখে নিস্।

রাম। এলে তারই মঙ্গল। তা সে যতবড় নট ও নাট্যকারই হোক।

নরেন। তবে হ্যাঁ, লেখা বটে। যে দেখেছে গিরিশের নাটক, সে-ই বোলছে, ভোলবার নয়। অনেকগুলো বই ত' নামালে—যেমন তেজস্বিনী ভাষা, তেমনি চরিত্রসৃষ্টি। ঘটনাও সংঘাতময়। ও একদিন মহান্ নাট্যকার হবেই।

রামকৃষ্ণ। তোর দেখছি গিরিশের ঠিকুজি একেবারে মুখস্থ। সে নতুন কি পালা এবার নামাচ্ছে রে?

নরেন। দক্ষযজ্ঞ। ষ্টার থিয়েটারেই চলছে।

রাম। গিরিশবাবু কি কোরছেন?

নরেন। দক্ষ। আর বিনোদিনী সতী। অমৃতলালও আছে ওদের সঙ্গে।

রামকৃষ্ণ। বড় ভালো পালা হবে রে। বড় ভালো। সেই যে চৈতন্য-লীলায় নিমাই সেজেছিল—সেই মেয়েটিও আছে তাহলে? বড় ভালো কোরেছিল নিমাই! আর কি গান! কান যেন জুড়িয়ে যায়!

রাম। সেদিন আপনার পদধুলিতে ধন্য হয়েছে বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চ—সেই সঙ্গে থিয়েটারের নট-নটীরাও।

নরেন। শুধু গিরিশই নেশায় বেসামাল হয়ে, এক কাণ্ড কোরে বসেছিল!

রামকৃষ্ণ। করুক—করুক। নেশাভাঙ কোরলে অমন হয়। বুঝলি নরেন— ভৈরবের অংশে ওর জন্ম, তাই মদ-মেয়েমানুষে ওর অত আসক্তি। কিন্তু থাকবে না। কেটে যাবে একদিন। হিদেটা আবার কাছে-পিঠে নেই ত'? তাহলে আবার তেড়ে আসবে। ও রাম—ও নরেন, নিয়ে চ' না একদিন! দেখে আসি—বড় ভালো ওই দক্ষযজ্ঞ পালা।

নরেন। আবার গিয়ে যদি ঝামেলায় পড়েন?

রাম। এবার গেলে টিকিট কেটেই যেতে হবে।

রামকৃষ্ণ। তাই যাবো। কবে ব্যবস্থা কোরবি বল্?

নরেন। আপনার যেদিন ইচ্ছে হবে বলবেন।

রামকৃষ্ণ। তাহলে আজই চ' না! আমি গঙ্গায় ডুব দিয়ে এসে, পুজোটা সেরে নি। তারপর তিনজনে মায়ের পেসাদ খেয়ে রওনা হবো। অনেকদিন ত' বেরোইনি। একটু হাওয়া খাওয়াও হবে।

রাম। কি কোরবে নরেন?

রামকৃষ্ণ। গররাজি হস্‌নি রে! আজ আমার মনটা ভাল নেই।

নরেন। গিরিশের জন্যে ত'? বুঝেছি। থিয়েটার দেখতে গিয়ে রথ দেখা কলা বেচা দুই-ই হবে।

রামকৃষ্ণ। ঠিক বোলেছিস্ নরেন। তুই ঠিক ধোরেছিস্। আমি তাহলে যাই। তোরা বোস্। হিদেকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। হিদে—ও হিদে—

রাম। না—না। আপনাকে ব্যস্ত হতে হবে না। আমরাই ভেতরে যাচ্ছি। চলো নরেন। (প্রস্থানোদ্যত)

[হৃদয়ের প্রবেশ।]

হৃদয়। শুনেছি মামা। আড়াল থেকে কানে গেছে কথাগুলো। তবে ভালো কোরছো না। ওই থিয়েটারের নেশা একবার পেয়ে বস্‌লে, রোজ যেতে ইচ্ছে করবে। তখন কে তোমায় নিয়ে যাবে?

রামকৃষ্ণ। শুন্‌ছিস্ তোরা? ওর শাসনের জ্বালায় আমি ত' আর পারি না!

হৃদয়। কাল রাতে ঘুমোওনি। আজও ফিরতে কত রাত হবে, সে খেয়াল আছে? কে জেগে বসে থাকবে? আমি পারবো না—পারবো না।

রামকৃষ্ণ। তাহলে না হয় থাক্—যাবো না। (বসে পড়ে)

নরেন। ঠাকুরের যখন ইচ্ছে হয়েছে, আর আমরাও নিয়ে যাবো বোলেছি, তখন হৃদয়—তুমি আজকের মতো একটু কষ্ট করো।

রাম। এমন করে বললেন, আমরাও রাজি হয়ে গেলাম।

হৃদয়। তবে আর কি? হয়ে গেল। আর যাওয়া ঠেকায় কে? মিথ্যেই আমি বক্-বক্ কোরে মরছি। ধন্যি তুমি মামা। আর ওই থিয়েটারের মোদো-মাতাল, বেবুশ্যারাও ধন্যি। তবে আমি দেখবো, নীলকণ্ঠের মতো কত বিষ তুমি গলায় ধারণ কোরতে পারো! সেদিন বুঝবো তুমি মানুষ, না সত্যিই ভগবান—সত্যিই ভগবান?

[প্রচণ্ড আবেগে হৃদয়ের প্রস্থান। সেই সঙ্গে রামকৃষ্ণের ভাব-সমাধি।]

রামকৃষ্ণ। জয় মা—জয় মা—জয় মা।

[চোখ বুজে আসে। থর্থর্ কোরে দেহটা কাঁপে।]

নরেন। ঠাকুর—ঠাকুর—

রাম। ওঁর ভাব-সমাধি হয়েছে নরেন। ডাকলেও আর সাড়া পাওয়া যাবে না।

[দু'জনে ধরে বসিয়ে দেয়।]

নরেন। হৃদয়কে ডাকবো?

রাম। আমি জানি, কি মন্ত্র কানে দিলে ওঁর জ্ঞান ফিরবে।

[কাছে গিয়ে, কানে-কানে কি বিড়বিড় করে। রামকৃষ্ণের দেহ আবার নড়ে ওঠে। ধীরে-ধীরে চোখ খুলে যায়।]

রামকৃষ্ণ। আমি কোথায়?

নরেন। আপনার ঘরেই। আমি নরেন।

রাম। আমি রামলাল।

রামকৃষ্ণ। (আদরের সুরে) তাহলে আমায় নিয়ে চ' তোরা দক্ষযজ্ঞ পালা দেখাতে। স্বামী নিন্দা শুনে সতীর দেহত্যাগ। দক্ষের অহঙ্কার চূর্ণ। মহাদেবের প্রলয় নাচন। সেইসব দেখবো বোলে স্থির থাকতে পারছিনা রে!

নরেন। কিন্তু শরীরটা যে আপনার ভালো নেই ঠাকুর!

রাম। বরং অন্যদিন যাবেন।

রামকৃষ্ণ। না, আজই যাবো। তোরা নিয়ে যাবি কি'না বল্? মা—মা গো—তুই ওদের বোলে দে মা। আমার যে বড় সাধ হয়েছে। ও নরেন—ও রাম—অমন চুপ কোরে আছিস্ কেন? বল্—নিয়ে যাবি কি'না? নইলে আমি একাই চললাম। থাক্ তোরা।

নরেন। ঠাকুর—জগাই-মাধাইএর মত গিরিশ যে আজ উদ্ধার হবে তা' আমার কাছে স্পষ্ট। তাই মিথ্যে আমরা বাধ সাধি কেন? এসো রাম—

রাম। সে দৃশ্য চোখে দেখে আমরাও ধন্য হবো!

রামকৃষ্ণ। তাহলে আয়, তাড়াতাড়ি আয়—আমার যে আর তর্ সইছে না। আজ আমি দক্ষযজ্ঞ পালা দেখতে যাবো—গিরিশের দক্ষযজ্ঞ পালা—দক্ষযজ্ঞ পালা—

[আনন্দে আত্মহারা রামকৃষ্ণ। ওদের হাত ধরে নাচতে নাচতে প্রস্থান। মঞ্চে অন্ধকার নামে।]

ষষ্ঠ দৃশ্য

[রঙ্গমঞ্চ। পেছনে রাজসভার দৃশ্যপট কিংবা কালো পর্দা। মাঝখানে একখানা চেয়ার। কালো কাপড় ঢাকা। যেন সিংহাসন। নেপথ্যে কনসার্টের সুর।]

[গিরিশের দক্ষরাজ ও অমৃত'র দধিচীর সাজে প্রবেশ।]

দধিচী। রাজা দক্ষ, হেন যজ্ঞ সমারোহ দেখি নাই কভু। সুলভ দুর্লভ, দুঃসাধ্য অসাধ্য যাহা, আয়োজন হয়েছে সকলি। কিবা সভা, তিনলোক সমাগত, কিন্তু কোথা পুরুষপ্রধান? মহেশ্বরে কেন নাহি হেরি? শিব অধিকার, শিবের সংসার, যজ্ঞভাগ তাঁর, বিশেষত জামাতা তোমার, অগ্রে তাঁর অধিষ্ঠান, কোথা উচ্চাসন দেবদেব হেতু? কেমনে বা ২ আরম্ভিবে—সদাশিবে না পূজিলে আগে, যজ্ঞে নানা বিঘ্ন হয় প্রজাপতি!

দক্ষ। হের মুনি, যজ্ঞেশ্বর হরি আপনি উদয় হেথা যজ্ঞরক্ষা হেতু। ভ্রান্তি তব ঘুচে নাই মনে, শিব-অধিকার কিবা? আছে ভূতগণ, আছে বৃদ্ধ বৃষ, এই ত' সম্বল তার? শুধাই তোমায়—শিব নাম কে দিয়েছে তার? অমঙ্গল কেতু সে ভাঙ্গড—মৃত্যু হতে অমঙ্গল কিবা? লয়-কর্তা, অনাচার সৃষ্টি তার। দেবদেব নাম—ভ্রান্ত জীব করে না বিচার—স্বেচ্ছাচার দৃষ্টান্ত তাহার, কালগ্রাসে পশে অত্যাচারে— এই হেতু লয়-কর্তা দেবদেব হর।

দধিচী। তবু অনুরোধ, একান্ত মিনতি মোর প্রজাপতি, গুণ যদি নাহি থাকে, তবু সে দেবাদিদেব মহেশ্বর। সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের জনক। তোমারই জামাতা।

দক্ষ। তবে শুন মুনি দধিচী, ভিখারী ভাঙ্গড়ের ভয়, ত্রিসংসারে আর না রাখিব। মৃত্যুভয় করিব খণ্ডন। স্বেচ্ছাচার করিব দমন। পিশাচ না পূজা পাবে। শিব-নাম যে মুখে আনিবে, দণ্ড দিব তারে। প্রেতপুরে স্থান হবে সেই অপরাধীর।

দধিচী। শিব! শিব! শিব! ত্রিসংসার শিবনিন্দা শুনে বুঝি প্রলয় নিকটে আসি। শিব-নাম না আনিব মুখে? প্রজাপতি, শিবের প্রসাদে, কোটি প্রজাপতি নাহি গণি, শিব নাম করি উচ্চৈস্বরে, নিবার হে মহারাজ, কিবা শক্তি ধর দক্ষরাজ, শিবনাম লইতে নিষেধ কর?

দক্ষ। শক্তি মম এখনি বুঝিবে। কে আছে রে, বহিষ্কৃত কর এ ব্রাহ্মণে।

দধিচী। থাক্, রক্ষীগণে কেন কষ্ট দিবে? শিবহীন যজ্ঞে কে রহিবে? যথা শিব অপমান, ত্যজে স্থান সাধুজন। কিন্তু শুন হিত-বাণী, বহু যত্নে করিয়াছ আয়োজন, মহাকার্য প্রজার স্থাপন, অগ্রে কর শিবপূজা। নহে যদি চন্দ্র-সূর্য নড়ে, সাগরে না রহে নীর, জেন স্থির যজ্ঞ তব যাবে রসাতলে। অনাদি সে পুরুষ-প্রবর, শক্তি যার প্রেমে বাঁধা, বাদ নাহি কর তার মনে। নতুবা সুনিশ্চিত অমঙ্গল তোমার প্রজাপতি। হয়ত বা ধ্বংস—মৃত্যু।

[দধিচীর প্রস্থান। দক্ষের অট্টহাস্য।]

দক্ষ। হাঃ-হাঃ-হাঃ। ভীত ব্রাহ্মণ পলাইয়া গেল দধিচী। কিন্তু কেহ নাহি কর ভয়। কি করিতে পারে সে ভাঙড়? আছে সংস্কার, মহারুদ্র ভূতের প্রধান। ভ্রান্তিমাত্র তাহা। ভিক্ষা যার জীবন-উপায়। কি সম্ভব তার হতে? দ্বারে যদি আসে সে ভিক্ষুক, দ্বারপাল করিবে বিদায়।

[সতীর সাজে বিনোদের প্রবেশ।]

সতী। পিতা—পিতা—ভিখারিণী প্রণমে তোমার পায়ে।

দক্ষ। কালামুখী, কেন এলি পোড়াইতে মুখ? আছে কিরে পতি-অনুমতি তোর, পিতারে প্রণাম দিতে?

সতী। পিতা—চিরদিন পতি মোর শিখান সুনীতি, জগৎগুরু মহাদেব। পিতা, কন্যা আসে পিতার সদনে, কালামুখ তাহে কি'বা?

দক্ষ। কন্যা তুমি নহ আর মম। ছিল দিন, কন্যা বলে ডাকিতাম তোরে। কিন্তু নীচরুচি, নীচ তুই, পিশাচিনী এবে। কি আস্পর্ধা তোর, সম্মুখে আমার, কহ জগৎগুরু! যা যা তুই। হেথা তোর নাহি স্থান।

সতী। পিতা, শিবগুরু শতবার কব। তুমি প্রজাপতি সুনীতি শিখাবে ভবে! পিতা হয়ে পতি-নিন্দা শিখায়ো না মোরে। পিতা—আমি

অপরাধী, বরিয়াছি হরে, দণ্ড দেহ যেবা তব মনে লয়, কিন্তু কেন হয়ে কর অপমান ?

দক্ষ। অপমান—ভিখারীর মান কি রে ভিখারিণী ? আরে—আরে, কুলের কণ্টক তুই, পৈশাচিক কুটুম্বিতা তোর হেতু। মান-অপমান কথা তুই কি জানিবি! যেই অনাচারী দমিবারে যত্ন করি চিরদিন, ঠেলিয়াছি ব্রহ্মার বচন, তারে তুই স্বয়ম্বরে মালা দিলি? কন্যা বলে পরিচয় দিস্ পুনঃ ? নাহিক সম্ভব—মৃত্যুঞ্জয় সে ভাঙ্গড়। যদি কভু বৈধব্য ঘটে তোর, অন্নপানি দিব তোরে। ততদিন না আস সম্মুখে।

সতী। পিতা—পিতা—কুবচন কহ মোরে, নাহি নিন্দ হরে। শিব-নিন্দা শুনি মরি প্রাণে, ধরি গো চরণে, শিব-নিন্দা নাহি কর আর।

দক্ষ। শুধু একবার নহে, শতবার নিন্দা করি তারে।

সতী। পিতা—পিতা—

দক্ষ। যা, দূর হয়ে যা সম্মুখ হতে। (দূরে সরাইয়া দেয়)

সতী। এতদিনে বুঝিলাম, ভোলানাথ সনে বিবাদ না মিটিবে, যতদিন রবে অভাগিনী। তবে এ ছার প্রাণ আর না রাখিব। পোড়ামুখ আর না দেখাব, ছাড়িব এ পাপ-দেহ। দিগম্বর ক্ষমা কর অধীনারে, এ অন্তিমে হৃদ্‌পদ্মে দেহ আসি দেখা—ভোলানাথ—মহেশ্বর—ভোলানাথ—ভোলানাথ—

[মৃত্যুবরণে উদ্যত সতীর প্রস্থান।]

দক্ষ। ভালো হল, মিটিল জঞ্জাল। সতী গেল, ঘুচিল প্রাণের ব্যথা। এবার কৈলাস ডুবাবো লয়ে সাগর সলিলে। সতী মলো, আর না কহিবে শিবের শ্বশুর। কন্যা হেতু এ যন্ত্রণা, অপমান পদে পদে। দেখি এবার যজ্ঞপূর্ণ হয় কি না হয়।

[প্রস্থানোদ্যত।. এমন সময় ঝড়-বিদ্যুতের সূচনা। প্রচণ্ড শব্দ। আলোর ঝল্‌কানি। দক্ষ ভীত সন্ত্রস্ত।]

কে—কে! ওই আসে ভূত-প্রেত সহ! রক্ষী—রক্ষী—কোথা গেল সব ? ওই—ওই সে আসিছে সতীর সন্ধানে সংহার মূর্তি ধরি। পদভারে কাঁপে ত্রিভুবন। তবু না করি ভয়। (পুনঃপুনঃ বিদ্যুতের ঝলক) আঃ—আঃ—কে আছো, রক্ষা কর এই কন্যাঘাতিনীকে—ওই উন্মাদ ভাঙ্গড়ের রোষবহ্নি হতে! আঃ—আঃ—আঃ—

[বিদ্যুতের ঝলকে-ঝলকে মৃত্যুযন্ত্রণায় ক্ষতবিক্ষত দক্ষরাজের প্রস্থান। এমন সময় দর্শক-আসন থেকে রামকৃষ্ণ, নরেন ও রামলালের প্রবেশ।]

রামকৃষ্ণ। আয়—আয়—একবার দেখা করে যাই। আহা—বড় ভালো লিখেছে রে গিরিশ—বড় ভালো। দক্ষ সেজে যেন অহঙ্কারে মট্ মট্ কোরছে! 'শিব-নাম ঘুচাইব ধরাতল হতে।' কিন্তু পারলি সে অহঙ্কার রাখতে? তবু ত' সতীদেহ কাঁধে নিয়ে শিবের প্রলয় নাচন দেখে যেতে পারলি না! তাহলে বুঝতিস্, ও ভোলা মহেশ্বর—ভাল ত' ভাল, ক্ষেপলে আর রক্ষে নেই।

নরেন। কিন্তু এখন কি আর দেখা পাবেন গিরিশের? সাজ-গোজ খুলবে, রং-চং তুলবে?

রাম। রাতও অনেক হয়ে গিয়েছে। ফিরতে তাহলে সকাল হয়ে যাবে।

নরেন। আপনার সঙ্গে কথা বোলবে সে অবস্থায় কি আছে? তার চেয়ে চোলুন ফেরা যাক্।

রামকৃষ্ণ। তোরা খবর দিয়েছিস্ ত'? তাহলে ঠিক আসবে। এত কষ্ট কোরে এলাম, অমন পালা দেখলাম—আর দু'টো কথা না কয়েই চোলে যাবো! ডাক না—ডাক না একবার গিরিশকে? যেই মেয়েটি সতী সেজেছিল, কি নাম যেন?

রাম। ওর নাম বিনোদিনী।

রামকৃষ্ণ। হ্যাঁ—হ্যাঁ—বড় ভাল কোরেছে! 'হৃদ্‌পদ্মে দেহ আসি দেখা, ভোলানাথ'—কাঁদিয়ে দিয়েছে সবাইকে। আমিও খুব কেঁদেছি।

নরেন। অমৃতলালও দধিচী খুব ভাল কোরেছে। কি বলেন ঠাকুর?

রামকৃষ্ণ। আমি ওদের সবাইকে আশীর্বাদ কোরছি—মঙ্গল হোক্।

[এমন সময় দক্ষের সাজে গিরিশের প্রবেশ। সঙ্গে অমৃত ও বিনোদ—চরিত্রের সাজেই।]

গিরিশ। কে! কে ডাকছে আমায়! একি! আপনি!

রামকৃষ্ণ। হ্যাঁরে আমি! বড় ভালো লাগলো তোর দক্ষযজ্ঞ পালা।

নরেন। ঠাকুর কিছুতেই শুনলেন না। বোললেন, তোমার সঙ্গে দেখা কোরে তবে দক্ষিণেশ্বরে ফিরবেন!

গিরিশ। আর তোমরাও নিয়ে এলে! একবার ভাবলে না, আমি এ সময় কি অবস্থায় থাকি! যাও—যাও—ওঁকে নিয়ে যাও। আমি দাঁড়াতে পারছি না। তোমরা আবার কি দেখতে এলে? (অমৃত ও বিনোদকে)

অমৃত। এসেছেন যখন, দু'টো কথা না হয় বললেই গুরু।

বিনোদ। একটু পায়ের ধুলো দিয়ে যান এই বিনোদকে। (প্রণাম)

রামকৃষ্ণ। মঙ্গল হোক মা। তোর মঙ্গল হোক।

অমৃত। আমাকেও একটু আশীর্বাদ করবেন ঠাকুর। (প্রণাম)

রামকৃষ্ণ। জয় মা—জয় মা—এবার তাহলে চ' রাম। আয় নরেন, বড় ভাল লেগেছে দক্ষযজ্ঞ পালা। বড় ভাল লেগেছে রে!

গিরিশ। দক্ষর শিরশ্ছেদ হয়েছিল শিবনিন্দা কোরে। কিন্তু আমার কি হবে, সেকথা বোলে গেলেন না?

রামকৃষ্ণ। ওমা! তুই আবার কি কোরেছিস্?

গিরিশ। কোরিনি—তবে কোরবো ভাবছি। এই—কে আছিস—ওঁকে ঘাড় ধরে বার কোরে দে ষ্টেজ থেকে।

অমৃত। কাকে কি বোলছো গুরু?

বিনোদ। গিরিশবাবু!

রাম। চলুন—চলুন—ওঁর এখন বেহেড অবস্থা।

নরেন। আপনাকে বারণ কোরলাম, তবু শুনলেন না। আসুন—আসুন এই দিক দিয়ে।

[দু'জনে রামকৃষ্ণের হাত ধরে উইংস-এর দিকে যেতে পা বাড়ায়।]

গিরিশ। দাঁড়ান—কথা আমার শেষ হয়নি। কেন এসেছিলেন দেখা করতে, বলুন? আমি জবাব চাই? (গিরিশ টল্‌তে টল্‌তে পথ আগলায়)

অমৃত। চল গুরু, ভেতরে চল। (সামলাবার চেষ্টা করে)

বিনোদ। ওঁকে অপমান্ কোরে আপনি আমাদের সবাইকে পাপের ভাগী কোরেছেন।

গিরিশ। সাট্ আপ। বেশ্যার মেয়ের স্বর্গলাভ হবে? কিন্তু নরক থেকে এখানে তুলে এনেছিল কে? এই গিরিশ ঘোষ না তোমার ওই ঠাকুর?

বিনোদ। ভুলিনি সে কথা। কোনদিন ভুলবে না এই বিনোদিনী। কারণ সে জানে তার জন্ম-পরিচয়। তবুও যখন ঠাকুরের আশীর্বাদ একবার

পেয়েছি, তখন তাঁর কাছেই প্রার্থনা জানাবো—দয়াময়, তোমার এত দয়া, তবু ওই 'বেশ্যা' নাম কেন ঘুচলো না দয়াময়? কেন? কেন? কেন?

[ক্রন্দনরতা বিনোদের প্রস্থান।]

অমৃত। বিনোদ—বিনোদ—

[বিনোদের পিছু পিছু অমৃতের প্রস্থান।]

রামকৃষ্ণ। জয় মা—জয় মা—

গিরিশ। সবাই যাবে, কিন্তু আমি এই থিয়েটার ছেড়ে যাচ্ছি না। এ আমার ইহকাল-পরকাল। তাই কোন্ মোক্ষলাভের জন্যে তুমি আমায় প্রতিনিয়ত আকর্ষণ কোরে চোলেছ? কি দিতে পারবে আমায়? ওই নরদেহে তোমার কতটুকু ক্ষমতা?

নরেন। একটু শান্ত হও গিরিশ। ঠাকুরের অবস্থা দেখে তোমার কষ্ট হচ্ছে না? আমাদের এখন যেতে দাও।

রাম। চলুন। অনেক শিক্ষা হয়েছে।

গিরিশ। না—আজ আমি ওঁকে এখান থেকে কিছুতেই যেতে দেবো না। কে উনি? কেন আমি এত কষ্ট পাই ওঁর আকর্ষণকে উপেক্ষা কোরে? আর উনিই বা কেন এই মাতাল-দুশ্চরিত্রকে এত স্নেহ করেন—তা' আমি আজ জানতে চাই, দেখতে চাই, ওই পায়ে পড়ে কাঁদতে চাই। কিন্তু পারি না—আমি পারি না—

রাম। নরেন—মনে হচ্ছে গিরিশ প্রকৃতিস্থ হচ্ছে।

নরেন। চল, আমরা অন্তরালে যাই।

[দু'জনের নিঃশব্দে প্রস্থান।]

রামকৃষ্ণ। কাঁদিস্‌নে গিরিশ, কাঁদিস্‌নে।

গিরিশ। এত অপমান, এত লাঞ্ছনা, তবু তুমি অভিশাপ দেবে না! তাহলে বলো, তুমি কে? দেখি তোমায় প্রাণভরে। তুমি অযোধ্যার রাম না বৃন্দাবনের কৃষ্ণ? রাম না কৃষ্ণ?

রামকৃষ্ণ। (চাপা স্বরে) এই দেখ্, গিরিশ, এই দেখ্ আমি কে!

[সেই মুহূর্তে রামকৃষ্ণের অন্তর্ধান ও বালক কৃষ্ণের আবির্ভাব।]

গিরিশ। একি! এ আমি কি দেখছি! তাহলে তুমিই রাম, তুমিই কৃষ্ণ—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ। তবে এতদিন কেন বুঝিনি যে ওই পায়ে এই মাথাটা লুটিয়ে না দিলে, এত পাপ, এত যন্ত্রণা আমার দূর হবে না। ওরে কে আছিস্—ফুল-বেলপাতা যদি কিছু থাকে নিয়ে আয়! আমি ওই পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে বলি—ওঁ ভগবতে শ্রীরামকৃষ্ণায় নমঃ। ওঁ ভগবতে শ্রীরামকৃষ্ণায় নমঃ। ওঁ ভগবতে শ্রীরামকৃষ্ণায় নমঃ।

[নেপথ্যে বাঁশীর সুর। বালক কৃষ্ণের মুখে হাসি। রামকৃষ্ণের আশীর্বাদের ভঙ্গি। জোড়হাতে গিরিশ লুটিয়ে পড়ে। চোখে জলের ধারা। মঞ্চে অন্ধকার নামে।]

সপ্তম দৃশ্য

[গিরিশ ঘোষের বাড়ীর কক্ষ। পূর্ববর্ণিত দৃশ্য। সময় দিনমান। ভেতর থেকে দানির প্রবেশ। হাতে স্কুলের বইখাতা। কি যেন একটু চিন্তা করে। তারপর চেয়ারে বসে পড়ে।]

দানি। না, স্কুলে যাব না আজ। অঙ্কের মাষ্টারটা যা মাথায় গাঁট্টা মারে! একেবারে আলুর মতো ফুলে যায়। কিন্তু আমি কি করব? ওইসব অঙ্ক-টঙ্ক যে আমার মাথায় ঢোকে না। আর যা পড়ি তা' মনেও থাকে না। কিন্তু ছোট মা জানতে পারলে, এখুনি এসে নাকে কান্না জুড়ে দেবে—'ও মা, তুই ইস্কুলে যাসনি দানি!' (উঠে) তার চেয়ে এবার থেকে নাটক কোরবো বাবার মত। এই যে (একটা বই নিয়ে) স্কুলের বইয়ের মলাট লাগিয়ে রেখেছি বাবার এই নাটকখানায়। যাতে কেউ না বুঝতে পারে, ভাববে স্কুলের বই। লুকিয়ে লুকিয়ে পড়েছি কাল রাতে। বাবার লেখা 'বিল্বমঙ্গল'। খুব শীগ্গির অভিনয় হবে। বাবা কি পার্ট করবে কে জানে! দেখি ত' ছোট মা পূজোর ঘর থেকে বেরিয়েছে কিনা! (দেখে) না, এই ফাঁকে একটু পড়ে দেখি।

"কই তুমি? কই কৃষ্ণ?
কই শুনি বাঁশরী নিনাদ?
কই কালাচাঁদ?
সাধে বাদ কে সাধে এখন?
সে কি এতই নির্দয়?
হায় হায় বিফল যন্ত্রণা
সে ত' কই আমার হল না!
গেল দিন বয়ে, ছার দেহে কিবা কাজ?
জেনেছি—জেনেছি—মম ভাগ্যে দেখা নাই।

কি করি? কোথা যাই?
কে আমায় এনে দেবে হরি?
বংশীধারী, বাজায়ে বাঁশরী,
পায় পায় দাঁড়াও সম্মুখে।”

[এমন সময় পা টিপে টিপে জগার প্রবেশ।]

জগা। ও! ইস্কুলে না গিয়ে এই সব হচ্ছে?

দানি। চুপ। এখুনি ছোট মা জানতে পারবে।

জগা। তাহলে চলো—আমি ইস্কুলে দিয়ে আসি।

দানি। আহা, কটা বেজেছে খেয়াল আছে? হেডমাষ্টার তাহলে পেঁদিয়ে বিন্দাবন দেখিয়ে দেবে না? তার চেয়ে আয় দু'জনে আমাদের বাগান বাড়িটায় গিয়ে পার্ট রপ্ত করি। বঙ্কু, সুজিত ওরাও আসবে।

জগা। সে কি! তুমি ইস্কুলে না গিয়ে ওইসব করো না কি!

দানি। হ্যাঁ করি, করব। স্কুলে যাব না। পডতে আমার ভাল লাগে না। আমি নাটক করব—নাটক, যাকে বলে থিয়েটার।

জগা। ওমা! এইটুকু বয়সে ওইসব করবে কি গো! এখন ত' লেখাপডা করার সময়?

দানি। কি হবে লেখাপড়া শিখে! এই যে কত লোক একটা-দুটো-তিনটে পাশ কোরেছে—কিন্তু তারা কি গিরিশ ঘোষ হতে পেরেছে!

জগা। বডবাবুর কথা আলাদা। তাঁর সঙ্গে তোমার তুলনা?

দানি। দেখবি—দেখবি জগা, আর একটু বড হয়ে যখন ষ্টেজে নামবো, তুবড়ি ছুটবে—তুবড়ি। আর কি করে ক্ল্যাপ নিতে হয়, সেটাও আমার জানা আছে। রামের পার্ট আমার জলের মত মুখস্থ। বলছি শোন—“মা গো! মন্দ নাহি বল গো পিতারে, অতি দুঃখী পিতা মম! ভুবনে আখ্যান, সত্যের সম্মান সূর্যবংশে চিরদিন, সূর্যবংশে সত্যাধীন সবে। বনে যাই বিধি বিড়ম্বনে, পিতারে না বল কু-বচন মাগো! দেখিলে রাজায়, প্রাণ ফেটে যায়, ভূমেতে মুকুট লোটে, অবিরাম বক্ষে বহে জল—হা রাম, হা রাম মুখে।”

জগা। খোকাবাবু, মনে হচ্ছে ছোট মা আসছে।

দানি। তাহলে আমি চললাম। ঘূণাক্ষরেও যেন জানতে না পারে, ইস্কুলে

যাইনি। মনে থাকে যেন। নইলে এসে তোকে কচুয়া ধোলাই দেব—এটা মনে রাখিস্ জগা।

[দ্রুত দানির প্রস্থান। জগা ব্যস্ত হয়।]

জগা। এই রে, বইগুলো ফেলে চলে গেল। এখন কোথায় লুকোই। ছোট মা ঘরে ঢুকলেই ঠিক দেখতে পাবে।

[বইগুলো হাতে নিয়ে যেই যেতে যাবে, সুরথের প্রবেশ। জগা হাতের বইগুলো পেছনে লুকোয়।]

সুরথ। কার সঙ্গে কথা বোল্‌ছিলি রে জগা?

জগা। কই না ত' ছোট-মা। ও নিজের মনে মনে।

সুরথ। সে কি রে। তোরা কি আমায় পাগল না কোরে ছাড়বি নে? হাতে তোর কি? লুকোচ্ছিস কেন?

জগা। কিছু নয়। ও এম্‌নিই। কতগুলো পুরোনো বই খাতা।

সুরথ। কই দেখি? তোর বড়বাবুর লেখা নয় ত'? তাহলে আবার চেঁচামেচি সুরু কোরবেন। দে আমায় দে। কি হলো? কথা কি কানে যাচ্ছে না?

জগা। এই যে এই নাও।

সুরথ। এ কি! এ যে দানির ইস্কুলের বই! সে কোথায়?

জগা। যায়নি ইস্কুলে। পড়তে ভাল লাগে না তার। সে বড়বাবুর মতো থ্যাটার করবে ছেলেদের নিয়ে। আরও বলে গেছে তোমাকে যদি বলে দি' তাহলে আমায় কচুয়া ধোলাই দেবে।

সুরথ। ঠাকুর, আর কত দুঃখ দেবে! এই বয়েস থেকে দানিও শেষে ওর বাপের পথ ধরলো। এখন আমি কি কোরবো? লোকে যে আমাকেই দুষবে! বলবে সৎ-মায়ের জন্যেই ছেলেটা মানুষ হোল না। সে কথা আমি সইব কি করে! (চোখে আঁচল চাপা দেয়।)

জগা। কেঁদো না ছোট-মা। আমি দেখছি—আমি দেখছি—খোকাবাবু কোথায় গেলো!

[বাইরে প্রস্থান।]

সুরথ। কাল থেকে উনি বাড়ী ফেরেননি। সেই ভাবনায় ঠাকুর ঘরে বসে তাঁকে বোল্‌ছিলাম—এত যে তোমায় ডাকি, তবু ত' দয়া হয় না। নইলে এতটুকু পরিবর্ত্তন হোত না? ঘোচে না নেশায় আসক্তি! যার এত

যশ, এত মান, ধন্য ধন্য করে সবাই, সেই মানুষের ঘর-সংসারে এতটুকু মন নেই!

[বাইরে থেকে অতুলের প্রবেশ।]

অতুল। ও আশা আর কোরো না বৌদি। অনেক ত' চেষ্টা করলে! ও পথ থেকে দাদাকে ফেরাতে পারলে কি?

সুরথ। তবু মন ত' মানে না। এই যে কাল থেকে বাড়ী ফেরেননি, আর আমি পথ চেয়ে বসে আছি! কিন্তু কোথায়?

অতুল। ঠাকুর রামকৃষ্ণই তাঁকে ফেরাতে পারলেন না! আর তুমি ত' সামান্য মানুষ বৌদি। সত্যিই এটা যে কত দুঃখের তা ভাবাই যায় না। অথচ কি তাঁর লেখা! কি তাঁর অভিনয়! একি সাধারণ মানুষের কাজ! তাই যাঁর ভাবনা তাঁকেই ভাবতে দাও বৌদি। কারণ তিনি যা কোরবেন, তাই হবে। তুমি-আমি মিথ্যেই ভেবে মরি।

সুরথ। তবু মন কি মানে! এই যে দানি, লেখাপড়ায় এতটুকু মন আছে তার? সেও নাকি বাপের মতো হবে এই বয়স থেকেই! এসব কি সহ্য করা যায়? কিন্তু কে তাকে শাসন করবে? আমি যে তার সৎ-মা ছাড়া আর কিছু নয়। তাহলে এখন কি করব, তুমিই বল ঠাকুরপো?

অতুল। দাদার আশা তুমি ছেড়ে দিয়ে, নিজে যা পার তাই কর বৌদি। আর আমি যে দানিকে কিছু বলব, তাও সম্ভব নয়। কারণ আমি এ সংসার থেকে আলাদা হয়ে যাব মনস্থ কোরেছি। কারণ আমার ছেলে-মেয়েরা বড় হচ্ছে। কোনদিন কি মনোমালিন্য হবে, কি দরকার? তার চেয়ে সময় থাকতে আলাদা হয়ে যাওয়াই ভালো।

সুরথ। তুমিও শেষে আমাকে ত্যাগ করবে ঠাকুরপো?

অতুল। না বৌদি। একদিন যে কথা দিয়েছিলাম, তা চিরকালই মনে রাখবো। তবে বুঝতেই পারছো, বিষয়-সম্পত্তির ব্যাপার, সে সবের একটা নিষ্পত্তি হওয়া দরকার।

সুরথ। তাহলে আর কি বলব বলো। যা ভাল বোঝো কর। তুমিই বা কতদিন একসঙ্গে জড়িয়ে থাকবে। সবারই ত' ভবিষ্যৎ আছে। তবে দানি যতদিন না মানুষ হয়, ওকে দেখো ঠাকুরপো—শুধু এইটুকু অনুরোধ।

অতুল। আরে বাবা—আমি কি পালিয়ে যাচ্ছি? যৌথ সম্পত্তি তাই ভাগ-

বাটোয়ারার একটা প্রয়োজন। তুমি এ নিয়ে কিছু ভেবো না। আমি যেমন ছিলাম তেমনই থাকব—তাহলে হোল ত'? এবার আমি যাই—

[অতুলের ভেতরে প্রস্থান।]

সুরথ। এতদিনে ঠাকুরপোও সরে দাঁড়ালো! এবার কার বিষয়-সম্পত্তি কে দেখে! তারপর জগা যা বললে, তা যদি সত্যি হয়, দানিকে আমি মানুষ কোরে তুলব কি কোরে!

[এমন সময় ভৈরবের প্রবেশ।]

ভৈরব। যার ভাবনা তিনিই ভাববেন মা। তুমি কেন কেঁদে মর?

সুরথ। এস ভৈরব। এতদিন বাদে বুঝি মনে পড়ল এই মা-কে!

ভৈরব। ক্ষমা কোরে দে মা অন্নপূর্ণা। আমি যে তোর অবোধ সন্তান।

সুরথ। কোথায় ছিলে এতদিন?

ভৈরব। ঘুরছিলুম মা—দেশ-দেশান্তরে। এ যে তোমার পাগল ছেলে। তাই এক জায়গায় ত' মন বসে না। যে যখন কাছে টানে সেখানেই চলে যাই। আবার মন করলে ফিরে আসি।

সুরথ। আজ কিন্তু তোমায় খেয়ে যেতে হবে।

ভৈরব। না মা—আরেকদিন আসবো। বড় তাড়া আছে আজ। তোমাদের খবর সব ভাল ত'?

সুরথ। না ভৈরব। তোমার বড়বাবু কাল থেকে ফেরেননি। তাই বড় চিন্তায় আছি। না বোলে কোথায় যে গেছেন!

ভৈরব। তাই তুমি কাঁদছিলে? তাহলে আমি ঠিক সময়েই এসে পড়েছি।

সুরথ। কেন তুমি তাঁকে দেখেছ নাকি?

ভৈরব। শুধু দেখা কি গো মা! একটু আগে কথা কয়ে এলাম যে!

সুরথ। কোথায়?

ভৈরব। দক্ষিণেশ্বরে—ঠাকুরের কাছে।

সুরথ। সত্যি ভৈরব! অথচ একটু আগেও না জেনে আমি চোখের জল ফেলছিলাম। তাহলে এতদিনে ওঁর পাপ-মুক্তি হল? তবে আমার আর দুঃখ কিসের? আজ যে আমার মহা-আনন্দের দিন ভৈরব। যা দেবো তাই হাত পেতে নিতে হবে। কিন্তু কি দিই তোমায়?

ভৈরব। যা তোমার খুশী। যাতে তুমি আনন্দ পাও।

সুরথ। তাহলে তুমি এই সোনার হারটা নাও ভৈরব।

ভৈরব। সে কি মা! ও দিয়ে আমি কি করব? আমার কি ঘর-সংসার আছে যে ওসব আমার কাজে লাগবে?

সুরথ। তবে তোমায় কি দিই? এত আনন্দ যে আমি ধরে রাখতে পারছি না! ঠাকুরের চরণে তিনি ঠাঁই পেয়েছেন, আর আমি অভাগী ঘরে বসে কেঁদে মরছি! তোমার লীলা বোঝা ভার ঠাকুর।

ভৈরব। এই হলো খাঁটি কথা। তিনি যে আমাদের পরমানন্দ। তাই ত' মানুষকে হাসি-কান্না দিয়ে ভুলিয়ে রাখেন। দাও মা—তোমার আঁচলের দু' চার পয়সা দাও। মা অন্নপূর্ণার কাছ থেকে ত' খালি হাতে ফিরতে পারি না। দাও মা, তাই দাও—ওতেই আমি খুসী।

সুরথ। (আঁচল থেকে একটা সিকি বের করে) এই নাও।

ভৈরব। একেবারে চার আনা! যাক্, পাওনাটা মন্দ হল না। এবার তাহলে যাই মা।

সুরথ। ঠাকুরের কথা কিছু বোলে গেলে না ভৈরব?

ভৈরব। (গানে কিংবা কথায়)

"যদি তোর মনের ব্যথায় অশ্রু ঝরে,
ডাক্ না তাঁকে,
ওরে তুই ডাক্ না মাকে।
খুলে ফেল্ দুঃখ ভরা, উথ্‌লে ওঠা ঢাক্‌নাটাকে—
ওরে তুই ডাক্ না মাকে।"

সুরথ। কিন্তু কেমন কোরে খুলব, আমি যে জানি না—সেটা বোলে যাও ভৈরব, তারও ত' একটা উপায় আছে? আমার যে আপন সে যে কতদূর, তা তুমি ত' জানো না ভৈরব!

ভৈরব। "মিছে তোর কাঙালপনা,
সে যে তোর কাছেই আছে,
ঝড়ের রাতে পাবি সাড়া আকুল ডাকে,
ওরে তুই ডাক্‌না মাকে, ডাক্‌না মাকে।"

[ভৈরবের প্রস্থান। সুরথের চোখে জলের ধারা। যেন পাথর প্রতিমা। মঞ্চে অন্ধকার নামে।]

অষ্টম দৃশ্য

[এমারেল্ড থিয়েটার। পেছনে বাগানবাড়ীর দৃশ্য কিম্বা কালো পর্দা। সামনে দু'খানা চেয়ার ও একটি টুল। নেশায় মত্ত গোপাল শীলের প্রবেশ। পেছনে হরেন।]

গোপাল। এইবার দেখি, ওরা কেমন করে ষ্টার থিয়েটার চালায়! (বসে)

হরেন। আজ্ঞে, আপনি যা দাওয়াই দিয়েছেন, তাতে ওই থিয়েটার লাটে উঠলো বোলে। যাকে বলে একেবারে শিরে সর্পাঘাত। তাইত' আপনি ডাকতেই এই হরেন চলে এল আপনার কাছে। শুনেছেন ত' আমার প্রম্প্ট করা? আবার কেউ হঠাৎ এলো না, তখন ছোটখাটো পার্টেও নেমে পড়ি। কেউ বোলতে পারবে না এই হরেন কোনদিন একটা সিন্‌ও ডুবিয়েছে।

গোপাল। ওরা তোমায় যা দিত তার ডবল মাইনে তোমায় দেব—ডবল, বুঝলে হরেন এই গোপাল শীল হ্যালা-ফ্যালা লোক নয়।

হরেন। আমি কি আপনাকে চিনি না, না নাম শুনিনি?

গোপাল। তাহলে শুনে রাখো—ওই ষ্টার থিয়েটারে আমি ঘুঘু চরিয়ে ছাড়বো—তবেই আমি গোপাল শীল।

হরেন। নামের আগে বাবুটা না জুড়ে দিলে মানায় না। তাই আমরা বলি বাবু গোপাল লাল শীল মহাশয়।

[জোড়হাতে বংশীর প্রবেশ।]

বংশী। যার ঠাকুর্দার পয়সায় ছাতা পড়ে যাচ্ছে, তার নাতিকেই কি'না অপমান!

গোপাল। এই যে বংশী—এখনও ক্ষেত্রমণি আসছে না কেন?

বংশী। আজ্ঞে গাড়ী ত' পাঠিয়ে দিয়েছি! এখুনি এসে পড়ল বলে। ততক্ষণ একটু সেবা করুন। (পকেট থেকে মদের বোতল বার কোরে দেয়)

গোপাল। এইজন্যেই তোমাদের এত ভাল লাগে। কেন যে ওখানে পড়েছিলে এতদিন, তাই ভাবি! (মদ্যপান)

হরেন। কপাল—একেই বলে কপাল।

বংশী। নইলে আমাদের এই দুর্দশা হয়! দিন—একটু পায়ের ধূলো দিন।

গোপাল। বলছি ত' সবার ব্যবস্থা হবে। কিন্তু ক্ষেতুকে আমার চাই।

হরেন। যা বংশী, একটু এগিয়ে দেখ্।

গোপাল। সেরকম বুঝলে, একেবারে চুলের মুঠি ধরে নিয়ে আসবে। কম টাকা আগাম নিয়েছে? তবু মন ভরে না। রেগে গেলে তখন বুঝবে—

বংশী। ঘুঘু দেখেছ ফাঁদ দেখনি! আমি এই চললাম।

[প্রস্থান।]

হরেন। তাহলে কি জানেন, হয়ত আরও কিছু বেশী চায়। উঠ্‌তি সময় ত'! তাই অত দেমাক। কিন্তু জানে না আপনাকে। অমন কত ক্ষেত্রমণিকে আপনি এক হাটে কিনে অন্য হাটে বেচে দিতে পারেন—

গোপাল। দেবো—তাই দেবো। ক্ষেতুকে আমার থিয়েটারে চাই। নইলে এই বুকের জ্বালা মিটবে না!

হরেন। আজ্ঞে—সে ত' আপনার দাঁড়ে বসবার জন্যে পা বাড়িয়েই আছে। শুধু আসতে যা দেরী।

গোপাল। দাঁড়ে কি! এই কোলে বল—এই কোলে। ওই গুর্মুখ রায়ের কত টাকা ছিল—যার লোভে বিনোদিনী পড়েছিল ওই থিয়েটারে?

হরেন। ছোঃ—ছোঃ—কার সঙ্গে কার তুলনা! সেই যে বলে না—চাঁদে আর প্যাঁদে! নইলে আপনার মত একজন গণ্যমান্য লোক, থিয়েটার দেখতে গিয়ে, ক্ষেত্রমণিকে ভাল লেগে গিয়েছিল। তাই সাজঘরে গেলেন দেখা করতে। আর ম্যানেজার কিনা অপমান করে তাড়িয়ে দিলে!

গোপাল। এইবার তার শোধ কি কোরে নিতে হয়, দেখবে হরেন। আমি এখানে এই বাড়িতেই নতুন থিয়েটার খুলব। তার নাম কি হবে জানো?

হরেন। নামও ঠিক কোরে ফেলেছেন? দিন—আরেকটু পায়ের ধূলো দিন।

গোপাল। বেশী কোরে নাও। নাম হবে এমারেল্ড থিয়েটার। সেখানে বিজলী বাতি জ্বলবে। নতুন নতুন সিন্। জমকালো ড্রপ্। ফোকাস্ দেবে দু'দিক থেকে হিরোইনের মুখে। আর সে হচ্ছে—

[বংশীর প্রবেশ।]

বংশী। আমাদের ক্ষেত্রমণি। ওই যে আসছে।

গোপাল। আমার—ও আমার ক্ষেত্রমণি। গেট আউট বংশী—গেট আউট নাউ। তুমিও যাও হরেন। এখন শুধু আমরা দু'জনে—ক্ষেতু আর আমি। আমি আর ক্ষেতু।

[দু'জনের ভেতরে প্রস্থান। বাইরে থেকে চোখ ঝলসানো সাজে, বাঁকা চোখে, কোমর দুলিয়ে ক্ষেত্রমণির প্রবেশ।]

ক্ষেত্র। মুখেই শুধু ক্ষেতু আর ক্ষেতু। যদি সত্যিই প্রাণের টান থাকতো, তাহলে এতদিনে নতুন থিয়েটার খুলে দিতে। তবু তাঁর নাম—বাবু—গোপাল—লাল—শীল।

গোপাল। কি বললে ক্ষেতু! নতুন থিয়েটার খুলতে পারবো না?

ক্ষেত্র। চোখে ত' দেখছি না। কানেও শুনিনি। পোড়া কপাল আমার! 'বনোদ হলে, কত বাবু এসে বলতো, তোমায় তাজমহল গড়িয়ে দেবো। তবু সে নাকি থিয়েটার করা ছেড়ে দেবে শুনছি!

গোপাল। যে যাচ্ছে তাকে যেতে দাও। আমি তোমাকে ওর চেয়ে হাজার গুণ যশ করিয়ে দেবো। ভুলেও কেউ তার নাম আর মুখে আনবে না। তখন শুধু ক্ষেত্রমণি আর ক্ষেত্রমণি—(চিবুক ধরে)

ক্ষেত্র। থাক হয়েছে। ওই দিয়ে আর ভোলাতে হবে না।

গোপাল। দেখবে—দেখবে ক্ষেতু, যখন হুঁকো-নল্‌চে সব পাল্‌টে যাবে, তখন এমারেল্ড থিয়েটারের জৌলুষখানা।

ক্ষেত্র। সত্যি বোলছো? আমার জন্যে তাহলে নতুন থিয়েটার কোরে দেবে? আমার যে আনন্দে নাচ্‌তে ইচ্ছে কোরছে।

গোপাল। আমারও ক্ষেতু। সেই যে গানখানা—"বৃন্দাবনে নিত্যলীলা দেখরে নয়ন। যার সাধ থাকে, সে দেখো এসে, রাধার পাশে মদনমোহন।"

[রাধাকৃষ্ণের ভঙ্গীতে দাঁড়ায়। এমন সময় হরেনের প্রবেশ।]

হরেন। আহা যেন যুগল-মিলন! দেখে চক্ষু সার্থক হয়ে গেল।

ক্ষেত্র। (সরে গিয়ে) থাক্—তোমাকে আর আমড়াগাছি করতে হবে না হরেনদা। থিয়েটার যে খুলবে, চালাবে কে? তেমন লোক কই?

শুধু আমাকে দিয়ে ত' হবে না? আর যদি ওদের মতো না জমে, তখন যে তোমারই বদনাম হবে গো। না, সে আমার সইবে না।

গোপাল। হরেন—তোমার দ্বারা কিস্যু হবে না। ক্ষেতু আমার ঠিকই বোলেছে। থিয়েটার চালাবে কে?

হরেন। আজ্ঞে তাহলে ত ভাববার কথা!

ক্ষেত্র। আমি তাহলে বলি? বলবো?

গোপাল। (বোসে) তোমাদের দু'টোকেই তাড়িয়ে দেবো। ঘটে এতটুকু বুদ্ধি নেই। অথচ থিয়েটারে রয়েছ এতদিন। পেন্নাম করো আমার ক্ষেতুকে, তবে ও বোলবে, নইলে নয়। আমি দিব্যি দিচ্ছি ক্ষেতু, তুমি বোলবে না।

ক্ষেত্র। না—না—ওতে যে আমার পাপ হবে।

হরেন। কিন্তু এত টাকা মাইনের চাকরীটা যে তাহলে আমার যাবে ক্ষেতুমণি? দাও—পা বাড়িয়ে দাও—(চাপা স্বরে) বেশ্যার পায়ের ধুলোই মাথায় নিই।

গোপাল। হাঁ, এইবার বলো এইবার—

ক্ষেত্র। ওই গিরিশবাবুকে থিয়েটারে আনতে হবে। তবে বুঝবো তুমি আমায় সত্যিই ভালোবাসো।

গোপাল। হরেন—

হরেন। এই সেরেছে! বলে কিনা গিরিশবাবুকে আনতে!

ক্ষেত্র। কি হোলো? বলো না গো?

হরেন। সেটা কি সম্ভব হবে ক্ষেত্রমণি? তুমি ত' জানো তিনি কি ধাতের মানুষ! সহজে কি রাজি হবেন?

গোপাল। রূপোর চাঁদি কাকে বলে জানো? যত চায় তত দেবো—বোনাস দেবো, অগ্রিম দেবো, মাস-মাইনে দেবো। আর কোন কথা আছে?

হরেন। তাহলে আমি গিয়ে দেখি?

ক্ষেত্র। দেখাদেখি নয়। কথা একেবারে পাকা কোরে আসবে হরেনদা। নইলে আমি তোমার বুকে মাথা রেখে কাঁদবো—উহু-হু—উহু-হু—(গোপালের বুকে মাথা রাখে)

গোপাল। নিকালো—জল্‌দি নিকালো—হরেন।

হরেন। এই চোল্‌লাম হুজুর। উঃ কি কপাল কোরেই এসেছে এরা!

পরের জন্মে যদি মানুষ হয়ে আসি, তাহলে যেন বেশ্যা হয়েই জন্মাই। ঢং কোরে কাঁদবো—উহু-হু—উহু-হু—

[হরেনের দ্রুত প্রস্থান।]

গোপাল। কেঁদো না—কেঁদো না ক্ষেতু। এই দেখো, তোমার জন্যে কি এনেছি—(পকেট থেকে হারের বাক্স বার করে)

ক্ষেত্র। ওমা—কি সুন্দর! তুমি তাহলে নিজের হাতে পরিয়ে দাও।

গোপাল। এই নাও। হয়েছে ত'? এবার একখানা গান শোনাও তাহলে—বেশ জমাটি গান। কিন্তু রসের যেন হয়। এই আমি বোসছি—

ক্ষেত্র। (গান ও নাচ)

ঝাঁপ্‌টা খোঁপা চোখে কাজল,
মন যে আমার উথল-পাথল,
তারে আমি ভালবাসি—
সত্যি কি'না বল?
ঝাঁপ্‌টা খোঁপা চোখে কাজল—
কলসী কাঁখে ঘোমটা মাথায়,
ঠমক্ ঠমক্ চলছি সেথায়—
চল্‌কে পড়ে জল—
তারে আমি ভালবাসি,
সত্যি কি'না বল্?

গোপাল। বাহবা! কি বাহবা! কেয়াবত্—কেয়াবত্! (জড়িয়ে ধরে)

[সেই মুহূর্তে হরেনের দ্রুত প্রবেশ ও জিভ্ কাটে।]

হরেন। ইস্—দেখিনি—আমি কিছু দেখিনি। গাড়ি ছুটিয়ে গেছি আর এসেছি। কিন্তু বাজীমাৎ—

ক্ষেত্র। রাজি হয়েছেন তাহলে গিরিশবাবু? মিছে কথা বোলছো না ত' হরেনদা?

হরেন। একেবারে পাকা কথা।

গোপাল। কি বোলেছিলাম ক্ষেতু? এবার ফলে গেলো ত'?

ক্ষেত্র। এতদিনে শোধ তুলতে পেরেছি। সবার মুখে শুধু বিনোদ আর

বিনোদ। আর এই ক্ষেত্র যেন বানের জলে ভেসে এসেছে! আমি তোমার দাসী হয়ে থাকবো গো। ওই পায়ে রাখবে ত' চিরদিন?

গোপাল। পায়ে নয় ক্ষেতু, পায়ে নয়—এই বুকে। রাণী কোরে রাখবো তোমায়। চলো আজ তোমায় নিয়ে গঙ্গায় নৌকো-বিহার কোরবো। সারারাত তুমি গাইবে—আর আমি তোমার কোলে মাথা রেখে, ওই মুখের সঙ্গে চাঁদের তুলনা কোরবো, দেখবো কে বেশি সুন্দর—তুমি না চাঁদ, চাঁদ না তুমি?

[ক্ষেত্রমণির গলা জড়িয়ে গোপালের প্রস্থান।]

হরেন। তারপর সখ মিটে গেলে, ছুঁড়ে ফেলে দেবে। তখন ক্ষেত্রমণি তুমিও যাবে, আর এমারেল্ড থিয়েটারেও লালবাতি জ্বলবে। পেটের দায়ে এসেছি বলে, বামুনের ছেলেকে বেশ্যার পায়ের ধুলো নেওয়ালে? এতে তোর ভাল হবে ক্ষেতু? কুষ্ঠ—কুষ্ঠ ব্যাধিতে মরবি। এত পাপ ভগবানও সইবে না!

[এমন সময় অমৃতের প্রবেশ।]

অমৃত। কি ব্যাপার হরেন? নিজের মনে কাকে গাল পাড়ছো?

হরেন। নমস্কার বোসবাবু। আসুন—আসুন—নিজের কপালের কথাই ভাবছিলাম। সবই ত' শুনেছেন। শুধু ক'টা টাকা বেশী পাবো বোলে, আপনাদের ছেড়ে আসতে হোলো। কিন্তু এখানে কি অবস্থায় যে পড়েছি!

অমৃত। গোপালবাবু ভেতরে আছেন নাকি?

হরেন। তিনি ত' এইমাত্তর চলে গেলেন।

অমৃত। তাহলে ত' আসাটাই বৃথা গেল।

হরেন। গিরিশবাবু কেন রাজি হলেন বলুন ত'? এই এমারেল্ড থিয়েটার কি চলবে? আপনারা বারণ কোরতে পারলেন না?

অমৃত। কোরেছিলাম—কিন্তু গুরু শুনলে না। জানো ত' তাঁকে! অমন নিঃস্বার্থ লোক এই থিয়েটার লাইনে নেই। শুধু অভিনয় আর লেখা নিয়ে মত্ত। নিজে কখনও থিয়েটারের মালিক হবার কথা ভাবলে না! তাই সবাই মিলে যখন বাধা দেবার চেষ্টা করলাম—তখন কি বললে জানো হরেন?

হরেন। কি বোসবাবু!

অমৃত। এতে মান-অপমানের কি আছে? গোপালবাবুর এমারেল্ড থিয়েটারে জয়েন্ কোরলে যে বিশহাজার টাকা অগ্রিম পাওয়া যাবে তাই দিয়ে তোমরা ষ্টার থিয়েটার চালাও। সেখানে মালিকের খবরদারি থাকবে না, ভদ্র সন্তানেরা অভিনয় কোরতে পারবে সম্মানের সঙ্গে। এটা কি কম কথা! তবু একবার এসেছিলাম, যদি গোপালবাবুকে বোলে কিছু একটা করা যায়। তা' তিনিই যখন নেই, তখন কেটে উঠি! কি বলো? চালিয়ে যাও হরেন, তোমাদের এমারেল্ড থিয়েটার, ক্ষেত্রমণিকে চালিয়ে যাও—

[মুখে হাসি ছড়িয়ে অমৃতের প্রস্থান।]

হরেন। হায় রে রঙ্গজগৎ! হায় রে নট-নটীর দল! গিরিশবাবুকে দেখেও তোদের চোখ খুললো না! তাই ইচ্ছে কোরছে নিজের গালে পটাপট্ চড় কসিয়ে বলি—মানুষ হোলি না, তোরা মানুষ হোলি না, মানুষ হোলি না।

[নিজের গালে দু'হাতে পটাপট্ চড় কসিয়ে চলে পাগলের মত। দুঃখ-বেদনার সে এক চরম প্রকাশ। মঞ্চে অন্ধকার নামে সেই মুহূর্তে।]

॥ বি শ্রা ম ॥

নবম দৃশ্য

[রামকৃষ্ণের কক্ষ। পূর্ববর্ণিত দৃশ্যের অনুরূপ। অসুস্থ রামকৃষ্ণকে নিয়ে হৃদয়ের প্রবেশ।]

হৃদয়। তুমি কি একটা কথাও শুনবে না আমার! এই যে গলার ব্যথাটা নিয়ে কষ্ট পাচ্ছো, সে জন্যে একটু চিন্তা-ভাব্‌না আছে? ওষুধগুলো পর্যন্ত ঠিকমতো খাবে না। তারপর রেতবিরেতে কখন কোথায় পড়ে থাকো, সে হুঁসও নেই। এতে কষ্টটা পাচ্ছে কে—আমি না তুমি? (ধরে বসিয়ে দেয়)

রামকৃষ্ণ। কেন, এই ত' ভালই আছিরে হিদে?

হৃদয়। ওর নাম ভালো থাকা? রেতের বেলায় যন্তরণায় যে কাত্‌রাও, ভাবো আমি টের পাই না? আগে যা-ও কিছু খেতে, এখন তা-ও আর গলা দিয়ে নামে না! পড়েই থাকে সব!

রামকৃষ্ণ। একটু মায়ের যে নাম কোরবো, তাও দেখছি তুই কোরতে দিবি না? ওরে বোকা, যিনি কষ্ট দেন, তিনিই কষ্ট দূর করেন—এটা কেন বুঝিস্‌ না?

হৃদয়। বুঝি—সব বুঝি। শুধু এই তোমাকে ছাড়া। করো না মায়ের নাম—যত পারো কোরে যাও। আমি কেন বাদ্‌ সাধতে যাবো? কিন্তু কই? দিন দেখি তিনি ভালো কোরে? তবেই বুঝি হ্যাঁ। তা' নয় ছেলে কঁকাচ্ছে, আর মা হাসছে। ভালো তোমাদের মা-বেটার সম্পর্ক!

রামকৃষ্ণ। হাসছে! আমার মা হাসছে! তুই দেখেছিস্? সে চোখ তোর আছে? গিয়ে দেখ্‌গে যা—আমার মায়ের চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে কি'না? কেঁদে কেঁদে চোখ দু'টো লাল হোয়েছে কি'না? তাই দেখে আমি বলি—কাঁদিস্‌নে মা কাঁদিস্‌নে, আমার কোন কষ্ট নেই।

হৃদয়। ওঃ—লোক বটে একখানা তুমি মামা! মায়ের কাছে, এর জন্যে

চাইছো, ওর জন্যে চাইছো। মোদো-মাতাল থেকে সুরু কোরে বাজারের মেয়েছেলে পর্যন্ত তরিয়ে গেল, কত বিদ্বান্‌-পণ্ডিত তাদেরও মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে দিলে—আর মায়ের কাছে নিজের জন্যে মুখ ফুটে বোলতে পারছো না—গলার রোগটা আমার সারিয়ে দাও মা? না বোলবে, না বোলবে—তবে রোগটা তোমার সুবিধের নয় মামা। ও ডাক্তারদেরও কম্ম নয়। তাই এখনও ভালো চাও ত'—

রামকৃষ্ণ। চাইবো না, আমি চাইবো না। তুই যা দেখি এখন এখান থেকে। তোর ওই ভ্যাজ্‌ভ্যাজানি আমার আর সহ্যি হয় না।

হৃদয়। ঠিক আছে, যাচ্ছি। তবে তোমার যদি কিছু হয় মামা, তাহলে জেনে রেখো, তোমার ওই মাকেও আমি ছাড়বোনি। দেবো আচ্ছা কোরে শুনিয়ে। এক হাতে খাঁড়া আরেক হাতে মড়ার মুণ্ডু নিয়ে তুমি শুধু ভয় দেখাতেই পারো। সন্তানকে ভালো কোরে দিতে পারো না? তবে তুমি কেমন মা, কিসের মা, কার মা?

[হৃদয়ের প্রস্থান। তার কথাগুলো যেন কান্নারই প্রতিধ্বনি। অপর দিকে নরেনের প্রবেশ।]

নরেন।
কভু ছেলেখেলা করি তোমা সনে।
কভু ক্রোধ করি তোমা প'রে, যেতে চাই দূরে পলাইয়ে।
শিয়রে দাঁড়ায়ে তুমি রাতে, নির্বাক আনন, ছলছল আঁখি,
চাহ মম মুখপানে;
অমনি যে ফিরি, তব পায়ে ধরি, কিন্তু ক্ষমা-ভিক্ষা নাহি মাগি।
তুমি নাহি কর রোষ।
পুত্র তব—অন্য কে সহিবে প্রগল্‌ভতা?
প্রভু তুমি—প্রাণসখা তুমি মোর।
কভু দেখি, তুমি-আমি, আমি-তুমি।

রামকৃষ্ণ। আহা, কি শোনালি রে নরেন! এই বুকটা ভরে গেলো।

নরেন। আপনার গলার ব্যথাটা কেমন আছে? ওষুধপত্রগুলো ঠিকমত খাচ্ছেন ত'?

রামকৃষ্ণ। হ্যাঁরে হ্যাঁ—তোদের সবার মুখে শুধু ওই এক কথা! কিন্তু এটা কেন বুঝিস্‌ না, যার ভাব্‌না তিনিই ভাব্‌বেন। হ্যাঁরে, গিরিশ আজ এলোনি! তারও যে আশার কথা ছিল?

নরেন। তার ত' ঘুম থেকে উঠতেই বেলা বারোটা। তবে আসবে যখন বোলেছে, নিশ্চয়ই আসবে।

রামকৃষ্ণ। আগের চেয়ে অনেক বদ্‌লেছে। কি বোলিস্ নরেন?

নরেন। কিন্তু সে রসুনের বাটি। যতই ধোও, গন্ধ একটু থাকবেই।

রামকৃষ্ণ। ভালো বোলেছিস নরেন। রসুনের বাটি যতই ধোও, গন্ধ একটু থাকবেই।

নরেন। আপনি অবতার কি'না, সেই নিয়ে আমার সঙ্গে সেদিন কি তর্ক। শেষে যখন আর পারলে না, তখন রেগে গিয়ে বোললে—তুই ত' ভিখিরী সন্ন্যাসী, সংসারের মর্ম তুই বুঝবি কি?

রামকৃষ্ণ। যাবে—যাবে। একটু-একটু কোরেই সব যাবে।

নরেন। তবে ওর যেমন বিশ্বাস তেমনি অনুরাগ। আপনাকে স্বয়ং ভগবান ছাড়া অন্য কিছু ভাবতেও পারে না। যে ব্যাপারে আমার সংশয় থাকলেও গিরিশ কিন্তু সম্পূর্ণ বিশ্বাসী।

রামকৃষ্ণ। তাইত সেদিন আমায় বোললে, কি সুধা দিয়েছো যে ঢালবো? যেমন দেওয়া তেমনি সেবা কোরছি। তবে ওর সময় হয়ে এসেছে। এবার নেশাটা কাটবে—স্মরণে-মননে। কাম যাবে প্রেম-ভক্তিতে। অহঙ্কার যাবে শরণাগতিতে, সর্ব-সমর্পণে। আমি যে ওকে বোল আনাই দিয়েছি রে নরেন—বোল আনাই দিয়েছি।

[এমন সময় গিরিশের প্রবেশ।]

গিরিশ। গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দেব মহেশ্বর।
গুরুরেব পরংব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥ (প্রণাম)

রামকৃষ্ণ। থাক্-থাক্। তোর কথাই হচ্ছিল। নরেনকে জিজ্ঞেস কর। মাইরি বোলছি—

গিরিশ। ওর ত' হিল্লে কোরে দিলেন। কিন্তু আমার কি হবে?

রামকৃষ্ণ। হবে—হবে। তোরও হবে।

গিরিশ। আর কবে হবে? যদি কিছু কোরে দিতে পারেন ত' দিন। নইলে আমি আবার সেই আগের মতোই হয়ে উঠবো—তা বোলে দিচ্ছি।

রামকৃষ্ণ। শোন্ নরেন—গিরিশের কথা শোন্। যা দেবার সব দিয়ে দিয়েছি রে। এবার নিজেরটা নিজেই কোরে নিতে পারবি। তোর যে অগাধ বিশ্বাস।

নরেন। সেই বিশ্বাসেই মিলিবে কৃষ্ণ।

গিরিশ। সত্যিই তাই। নইলে আজকাল ত' কলমই ধরি না—মুখে মুখে বোলে যাই। আর লেখে অবিনাশ গাঙ্গুলি।

নরেন। তাহলেই বুঝে দেখো, সেই ভাব-ভাষা কে যোগাচ্ছে! নইলে একের পর এক বই লেখা কি সম্ভব হতো?

গিরিশ। কি জানি! সে সব ভাবিনি কোনদিন। শুধু লেখার আগে ঠাকুরকে স্মরণ করি। তারপর সব যেন জলের মতো বেরিয়ে আসে।

নরেন। জলের তুলনাটা ঠিক হোল না গিরিশ। ওকে বলে ভাবের ফোয়ারা!

গিরিশ। কিন্তু চুন-কালি মেখে ষ্টেজে নামতে যেন আর ইচ্ছে করে না।

রামকৃষ্ণ। তবু ছাড়িস্‌নি। আরও আঁকড়ে ধর। তুই ত' এখন পাকা ডুবুরী। যতই ডুব দিবি ততই উঠবে মণি-মুক্তো।

গিরিশ। তাহলে আমায় আশীর্বাদই কোরুন—যাতে অভিনয় কোরতে কোরতেই এই প্রাণটা যেন বেরিয়ে যায়। রঙ্গমঞ্চই যেন হয় আমার শেষ শয্যা। আর আমি কিচ্ছু চাই না।

রামকৃষ্ণ। যা দেবার তোদের দু'জনকেই দিয়ে দিয়েছি—তুই আর নরেন। তবে বেশী দিন আর নয়। এর মধ্যে যে যা পারিস্ নিয়ে নে—যা' মন চায়। জয় মা—জয় মা—জয় মা।

[ভাবের ঘোরে রামকৃষ্ণের প্রস্থান।]

নরেন। বুঝলে গিরিশ, এক কথায় তুমি যা পেলে, আমি তা' এতদিনেও পেলাম না। কারণ যে বিশ্বাস তোমার আছে, আমার তা' নেই। তাই সর্বস্ব ত্যাগ কোরেও ভগবান লাভ আমার হ'ল না।

গিরিশ। কিন্তু কেন মেনে নিতে পারো না যে উনিই ভগবান?

নরেন। সেইখানেই ত' মস্ত ফারাক। অথচ ঠাকুর বলেন, আমি না'কি নররূপী নারায়ণ। কিন্তু আমি ভাবি যত্র জীব তত্র শিব।

গিরিশ। কোনটাই মিথ্যে নয়। ঠাকুরের আশীর্বাদে তুমিই হবে একদিন বীরেশ্বর বিবেকানন্দ। তোমার মুখ দিয়ে ঠাকুরের বাণী ছড়িয়ে পড়বে দেশে-বিদেশে। অজ্ঞানতা, কু-সংস্কার দূর করতেই তুমি যে এদেশে জন্মেছ বন্ধু। দেশের এই ঘোর অমানিশায় তুমি যে দীপশিখা। তাই হে নবীন সন্ন্যাসী, তুমি আমার প্রণাম গ্রহণ করো। (প্রণাম)

নরেন। একি! একি কোরছো গিরিশ!

[নরেনকে জড়িয়ে ধরে গিরিশ। এমন সময় রামকৃষ্ণের হাসিমুখে প্রবেশ।]

রামকৃষ্ণ। কেমন! হয়েছে ত'! যেমন বলা তেমনি ফল। আর বোল্‌বি?

নরেন। তাহলে শুনে রাখো, হে মহান্‌ লেখক—এ দেশের খাল-বিল, নদী নালা পার হয়ে, সমুদ্রে—মহাসমুদ্রে পাড়ি দিতে হবে আমায়। যে দেশের লক্ষ-কোটী নিরন্ন-মূর্খ চেয়ে আছে মুক্তির আশায়। যাদের চেতনা নেই, যারা শুধু বোবা গরুর মতো মার খেতেই জন্মেছে, তাদের জন্যে আমি যেন বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করতে পারি—হে ভারতবাসী, তোমাদের সেবাই আমার ধর্ম, আমার কর্ম, আমার ইষ্টমন্ত্র। (ঠাকুরকে প্রণাম করে) হে দরিদ্র ভারতবাসী, মূর্খ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী, তোমরা সবাই এবার জাগো। তোমরা জাগো। আমি এনেছি মুক্তির মন্ত্র। ঠাকুরের মুখ-নিঃসৃত বাণী—তোমরা সকলে নররূপী নারায়ণ—নারায়ণ।

[উদ্‌ভ্রান্তের মতো নরেনের প্রস্থান।]

রামকৃষ্ণ। জয় মা—জয় মা—আমার নরেনকে দেখিস্‌ মা, ওকে দেখিস্‌।

গিরিশ। এতোদিনে বারুদে আগুন লাগিয়েছে নরেন। এবার বিস্ফোরণ ঘটাবে। তোলপাড় হয়ে যাবে সারা পৃথিবী। ধন্য—ধন্য তোমার মহিমা। কিন্তু আমাকে শেষ দিন পর্যন্ত ওই পাঁক ঘেঁটেই জীবন কাটাতে হবে! পাপী বোলে কি এই দণ্ড দিলে ঠাকুর!

রামকৃষ্ণ। না রে—এই তোর পুরস্কার।

গিরিশ। পুরস্কার!

রামকৃষ্ণ। নট ছিলি এতদিন। এবার হোবি নটগুরু। ওই থ্যাটারের আগে মাচায় উঠে, লোকে আগে তোকে স্মরণ কোরবে।

গিরিশ। তবে তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।

"সকল মঙ্গলালয়, পূর্ণ বিরাজিত,
প্রেমের আধার—
নির্বিকার, হর্ষ-শোক-বাসনাবর্জিত,
জ্ঞানদীপ্ত মূর্তি মহিমার!
পদরেণু বাঞ্ছিত গঙ্গার,

নির্মল অনিল স্পর্শে যাঁর।
উজ্জল বিমলকান্তি, তাপিতজনের শান্তি
চরণে হরণ ধরাভার,
শরেণ্য বরেণ্য আত্মা প্রণম্য সবার।"

রামকৃষ্ণ। যা, এবার তোর ছুটি। মাকে ডাকার সময় নেই বলে, ব-কল্‌মা ত' আগেই দিয়ে দিয়েছিস্। তাহলে আর কি?

গিরিশ। কিন্তু এত' ছুটি নয়। বাঁধা পড়েছি দ্বিগুণ শৃঙ্খলে। আমার সব কিছুতেই যে তুমি আর তুমি! তবুও জ্বালা জুড়োয় না ঠাকুর। শুধু মনে হয়—

"জুড়াইতে চাই, কোথায় জুড়াই!
কোথা হতে আসি, কোথা ভেসে যাই।
ফিরে ফিরে আসি, কত কাঁদি হাসি।
কোথা যাই সদা ভাবি গো তাই।"

রামকৃষ্ণ। কাঁদিস্‌নে গিরিশ, কাঁদিস্‌নে।

গিরিশ। কেন কাঁদি, কার জন্যে কাঁদি, তাকি তুমি জানো না ঠাকুর? হৃদয় যে বোল্‌লে, তোমার গলার রোগটা বেড়েছে? তুমি কিছু খেতে পারো না? বড় কষ্ট তোমার? এসব কি সত্যি?

রামকৃষ্ণ। না—না, এই ত' ভালো আছি। তবে মাঝে মাঝে—

গিরিশ। বুঝেছি—আমাদের সব উজাড় কোরে দিয়ে এবার কেটে পড়ার ধান্দা কোরছ? কিন্তু এই গিরিশ ঘোষ তোমায় সহজে ছাড়বে না। ওই মা ভবতারিণী সাক্ষী। এরপর আমায় যেন দোষ দিও না।

রামকৃষ্ণ। কেন! কি হোলো আবার?

গিরিশ। এই যে, পকেটে নিয়ে ঘুরি—তবু খাই না। একেবারে ছেড়ে দেওয়ার চেষ্টা কোরছি। কিন্তু তা হবার নয়—আবার ধরবো। (পকেট থেকে বোতল বার করে) এই যে—এই খাচ্ছি। এরপর পিপে পিপে। তারপর সাপের বিষ খাবো। যাতে সারা পৃথিবী ওলট্-পালট্ হয়ে গেলেও, আমার ঘুম যেন আর কোনদিন না ভাঙে। (মদ খায়)

রামকৃষ্ণ। ও গিরিশ—ও কি কোরছিস্! ওতে যে আমার গলার যন্তরণাটা আরও বাড়বে।

[এমন সময় হৃদয়ের দ্রুত প্রবেশ।]

হৃদয়। গিরিশবাবু—গিরিশবাবু—ওঁকে আর কষ্ট দেবেন না।

গিরিশ। আলবাৎ দেবো। চোলেই যদি যাবে, তবে কিসের মায়া। আমি বুঝি না? আমার এই পাহাড়-প্রমাণ পাপ দেহে ধারণ কোরে রোগ বাধিয়েছেন। চাই না, আমি ভালো হতে চাই না। আমি আরও মদ খাবো—আরও—

রামকৃষ্ণ। আঃ বড় কষ্ট। বড় যন্তরণা। বড় কষ্ট—বড় কষ্ট—

হৃদয়। চলো মামা—চলো। তোমার কষ্ট এই হিদে ছাড়া কেউ বুঝবে না।

[নিজের গলায় হাত দিয়ে যন্ত্রণার ভঙ্গিতে
হৃদয়ের সঙ্গে রামকৃষ্ণের প্রস্থান।]

গিরিশ। 'প্রফুল্ল' নাটকের শেষ সংলাপটা পছন্দ হচ্ছিল না। এবার তা শুনবে সবাই। আমি সাজবো যোগেশ। (অভিনয়ের ভঙ্গিতে) এই যে আমার বাড়ীতেই জটলা! মড়া পুড়িয়ে সব এখানে এসেছ? এই যে যেদো, এই যে মা, এই যে রমেশ! দেখছো আমায়? দেখো—দেখো। মরবার সময়ও দেখবে। আমার সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল—আমার সাজানো বাগান শুকিয়ে গেলো—

[অভিনয়ের সেই চরম মুহূর্তে মঞ্চে অন্ধকার নামে।]

দশম দৃশ্য

[গিরিশ ঘোষের বাড়ীর কক্ষ। পূর্ববর্ণিত দৃশ্য। সময় রাত্রি। দানির টলতে টলতে প্রবেশ। ঘরে তখন কেউ নেই।]

দানি। (সুরে) কাদের কুলের বউ গো তুমি, কাদের কুলের বউ?
যমুনা-জল আনতে গেলে, সঙ্গে নেই কেউ!
কাদের কুলের বউ গো তুমি, কাদের কুলের বউ?

[ভেতর থেকে জগার প্রবেশ।]

জগা। একি! খোকাবাবু—তুমি!

দানি। কাদের কুলের বউ গো তুমি, কাদের কুলের বউ? (জগার থুত্‌নী ধরে)

জগা। তুমি মদ খেয়েছো? তাই ফিরতে এত রাত্তির হলো? আবার গান গাওয়া হচ্ছে?

দানি। হ্যাঁ খেয়েছি। এবার থেকে রোজ খাবো—রোজ—

জগা। কি বোলছো তুমি! ছোটমার শরীরটা ভালো নেই, বিছানায় শুয়ে। তবু সারাদিন কেবল তোমার কথা। আমার দানি কেন ফিরছে না রে জগা? আমার দানি—

দানি। ছাড় দেখি মা'র কথা। আমি এখনও যেন সেই ছোটটি আছি। সেদিন একখানা পার্ট কোরলাম বাগবাজারের ক্লাবে। তাই দেখে লোকে কি বোলছে জানিস্ জগা?

জগা। কি?

দানি। বাপ্ কা বেটা। তাই এবার থেকে মাল টেনে এ্যাক্টিং কোরবো। যাতে আসর একেবারে মাত্ কোরে দিতে পারি।

জগা। বুঝেছি। ছোটমার কপালে আরও অনেক দুঃখ তোলা আছে। নাও, এখন ভেতরে চলো। কত রাত হয়েছে সে খেয়াল ত' নেই?

দানি। এই ত' সবে কলির সন্ধ্যে। তারপর দেখবি কি করি। গিরিশ ঘোষ, অমৃতলাল, মুস্তাফী সাহেব, অমর দত্ত—এ দের অভিনয় ত' দেখিস্‌নি! তার সঙ্গে বিনোদিনী—ক্ষেত্রমণি—তারাসুন্দরী—আমি, পাগল হয়ে যাবো রে জগা, পাগল—

জগা। বাঃ—বাঃ—লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে, এইসবই কোরছো তাহলে খোকাবাবু!

দানি। দানিবাবু বল্‌ জগা—দানিবাবু, কিংবা জুনিয়র গিরিশ ঘোষ। এরপর মেয়েছেলে নিয়ে থিয়েটার কোরবো। নইলে ওই সখের থিয়েটারে গোঁফ কামিয়ে মেয়েদের পার্ট! ছোঃ—ছোঃ—

জগা। এখনও তোমার সে বয়েস হয়নি। তাই বোলছি নিজেকে এমন কোরে নষ্ট কোরো না। তাহলে ছোট-মা যে-ক'দিন বাঁচতো তাও বাঁচবে না।

দানি। মেলা ফ্যাচ্‌ ফ্যাচ্‌ কোরিস্‌ নে ত' জগা। এসবের কিছু বুঝিস্‌? আমি হচ্ছি বর্‌ন্‌-এ্যাক্‌টর—বর্‌ন্‌। কেউ পারবে না আমায় ঠেকাতে। দেখবি একদিন মস্ত বড় অভিনেতা হবোই। এখন বাবা যে চরিত্রগুলো কোরছে, সেইগুলো আমি কোরবো একদিন। যেমন 'প্রফুল্ল' নাটকে যোগেশ—"হ্যাঁ হে, তুমি মড়া পোড়াতে এসেছ? মদ-টদ খাচ্ছো না? আমায় যা বোলবে তাই কোরবো। বেশী খাবো না, এক গেলাস দাও, এক গেলাস। ও—ফুরিয়ে গেছে? পয়সাও নেই? তাহলে আর কি হবে? কাঁদো আমার মতো। আমার সাজানো বাগান—শুকিয়ে গেল। আমার সাজানো বাগান—" (বসে পড়ে)

জগা। ওই ছোট-মা বোধহয় ডাকছে! গিয়ে কি বোলি?

দানি। (উঠে) শুকিয়ে গেল—শুকিয়ে গেল—

জগা। আচ্ছা হয়েছে, এবার ভেতরে চলো ত'।

[দানিকে নিয়ে ভেতরে যেতে যাবে জগা। এমন সময় বাইরে থেকে অতুলের প্রবেশ ও বিস্ময়।]

অতুল। একি! কি হয়েছে ওর!

দানি। ও! বিশ্বেশ্বর—এই তোমার বিশ্বেশ্বরির সঙ্গে একটু ইয়ে কোরছিলাম—ইয়ে—

অতুল। (রাগে চড় মারে) দানি! তুই একেবারে উচ্ছন্নে গেছিস্! এত বড় সাহস তোর, বাড়ীতে মদ খেয়ে এসে মাত্‌লামি! আমাকে দেখে আবার মস্করা!

দানি। ও—তুমি! মাফ করো খুল্লতাত। চিনতে পারিনি। অপরাধ ক্ষম মোর।

অতুল। জগা—ওকে ভেতরে নিয়ে গিয়ে মাথায় জল ঢেলে দে। নইলে নেশা কাটবে না। আর দেখিস্, বৌদি যেন জানতে না পারে।

দানি। কিন্তু কতদিন লুকিয়ে রাখবে? আমি তো রোজই মদ খাই?

জগা। চলো—ভেতরে চলো।

দানি। আমার জবাব দিলে না কাকু?

অতুল। আসুক দাদা—তারপর তোকে দেখাচ্ছি। এতদিন লোকের মুখে শুনেছি, আজ নিজের চোখে দেখলাম। সত্যিই তুই গোল্লায় গেছিস। এর বিহিত আমায় কোরতেই হবে। নইলে তুই মানুষ হবি না।

দানি। শাসন কোরছো? বাট্ ইউ হ্যাভ্ নো রাইট। কারণ তুমি আমাদের সংসার থেকে আলাদা হয়ে গেছ। এ আমার বাবার বাড়ী। এখানে আমি যা খুশী তাই কোরবো।

অতুল। কি! এতবড় কথা! তোকে সেই ছোট্টবেলা থেকে এই কোলে-পিঠে মানুষ কোরিনি! তুই যাতে লেখাপড়া শিখে মানুষের মতো মানুষ হোস্ তার জন্যে আমি কম চেষ্টা কোরেছি?

দানি। পাষ্ট্ ইস্ পাষ্ট্। এখন আমায় অভিনেতা হোতে হবে। এ্যাক্টর—গ্রেট এ্যাক্টর।

অতুল। ঠিক আছে। আমি বৌদিকে ডাকছি—

জগা। না ছোটবাবু—না—তাহলে ছোটমার অসুখ আরও বেড়ে যাবে।

দানি। তাই মানে-মানে কেটে পড়ো কাকু। কোন লাভ হবে না। গুড্ বাই কাকু—গুড্ বাই।

অতুল। কি বলবো তোকে! নিজের ছেলে হলে—

দানি। তাই ত' আমি তোমার ছেলে না হয়ে, গিরিশ ঘোষের ছেলে হয়ে জন্মেছি। আই এ্যাম প্রাউড্ অফ মাই ফাদার—প্রাউড্।

অতুল। কিন্তু তুই একটা অকাল কুষ্মাণ্ড। মুখ্যু—তার ভালোটা নিতে পারবি না—মন্দটাই নিবি। বরবাদ হয়ে যাবে জীবন—রাস্তার ভিখিরী

হয়ে যাবি। তাই এখনও ফেরার সময় আছে দানি। আমার কথা শোন—নেশাভাঙ ছেড়ে দে। একটা অন্তত পাশ কর। আমার অফিসে তোকে চাকরী কোরে দেবো।

[অসুস্থ সুরথের প্রবেশ। এলো চুল। রুক্ষ ভাব।]

সুরথ। কি হয়েছে! তোমরা এখানে কি কোরছো?

জগা। ছোট-মা—তুমি এই শরীরে আবার উঠে আসতে গেলে কেন? এখানে বসে পড়ো। নইলে মাথা ঘুরে পড়ে যাবে।

সুরথ। চুপ কোরে গেলে কেন ঠাকুরপো? দানি কি হোয়েছে রে?

অতুল। তোমার ষোলকলা পূর্ণ হয়েছে বৌদি। ছেলে তোমার অভিনেতা হবে—তাই মদ খেয়ে বাড়ী ফিরেছে। আমি বলতে গেলাম—আমাকে অপমান কোরলে! আর কি শুনতে চাও?

সুরথ। হ্যাঁরে দানি—এসব সত্যি? এ-ও আমায় শুনতে হলো? কেন? —আমি তোর নিজের মা নই বোলে? কিন্তু সে অভাব আমি কি তোকে কোনদিন বুঝতে দিয়েছি? বল্—দানি বল্? তবে তুই কেন মানুষ হোবি না? কেন ওই পথ ধরলি?

দানি। 'ফরগিভ্ মী জননী। এ আমার রক্তের নেশা—রক্তের ডাক—যা' আমি শুনতে শুনতে পাগল হয়ে যাই। তাই তোমরা হাজার চেষ্টা কোরলেও আমায় ফেরাতে পারবে না। হয়ত আমার এই নিয়তি!

অতুল। না—ও তোর মিথ্যে ধারণা। এই বয়সে কে তোকে ওইসব শেখালো। জ্ঞানেই মনুষ্যত্বের বিকাশ। যা অর্জন কোরতে হয় শিক্ষার মাধ্যমে। তবেই মানুষ বড় হতে পারে।

সুরথ। নইলে মানুষ লেখাপড়া শেখে কেন বল্? তুই যে এখনও ছেলেমানুষ দানি। তাই এ তোর মনের ভুল। ফিরে আয় তুই। ফিরে আয়—

জগা। ছোটমার কথা শোনো খোকাবাবু। তাতে তোমার ভালো হবে।

দানি। তবে আমি কেন প্রতিনিয়ত সেই ডাক শুনতে পাই। কারা যেন আমায় ডাকে। আমি তখন আর স্থির থাকতে পারি না। কিছুতেই মন বসে না। ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখে চীৎকার কোরে উঠি—আমি আসছি—আমি আসছি—

অতুল। তারা কারা?

সুরথ। কি সে ডাক? কেন ডাকে?

জগা। ও তোমার মনের ভুল খোকাবাবু।

দানি। মানুষের ভীড়, আলোর রোস্‌নাই, সে এক অন্য জগৎ। ডাক আসে সেখান থেকেই। তাই কখনও আমি রাজকুমার—পরণে আমার জরির পোষাক, গলায় পুঁথির মালা, মাথায় মুকুট, পায়ে নাগরা, হাতে তরোয়াল। আবার কখনও সন্ন্যাসী—নিমাই সন্ন্যাসী।

অতুল। ওটা জীবন নয় দানি।

সুরথ। ওটা নাটক।

দানি। তবে আমি কেন ভুলে যাই এই বাড়ী-ঘর-দোর। তখন আমাকেও ভুলে যাই। শুধু স্মরণে আসে পিতা। মনে মনে তাঁকে প্রণাম জানাই। তারপর হয়ে যাই যেন সত্যিই নিমাই—

"কৃষ্ণ বোলে কাঁদো মা জননী,
কেঁদো না—নিমাই বোলে,
কৃষ্ণ বোলে কাঁদিলে সকল পাবে।
কাঁদিলে—নিমাই বোলে,
নিমাই হারাবে, কৃষ্ণ নাহি পাবে।"

অতুল। এ যে চৈতন্যলীলার নিমাই! হুবহু একরকম। এ যে ভাবাই যায় না!

সুরথ। দেখেছিস্? এসব তুই দেখেছিস্ দানি?

দানি। হ্যাঁ, বইও পড়েছি। তাইত' আমার ইচ্ছে করে, দেখাই সবাইকে, আমিও সেই বিনোদিনীর মতো নিমাই কোরতে পারি কি'না।

অতুল। পারবি—একদিন তুই নিশ্চয়ই পারবি।

দানি। তাহলে বলো, সে কি অন্যায়? তবে কেন বাধা দেবে? আমি যদি বাবার মতো হতে পারি, সেটা কি তোমরা চাও না?

অতুল। কে বলে চাই না? কিন্তু তারও ত' একটা বয়স আছে?

দানি। তুমি যদি সত্যিই আমার মা হও, তাহলে লেখাপড়া শিখিনি বোলে দুঃখ না কোরে, আশীর্বাদ কর, আমি যেন বাবার মতো বড় হতে পারি! সে যে আমার কত দিনের সাধ—কত রাতের স্বপ্ন।

সুরথ। না—না—তা আমি পারবো না। সে জ্বালা—বড় জ্বালা—বড় জ্বালা। (কান্নায় ভেঙে পড়ে)

অতুল। বৌদি—বৌদি—

জগা। ছোটমা—ছোটমা—

দানি। জানি—কেন তোমার এত লজ্জা-ভয়। কারণ তুমি আমার বিমাতা। তবু আশীর্বাদ তোমায় একদিন কোরতেই হবে। পিতাকে যে স্বর্গ, পিতাকে যে ধর্ম বোলেই জানে, তার গর্ভধারিণী না হলেও, তুমি ত' জননী। তাই আমি বিশ্বাস করি না যে তুমি আমার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে।

অতুল। আয় জগা। মা-ছেলের মান-অভিমানের সময় আমাদের না থাকাই ভাল। তবে আমি তোকে বোলে যাই—সকলের সব আশা পূরণ করতে না পারলেও, বাপের নাম তুই রাখবি দানি। কারণ জন্মসূত্রে তুই অভিনেতা। বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চের অভিমন্যু। গিরিশ ঘোষের নামের পাশে তোর নামও লেখা থাকবে। তোকে এই আশীর্বাদ কোরে যাচ্ছি—এই আশীর্বাদ।

[অতুলের সঙ্গে জগার প্রস্থান। সুরথের কান্না।]

সুরথ। এ তুমি কি কোরলে ভগবান!

দানি। কাঁদছো মা? কিন্তু কেঁদে কি বাবাকেই ঘরে আটকে রাখতে পেরেছো কোনদিন? আর আমি যে তাঁরই সন্তান—দুঃখ দিতেই এসেছি তোমায়।

সুরথ। তবু আমি তোকে ওই পথে যেতে দেবার আগে ঠাকুরকে বলবো—কোন মা কি তা পারে? কি পাপ আমি কোরেছিলাম? নইলে তোর কাকা আশীর্বাদ কোরে গেল, হয়ত তোর বাবাও কোরবে। তবু আমি কেন পারছি না? কেন আমার এই বুকখানা ভেঙে যাচ্ছে? কেন মুখ দিয়ে বেরুচ্ছে না—'তুই তোর বাবার মতো হ'।

[এমন সময় ভৈরবের প্রবেশ।]

ভৈরব। তবু—তবু তোমায় আশীর্বাদ যে কোরতেই হবে মা!

দানি। ভৈরব—তুমি!

সুরথ। (আতঙ্কে) না—না—আমি তা' পারবো না। আমি ওর মা নয়। ওকে যে আমি গর্ভে ধরিনি।

ভৈরব। কিন্তু সাগরে যে তুফান উঠেছে মা—ওই তার ডাক শুনতে পাচ্ছো না? কাণ্ডারি হুঁসিয়ার!

দানি। ঠিক বোলেছ ভৈরব। মায়ের জীবনে—আমার জীবনে এসেছো আজ এক চরম মুহূর্ত। এখন কে হারে, কে জেতে?

ভৈরব। আমি বলবো? শুনবে মা?

সুরথ। কি, অমন কোরে তাকিয়ে আছ কেন? বলো কি চাও? তুমিও শেষে আমার শত্রুতা কোরতে এলে ভৈরব?

ভৈরব। না—মা—না। আমিও যে তোমার সন্তান। এই নাও, সেই যে বোলেছিলে, মা ভবতারিণীর পূজোর ফুল-বেলপাতা আনতে। (ঝুলি থেকে দেয়)

সুরথ। দাও—দাও ভৈরব। বড় ভালো সময়ে এসেছ। এই মুখের কথায় যদি কাজ না হয়, তাই ঠাকুরের এই ফুল-বেলপাতা দিয়ে তোকে আশীর্বাদ কোরবো দানি।

দানি। (নতজানু হয়ে) মা—মাগো, নটগুরু পিতা মোর, তুমি জননী। অধম সন্তানেরে স্নেহ আশীষ, বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চের শ্রেষ্ঠ নট্ যেন হোতে পারে তোমার এই দানি।

সুরথ। (মাথায় হাত দিয়ে) কিন্তু আমি যে আজ নিঃস্ব হয়ে গেলাম রে! আর যে আমার কিছু রইলো না—কেউ রইলো না রে—কেউ না—

ভৈরব। পৃথিবীতে যদি স্বর্গ বলিয়া কিছু থাকে, তাহা হইলে ইহাই স্বর্গ—ইহাই স্বর্গ—

[দানিকে জড়িয়ে ধরে সুরথের অঝোরে কান্না। ভৈরবের মুখে হাসি। মঞ্চে অন্ধকার নামে।]

একাদশ দৃশ্য

[রঙ্গমঞ্চ। পেছনে কোন দৃশ্যপট কিংবা কালো পর্দা। সামনে দু'খানা চেয়ার ও একখানা বেঞ্চি পাতা। সময় দিনমান। অমৃত ও বংশীর প্রবেশ।]

বংশী। দিলে না—কেউ দিলে না বোসবাবু। তাই নিরুপায় হয়ে আপনাদের কাছে এলাম। ছেলেটার বড অসুখ। এখন-তখন অবস্থা। কিছু টাকা না পেলে তাকে বাঁচাতে পারবো না। আপনার এই পা দুটো ধোরে বোলছি—দয়া কোরুন, এই গরীবকে বাঁচান। (পায়ে ধরে)

অমৃত। ওঠ্ ওঠ্ বংশী, কাঁদিস্‌নে—দেখি কি করা যায়। কিন্তু আমার কাছে ত' এখন কিছু নেই, আর এ দু' চার টাকার কম্মও নয়। গোপালবাবুর কাছে গিয়েছিলি ?

বংশী। না। ওঁরা কি এই গরীবের দুঃখ বুঝবেন ? অথচ থিয়েটারে সিন্ টানার কাজ ত' কম দিন কোরছি না। কত হাত বদল হোলো, তাও দেখলাম। কিন্তু আমাদের যে অবস্থা সেই।

অমৃত। আগে যখন এই থিয়েটারে ছিলি, যখন যা চেয়েছিস্, তাই দিয়েছি। কিন্তু এখন আমাদের কি অবস্থা চোলছে তুই জানিস্ না। গুরু চলে গেল এমারেল্ডে। আমরাও হাবুডুবু খাচ্ছি।

বংশী। তাহলে এখন কি কোরি বোসবাবু ? খালি হাতেই ফিরবো ? ছেলেটাকে বাঁচাতে পারবো না ? চোখের সামনে ও বেঘোরে মরবে ?

অমৃত। অত উতলা হোস্ না বংশী। আমি বোলছি, তুই একবার গোপালবাবুর সঙ্গে দেখা কর্। তারপর আমি দেখি কি করা যায়। এই নে—পাঁচটা টাকা রাখ্।

বংশী। কি বলবো—একটু মিছরির জল কি সাগুদানা, তাও কাল থেকে পেটে পড়েনি ছেলেটার। এমনই বরাত আমাদের। অথচ এই দেখুন

বোসবাবু, সিন্ টেনে-টেনে হাতের চেটোর কি হাল হয়েছে। যারা পায় দু'হাত ভরে পায়। কিন্তু আমাদের মতো বংশীরা, না পায় দু'বেলা দু'মুঠো পেট ভরে খেতে, না পারে রুগ্ন ছেলেকে বাঁচাতে। আজব এই থিয়েটার। এ শুধু বড়লোকদের, আমাদের নয়।

[কান্নায় বংশীর প্রস্থান। অমৃতের ম্লান হাসি।]

অমৃত। একটা সিন্ কোরে গেল বংশী। কিন্তু নাটকের নয়—জীবনের। হয়তো হাততালি পেতো, কিন্তু বংশীরা সামনে আসে না। নেপথ্যের ভূমিকা ওদের। তবু তার মূল্য বড় কম নয়। কিন্তু কে তা বুঝছে? এই যেমন আমি! যখন ষ্টেজে নামবো, তখন লোক হাসবে আমায় দেখে। কারণ আমি যে রসরাজ অমৃতলাল বোস। তাই কাঁদলে চোলবে না। সব দুঃখ লুকিয়ে রেখে, মুখে হাসি আনতে হবে। তারপর সাজ-গোছ কোরে, লাফাবো ঝাঁপাবো। তবে লোকে বাহবা দেবে। এই হলো নটের জীবন।

[এমন সময় বিনোদের গাইতে গাইতে প্রবেশ।
ধীর পদক্ষেপ। দু'চোখে জলের ধারা।]

বিনোদ। "হরি মন মজালে লুকালে কোথায়?
আমি ভবে একা, দাও হে দেখা,
প্রাণসখা রাখো পায়।
হরি মন মজালে লুকালে কোথায়?"

(কান্না উপ্‌চে পড়ে)

অমৃত। একি বিনোদ! তুমি এ সময়ে? কি হলো? কাঁদছো কেন?

বিনোদ। অনেকদিন ত' আসিনি থিয়েটারে। তাই কি মনে হোলো চলে এলাম। কিন্তু এখানে পা দিতেই মনে পড়লো, চৈতন্যলীলার কথা! ঠাকুর আমায় আশীর্বাদ কোরেছিলেন—'তোর চৈতন্য হোক্ মা।' তাই নিজেকে সামলাতে পারলাম না বোসবাবু। (চোখ মোছে)

অমৃত। বোস্—বোস্। তোর কথা ভাবছিলাম। গুরু এমার্য়েল্ডে যাবার পর থেকে, এ থিয়েটার আমরা ত' আর চালাতে পারছি না। এখন কি করা যায় বল ত'? নতুন বইও হাতে কিছু নেই। টাকা-পয়সার অবস্থাও খুবই খারাপ।

বিনোদ। আমাকে আর টানবেন না বোসবাবু। একবার যখন থিয়েটার ছেড়েছি, তখন আর নয়।

অমৃত। কিন্তু আমরা যে তোর আশাতেই ছিলাম।

বিনোদ। আমাকে মাফ কোরবেন। এবার বিদায় নিতে চাই।

অমৃত। হঠাৎ তোর কি হলো যে একেবারে ছেড়ে-ছুড়ে দিবি?

বিনোদ। বোসবাবু—এই থিয়েটারে মানও যেমন পেয়েছি, অপমানও তেমনি সয়েছি। সে সব গায়ে মাখিনি। কিন্তু এখন ভাবছি অন্য কথা। সে আরেক জীবন।

অমৃত। এ্যাতো তোর নাম-যশ—বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চের তুই একজন শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী। আর, সব ছেড়ে-ছুড়ে তুই ঘরে বসে থাকবি?

বিনোদ। কি পেয়েছি আর কি পাইনি—যখন হিসেব কোরতে বোসি, তখন মনে হয় ঘৃণা ও বঞ্চনার সে এক নির্মম ইতিহাস।

অমৃত। তবু এই থিয়েটারকে তুই ছাড়িস্ না। সে তোকে আজও চায়। ভালবাসে।

বিনোদ। আর আমি বুঝি থিয়েটার ভালবাসি না! এর জন্য আমার সর্বস্ব দিইনি? বোলুন বোসবাবু? তার পরিবর্তে আমি কি পেয়েছি?

অমৃত। সে কথা আমরাও ভুলবো না কোনদিন। কারণ তোর অনিচ্ছা সত্ত্বেও গুর্মুখ রায়ের হাতে নিজেকে সঁপে দিয়েছিলি—এই থিয়েটার কোরে দেওয়ার সর্তে। নইলে এই থিয়েটার কি তৈরী হোত কোনদিন?

বিনোদ। অথচ সে যখন বোললে—আমার নামে বিনোদিনী থিয়েটার হবে, তখন কেউ রাজী হলো না। কারণ আমি ত' শুধু নটী নই, দেহ-পসারিনী। তাই না বোসবাবু?

অমৃত। সে দুঃখ আমাদেরও কম নয়। তারপর নাম হোলো ষ্টার থিয়েটার।

বিনোদ। তাই আমি এবার এখান থেকে বিদায় নিতে চাই—চিরদিনের মতো। ফিরে যেতে চাই এক নতুন জীবনে।

অমৃত। গুরু শুনেছে এ কথা? কি বোললে?

বিনোদ। 'ঠাকুর যেদিন তোমায় আশীর্বাদ কোরেছেন, সেদিনই জানি তোমার ছুটি নেবার সময় হয়ে এসেছে। তিনি তোমায় শান্তি দিন।' কিন্তু কোথায় শান্তি!

অমৃত। মনকে শক্ত কর্ বিনোদ। ডাক্ তোর আরাধ্য দেবতাকে। তিনি ছাড়া শান্তি ত' পাবি না।

বিনোদ। একদিন আপনি হাত ধোরে এই থিয়েটারে নিয়ে এসেছিলেন। তারপর গিরিশবাবুর শিক্ষায় একটানা কত নাটকই কোরলাম। অথচ মনে হয় এই ত' সেদিনের কথা।

অমৃত। জানি বিনোদ। তাই 'ষ্টার থিয়েটার' নাম যতদিন থাকবে, ততদিন কেউ তোকে ভুলবে না।

বিনোদ। তাই ত' এসব ছেড়ে যেতে, আমারও চোখের জলে বুক ভেসে যাচ্ছে। কিন্তু উপায় নেই। সেই যে রাজাবাবু—যাঁর কাছে আমি প্রথম জীবনে বাঁধা ছিলাম, যিনি আমাকে স্ত্রীর মত দেখতেন—তিনি হঠাৎ একদিন দেশে গিয়ে আর ফিরলেন না। তারপব এলো গুর্মুখ আমার জীবনে। থিয়েটার কোরে দেবার লোভ দেখালে।

অমৃত। তোর সেই রাজাবাবু কি আবার ফিরে এসেছেন?

বিনোদ। হ্যাঁ, তিনি আমাকে এবার স্ত্রীর মর্যাদা দিয়ে গ্রহণ করতে চান। তাই এখন আমি কি কোরবো কিছুই ভেবে উঠতে পারছি না।

অমৃত। বুঝেছি, সমাজ তোকে এতদিন যা দেয়নি, তাই পেতে চোলেছিস্। তাই তোর এ দ্বন্দ্ব। তাহলে ফিরেই যা বিনোদ। অনেক লাভই ত' কোরেছে থিয়েটার তোকে দিয়ে। এবার না হয় একটু ক্ষতিই হোক্। সে আমরা সহ্য কোরতে পারবো।

বিনোদ। জানি—আপনারা হাসমুখে অনুমতি দেবেন। কারণ এ ঠাকুরেরই কৃপা। কিন্তু আমার চোখে যে সন্ধ্যে নামতেই, এখানকার গ্যাস-বাতিগুলো জলে ওঠে। কানে শুনতে পাই কনসার্টের সুর। তারপর ড্রপ্ উঠবে। তখন মনে হয় আমি এই ষ্টেজের ওপর দাঁড়িয়ে অভিনয় কোরছি—হয় চৈতন্যলীলার নিমাই, নয় বিল্বমঙ্গলের চিন্তা। (অভিনয়ের ভঙ্গিমায়) "আরে মন, একি তোর প্রতারণা? তুমি বারাঙ্গনা বেশভূষা পরায়ণা, মলিনবসনা, বিভূষণা, পাগলিনী হতে চাও? তবে কেন তোর প্রবঞ্চনা? কেন এত কোরেছ ছলনা? কার তরে কোরেছ অর্থ উপার্জন? দেহপণে বিবিধ কাঞ্চন, কার তরে কোরেছ সঞ্চয়? কার তরে প্রাণ বিনিময় কর নাই এতোদিন?" তখন আমি অস্থির হয়ে পড়ি। ইচ্ছে করে ডাক ছেড়ে কাঁদি, আর ঠাকুরকে বলি—দয়াময়, পতিতপাবন, এই মায়া, এই মোহ থেকে আমায় মুক্তি দাও ঠাকুর, মুক্তি দাও। (কান্না)

অমৃত। কাঁদিস্‌নে বিনোদ, কাঁদিস্‌নে।

[বংশীর হতাশভাবে প্রবেশ।]

বংশী। এ'কি! বিনোদ দিদি—কি হয়েছে তোমার? কাঁদছ কেন?

বিনোদ। ও কিছু নয়। হঠাৎ চোখে জল এসে গেলো। তোমরা 'সব ভালো আছো ত' বংশীদা?

অমৃত। ওর ছেলের খুব অসুখ বিনোদ! কি রে—পেয়েছিস্ টাকা?

বংশী। না বোসবাবু। তার বদলে এই দেখুন—জুতোর দাগ।

অমৃত। সে কি! কেন?

বংশী। আমি জানতাম না যে ঘরে মেয়েছেলে নিয়ে উনি ফূর্তি কোরছেন! তাই যেই না ঢুকেছি—তেড়ে এসে—জুতোর বাড়ী। এক ঘা নয়। এমন মার মেরেছে, হয়ত দামী জুতোটাই ছিঁড়ে গেছে! আমি যাই বোসবাবু। এতক্ষণে হয়ত ছেলেটা—

বিনোদ। দাঁড়াও বংশীদা—কত টাকার দরকার? আমার কাছে যা আছে এই নাও। আর তেমন হোলে, এই সোনার হারটা দিচ্ছি রেখে দাও—কাজে লাগবে।

অমৃত। ওর যে অনেক দাম বিনোদ!

বংশী। না—না—তুমি যে বোললে দিদি, এই আমার অনেক পাওয়া। এই টাকাতেই হবে। তাতে যদি আমার ছেলে মরেও যায়, তাহলেও জানবো—যাদের কেউ নেই, বিনোদ দিদিরা তাদের ভোলে না। একটু পায়ের ধূলো দাও দিদি!

বিনোদ। ছিঃ—ছিঃ—পায়ে হাত দিও না, আমরা যে পতিতা!

বংশী। মিথ্যে কথা। ওসব বড়লোকদের কারসাজি। নইলে সব শুনেও ওই বোসবাবু ছাড়া কেউ যখন একটা পয়সা দিলে না, তখন তুমি সোনার হার খুলে দাও গলা থেকে? তবু তুমি হোলে কিনা পতিতা? আর তাদের বৌরা হলো সতী-সাবিত্রী?

অমৃত। যা—আর দেরী কোরিস্ না বংশী।

বিনোদ। একেবারে ডাক্তার নিয়ে ফিরবে বংশীদা।

বংশী। হ্যাঁ যাই। অনেক দেরী হয়ে গেছে।

[বংশী যেতে যাবে, হরেনের প্রবেশ।]

হরেন। এই যে বংশী। তুই এখনও বাড়ী যাসনি?

অমৃত। তুমি কোত্থেকে হরেন?

হরেন। ওর খোঁজেই এসেছিলাম। কাছাকাছিই থাকি কি'না?

বিনোদ। কেমন আছে ওর ছেলে হরেনদা?

হরেন। কি বলবো বিনোদ দিদি! চল্ বংশী—

বংশী। ছেলেটার অবস্থা বুঝি খুব খারাপ? তবে এই দেখো। টাকাগুলো ওই বিনোদ দিদি দিয়েছে। আর ভয় নেই, এবার ঠিক সেরে যাবে।

হরেন। কি কোরে বলবো একে বোসবাবু? আমার ত' গলা শুকিয়ে আসছে। বলো বিনোদ দিদি—আমিও ত' বাপ!

বিনোদ। হা ভগবান—গরীবের ছেলেটাকে এমনি কোরে কেড়ে নিলে? (চাপা স্বরে)

অমৃত। কোনরকমে ওকে নিয়ে যাও হরেন। পরের কাজও ত' কোরতে হবে।

হরেন। আয় বংশী—আয়—

বংশী। আসি বিনোদ দিদি। বোসবাবু আপনি চিন্তা কোরবেন না। আমি ঠিক সময়ে এমারেল্ডে গিয়ে সিন্ খাটিয়ে দেবো। আর শেষ দৃশ্যে, ড্রপখানা যা ফেলবো—হাততালি মারে কে?

অমৃত। না বংশী, আজ তোমার ছুটি।

বংশী। কেন? আজ আমার ছুটি কেন? পালা ত' হবে আজ। শুধু আমার বেলায় ছুটি! হঠাৎ কি হোলো হরেনদা?

হরেন। আমি জানি না—আমি জানি না বংশী!

অমৃত। বংশী, বাড়ী যা এখন। তারপর সন্ধ্যেবেলায় থিয়েটারে যাস্।

বংশী। বিনোদ দিদি! বোসবাবু! হরেনদা! তোমাদের চোখ ছল্‌ছল্ কোরছে কেন? মনে হচ্ছে সবাই লুকোচ্ছো? তাই ছুটি হোলো। আবার যেতে বোললে। কি হয়েছে হরেনদা? কি? বলো? তবে কি আমার পরেশ নেই?

হরেন। বংশী! বুড্ড দেরী হয়ে গেছে রে! আগে যদি ওই বিনোদ-দিদির কাছে যেতিস্। (অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে)

বংশী। না—না—না—

[উদ্‌ভ্রান্তের মত প্রস্থান।]

অমৃত। যাও হরেন—ওকে একটু সামলে নিও।

বিনোদ। বাপ হয়ে যে কাজ কোরতে পারেনি, শেষ সময়ে তা যেন ভালোভাবে ও কোরতে পারে হরেনদা। শুধু এইটুকু দেখো।

হরেন। দেখবো—দেখবো বিনোদ দিদি—নিশ্চয় দেখবো।

[হরেনের প্রস্থান। বিনোদ নির্বাক।]

অমৃত। কি ভাবছিস্ বিনোদ?

বিনোদ। বংশীর কথা, থিয়েটারের সকলের কথা। এই স্মৃতিটুকুই ত' এখন সম্বল। তাই যাবার আগে এই রঙ্গমঞ্চের ধুলো মাথায় ঠেকিয়ে বোলে যাই—ঠাকুর যেন এদের সবার দুঃখ দূর করেন। আর আমি যেন এই থিয়েটারকে ভুলে থাকতে পারি। শুধু এই আশীর্বাদ কোরবেন বোসবাবু। আর রইলো নটী-বিনোদিনীর শেষ প্রণাম। সবাইকে শেষ নমস্কার। বিদায় রঙ্গমঞ্চ—বিদায়—বিদায়—

[কান্নার ঝড় তুলে বিনোদের প্রস্থান। অমৃত নির্বাক।
মঞ্চে অন্ধকার নামে।]

দ্বাদশ দৃশ্য

[এমারেল্ড থিয়েটার। পেছনে বাগানবাড়ীর দৃশ্য কিংবা কালো পর্দা। সামনে দু'খানা চেয়ার ও একখানা টুল। তাতে মদের বোতল ও গেলাস রাখা। ঝলমলে সাজে, বেজার মুখে দাপাতে-দাপাতে ক্ষেত্রর প্রবেশ। সঙ্গে হরেন। হাতে তার একটা পাণ্ডুলিপি, নাটকের।]

ক্ষেত্র। পারছি না—পারছি না হরেনদা। ও আমার দ্বারা হবে না। (বসে পড়ে)

হরেন। তা বোললে ত' গিরিশবাবু শুনবেন না। বলো—আবার বলো। দেখবে ঠিক হয়ে যাবে। নাও, ওঠো—আমি ধরে দি'চ্ছি।

ক্ষেত্র। কতবার ত' বোললাম। ওঁর যে কিছুতেই পছন্দ হচ্ছে না। তা আমি কি কোরবো? যাকে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা। (চাপা স্বরে)

হরেন। ওঁর নাম গিরিশ ঘোষ। যতক্ষণ না মনের মতো হচ্ছে, তোমাকে হাজার বার বলাবেন। নাও—সুরু করো। এখুনি উনি এসে পড়বেন। আমি প্রম্প্ট কোরছি—নইলে আমায় আবার বকুনি খেতে হবে।

[হরেনের উইংস-এর আড়ালে প্রস্থান। ক্ষেত্র মহলা সুরু করে।]

ক্ষেত্র। হে দেবর্ষি—তব চরণে মোর এই আকুতি, দিও না অভিশাপ মোরে। অপরাধ যদি কোরে থাকি, ক্ষম এই ক্ষুদ্র নারীকে। প্রথম দর্শনে হয়েছিল বিভ্রম। হয়তো সে মায়া। নতুবা কেন মনে হয়েছিল, সৌম্য-দর্শন সে এক রাজকুমার, অতীব সুন্দর। যার আকর্ষণে ছুটে যাই বনমাঝে, দু'হাত বাড়ায়ে ধরিতে তারে—নিভৃতে, প্রেম-নিবেদনে। তারপর উষ্ণ সে আলিঙ্গনে, চক্ষু আসে মুদে। অধরে-অধর। তাই দেখে ঝরে পড়ে পাতা। লুকায় মুখ পঙ্কজিনী, হয়ত লজ্জায়।

[গিরিশের প্রবেশ। পেছনে গোপাল শীল টলতে-টলতে।]

গিরিশ। হচ্ছে না—হচ্ছে না ক্ষেত্র। কতোবার ত' বোলে দিলাম। তবু কেন বুঝতে পারছো না চরিত্রটা? মন-প্রাণ ঢেলে না দিলে, অমন স্বর্গীয় প্রেমের দৃশ্যটা ফুটিয়ে তোলা সম্ভব নয়। ভুলে যাও, তুমি কে। এতদিন যা অভিনয় কোরেছ, তাও মন থেকে মুছে ফেলো।

গোপাল। আর না পারো—এই আমার কাছে এসে বোসে পড়ো। (বসে।

গিরিশ। আঃ, গোপালবাবু। এভাবে বিরক্ত কোরলে ত' রিহার্সাল করা যাবে না। দেখছেন একে নতুন বইটা জমছে না। তবু আমি আপ্রাণ চেষ্টা কোরছি। নইলে এভাবে কতদিন আপনার এমারেল্ড থিয়েটার চলবে?

গোপাল। যে ক'দিন আপনি আছেন। তারপর মাছি তাড়াবে। এ ত' আমি দিব্য চক্ষে দেখতে পাচ্ছি।

গিরিশ। তাহলে এইভাবেই চোলুক। আমি কেন মিথ্যে খেটে মরি!

গোপাল। আচ্ছা, এই আমি চুপ কোরছি। আর একটি কথাও বলবো না। তবে তার আগে ক্ষেতুর সেই নাচখানা হোলে ভালো হোতো না, গিরিশবাবু?

গিরিশ। তোমার গোপালবাবুকে নাচই দেখাও তাহলে ক্ষেত্র। আমি ভেতরে গিয়ে বোস্‌ছি।

[রাগতঃভাবে গিরিশের ভেতরে প্রস্থান।]

গোপাল। সেই ভালো। আপনি বিশ্রাম কোরুন। তারপর আবার সুরু করা যাবে। নাও ক্ষেতু, সুরু করো। ও চণ্ডীবাবু—বাজ্‌না বাজান।

[ক্ষেত্র নাচ সুরু করে। গোপালবাবু আনন্দে আত্মহারা।]

গোপাল। এই তো—কে বলে নাটক জমবে না। ঘুরে ফিরে নাচো ক্ষেতু—ঘুরে ফিরে। এই—আলো ফেলো ক্ষেতুর মুখে। আরও আলো—

[নাচ চলছে। গোপাল উত্তেজিত।]

গোপাল। যায় যাক্‌ লাখ টাকা। এমারেল্ড থিয়েটার আমি চালাবোই। এই নাও—গলার হারটা তোমায় দিয়ে দিলাম।

ক্ষেত্র। (নাচ বন্ধ করে) দিলেন ত'—দিলেন ত' নাচের তালটা কেটে? আপনাকে নিয়ে কি যে কোরি! এখুনি গিরিশবাবু আবার রাগ কোরবেন। আমার হয়েছে জ্বালা। কাকে যে সামলাই!

গোপাল। গিরিশবাবুর কথা ছেড়ে দাও। ওঁরা অনেক উঁচু দরের মানুষ। আমার কথা বলো ক্ষেতু।

ক্ষেত্র। এতো চেষ্টা কোরছি—তবু ওঁর পছন্দ হচ্ছে না! তাহলে আমি কি কোরবো? আসলে এই নাটকটাই ভালো নয়। নইলে বিনোদিনীর চেয়ে আমি কম কিসে? পারে সে এমন নাচতে? তুমি বলো? সত্যি কোরে বোলবে কিন্তু—

গোপাল। তুমি হোচ্ছো আমার গুবরে পদ্ম। তাই সকলে চিনতে পারে না। কিন্তু এই গোপাল শীল—তাকে তুলে নিয়ে এসে এই পকেটে পুরে ফেলেছে।

ক্ষেত্র। আচ্ছা হয়েছে। ওসব কথা থাক। এখুনি আবার গিরিশবাবু এসে পড়বেন। রিহার্সাল দিতে হবে না?

গোপাল। না। এখন না। পরে হবে। আমার মাথা খাও ক্ষেতু—

ক্ষেত্র। ওমা! তাহলে কি কোরবো এখন?

গোপাল। হাওয়া খাবো।

ক্ষেত্র। এখানে হাওয়া কোথায়? সে তো বাইরে যেতে হবে?

গোপাল। নতুন যে টম্‌টম্ গাড়ীখানা কিনেছি—তাতে চড়ে দু'জনে গড়ের মাঠে হাওয়া খাবো।

ক্ষেত্র। তাহলে গিরিশবাবু কি মনে কোরবেন?

গোপাল। ঠিক—ঠিক বোলেছো ক্ষেতু। তাহলে একটা মতলব বার করি। হরেন—হরেন—

[হরেনের দ্রুত প্রবেশ।]

হরেন। ডাকছিলেন?

ক্ষেত্র। আমি কি করি বলতো হরেনদা? উনি বোলছেন এখন হাওয়া খেতে যাবেন। ওদিকে গিরিশবাবু বোসে!

গোপাল। এসেছে—মাথায় এসেছে। বুঝলে হরেন—

হরেন। আজ্ঞে বোলুন—

গোপাল। তুমি গিয়ে বলো—নাচতে নাচতে ক্ষেতু আমার অজ্ঞান হয়ে গেছে।

ক্ষেত্র। সেকি! এই তো আমি! জলজ্যান্ত মিছে কথা বোলবে?

গোপাল। নইলে তোমায় নিয়ে হাওয়া খাবো কি কোরে?

ক্ষেত্র। হরেনদা—শুনলে ত'? আমি এখন কি করি বলতো?

হরেন। তুমি অজ্ঞান হয়ে যাও। আর উনি তোমায় ডাক্তারখানায় নিয়ে যান।

গোপাল। মনের কথা—হরেন ঠিক মনের কথা ধরে দিয়েছে। আজ থেকে তোমার দশ টাকা মাইনে বাড়িয়ে দিলাম হরেন।

ক্ষেত্র। তাহলে যাই হরেনদা? তুমি একটু বোলে দিও গিরিশবাবুকে।

গোপাল। আসি হরেন—আসি।

[ক্ষেত্রকে জড়িয়ে নিয়ে গোপালের প্রস্থান।]

হরেন। ঢং দেখলে বাঁচি না। ওমা—মিছে কথা বলবে? কবে যে এই এমারেল্ড থিয়েটার উঠবে। আমি সেদিন হরির লুট দেবো। এর নাম থিয়েটার? দশ টাকা মাইনে বাড়িয়ে দিলাম। তারপর নেশা কেটে গেলে আর মনে থাকবে না।

[গিরিশের প্রবেশ। থম্‌থমে মুখ।]

গিরিশ। কি ব্যাপার হরেন? এরা সব গেলো কোথায়?

হরেন। আজ্ঞে—আজ্ঞে—

গিরিশ। কি আজ্ঞে-আজ্ঞে কোরছো?

হরেন। আজ্ঞে—হাওয়া খেতে—

গিরিশ। হাওয়া খেতে?

হরেন। আজ্ঞে না—ডাক্তারের কাছে।

গিরিশ। তার মানে?

হরেন। পাখী উড়ে গেছে।

গিরিশ। বুঝেছি—আমাকে বোলে যাওয়া একটা প্রয়োজন মনে কোরলে না? টাকা দিয়ে মাথা কিনে নিয়েছে? থিয়েটারের নামে এই বেলেল্লাপনা! তাও কি না আমার নাম ভাঙ্গিয়ে? হরেন—তুমি বোলে দিও তোমার গোপালবাবুকে—

হরেন। আজ্ঞে দেবো।

গিরিশ। কি দেবে?

হরেন। তা তো বলেননি?

গিরিশ। আমার নাম গিরিশ ঘোষ—যার জীবন এই থিয়েটার। সে এসব সহ্য কোরবে না। তাতে যদি চুক্তিভঙ্গের জন্যে টাকা ফেরৎ দিতে হয়, আমি ঋণ কোরেও দেবো। তবু এই এমারেল্ড থিয়েটারে গিরিশ ঘোষ

আর থাকবে না। এই আসাই শেষ। এটা বোলে দিও। আমি চোললাম।

[প্রস্থানোদ্যত। ভৈরবের দ্রুত প্রবেশ।]

ভৈরব। বড়বাবু—বড়বাবু—

গিরিশ। একি! তুমি এখানে?

ভৈরব। আপনারই খোঁজে। বড় বিপদ বড়বাবু—বড় বিপদ।

গিরিশ। আঃ—তুমি আবার এখানে কি করতে এলে? হরেন—দাও ত' একটা বোতল। (বসে পড়ে)

ভৈরব। খাবেন না বড়বাবু। এসময় খাবেন না।

[হরেন একটা মদের বোতল এনে দেয়।]

গিরিশ। আমার এখন কথা বলার সময় নেই ভৈরব। তুমি যাও এখান থেকে। (মদ খায়)

হরেন। মনে হচ্ছে ও কিছু বোলতে চায় গিরিশবাবু।

গিরিশ। জানি—জানি—ওর ছোটমার শরীর ভালো নয়, নয়তো দানি থিয়েটার কোরে রাতে বাড়ী ফেরেনি। তা ছাড়া আর কি?

ভৈরব। আছে বড়বাবু—তার থেকেও ভয়ঙ্কর খবর আছে।

গিরিশ। বোলছি ত' তুমি এখন যাও। আমার মাথার ঠিক নেই।

হরেন। পরে এসো ভৈরব। আজ ওঁর মেজাজটা ভালো নেই।

ভৈরব। কিন্তু সে কথা না বোলে আমি কেমন কোরে ফিরে যাবো! আমি যে সেই বোলতে কতদূর থেকে ছুটে আসছি।

গিরিশ। বেরোও—বেরোও এখান থেকে। বোলছি বিরক্ত কোরবে না। তবু কথা শুনবে না। (ধাক্কা দিতেই ভৈরব পড়ে যায়)

হরেন। ওঠো—ওঠো ভৈরব। তোমার লাগেনি ত'?

ভৈরব। না, এটুকু আঘাত আমি সইতে পারবো। কিন্তু সে আঘাত যে উনি সইতে পারবেন না।

হরেন। চলো—আমি তোমায় বাইরে দিয়ে আসি—

ভৈরব। না—না—আমি নিজেই যেতে পারবো। তবে অনেকটা পথ যেতে হবে। নইলে—শেষ দেখাটা হবে না! কত লোক, কত ভক্ত এসে

জড়ো হয়েছে! শুধু ওই বড়বাবুই দেখতে পাবে না! সেই ভেবেই যে আমার বুকটা ফেটে যাচ্ছে।

গিরিশ। কেন! কি হয়েছে?

হরেন। বলো ভৈরব। কোন ভয় নেই।

ভৈরব। বড়বাবু, তুমি এখানে? আর, দক্ষিণেশ্বরে যে মেলা বসে গেছে।

গিরিশ। মেলা?

ভৈরব। ঠাকুর—নেই।

গিরিশ। ঠা-কু-র নেই।

ভৈরব। হ্যাঁ, তিনি আমাদের মায়া কাটিয়ে চলে গেছেন।

গিরিশ। মিথ্যে কথা। আমি বিশ্বাস করি না।

ভৈরব। না, বড়বাবু না। তাহলে এই জিভ্ আমার খসে যাবে।

হরেন। বড়বাবু—

গিরিশ। তাই কাল রাতে স্বপ্নের ঘোরে আমায় দেখা দিতে এসেছিলেন। ঠিক মনে হলো, আমার মাথায় হাত বুলিয়ে বোলছেন—থিয়েটার তুই ছাড়িস্‌নে গিরিশ, থিয়েটার তুই ছাড়িস্‌নে।

হরেন। আর সেই তিনিই চলে গেলেন! (কান্না)

ভৈরব। ঠাকুর—

গিরিশ। কাঁদবে না—কেউ কাঁদবে না। কে বলে আমার ঠাকুর নেই? কে বলে? তারা জানে না যে ঠাকুরের মৃত্যু নেই। তিনি চির-অমর। চির-ভাস্বর সেই দিব্যজ্যোতি। এই পৃথিবীর অস্তিত্ব যতদিন থাকবে, ততদিন 'রামকৃষ্ণ' নাম কেউ ভুলবে না। তিনি মৃত্যুঞ্জয়। তিনিই রাম। তিনিই কৃষ্ণ। রামকৃষ্ণ—রামকৃষ্ণ—

[ঝড় তুলে উদ্‌ভ্রান্তের মত গিরিশের প্রস্থান। ভৈরব পিছু নেয়। হরেন নির্বাক—অশ্রুভরা চোখে সেই দিকে তাকিয়ে থাকে। মঞ্চে অন্ধকার নামে।]

ত্রয়োদশ দৃশ্য

[গিরিশের বাড়ীর অন্য একটি কক্ষ। সেখানে তোক পাতা। তার ওপর বিছানা। দেওয়ালে রামকৃষ্ণের ছবি। শুক্‌নো মুখ-চোখে ভেতর থেকে জগার প্রবেশ। সময় রাত্রি।]

জগা। আজ তু'দিন হলো বড়বাবু ঘরে ফেরেননি! এদিকে ছোট-মা'র যা অবস্থা—কখন যে কি হয়, কিছুই বলা যায় না। আর খোকাবাবুর ত' কথাই নেই! সেও বাপের মতো নেতা সুরু কোরে দিয়েছে। যার যা খুসী করুক। কেই বা শুনছে আমার কথা? যাই—ডাক্তারকে একটা খবর দিয়ে আসি। আর বলি গে—কি রকম ডাক্তার তুমি? এতো যে ওষুধ দিলে, তবু কেন ছোটমা ভাল হয়ে উঠছে না! কেন?

[এমন সময় দানির প্রবেশ।]

দানি। কারণ—সময় হয়ে এসেছে। শুধু কাঁধে চড়ে যেতে যা দেরী।

জগা। তাই বুঝি ঘরের কথা এতক্ষণে মনে পড়ল?

দানি। কি হবে এসে? এটা ত' একটা কয়েদখানা! আমার দম্ বন্ধ হয়ে আসে। (বসে).

জগা। ছোটমা বুঝি কেউ নয়? তাঁর কথা একটু ভাবতে নেই? বাপ-বেটাতে আর কত কষ্ট দেবে তাঁকে? ওই থ্যাটার কি তোমাদের স্বগ্‌গে নিয়ে যাবে?

দানি। কাকে স্বর্গ আর কাকে নরক বলে জানি না। তবে থিয়েটারই আমার কাছে স্বর্গ। তাই—মহাজন যে পথে করেন গমন, সেই পথ লক্ষ্য কোরে, স্বীয় কীর্তি ধ্বজা ধরে, আমিও হব বরণীয়।

জগা। ওঃ—তোমাকে এই খুরে-খুরে নমস্কার।

দানি। আমাকে নয় জগা। ওটা তোর বড়বাবুকে দিব। কারণ অভিনয়ে তাঁর কাছে আমি এখনও শিশু। (উঠে দাঁড়িয়ে পকেট থেকে খালি মদের বোতল বার করে) এই দেখ্—এটা খালি। পকেটে নেই পয়সা। তাই ইয়ার-বক্সি দিলে গালি। তবু বোললাম—আজ ধার কাল নগদ। মুখ ফিরিয়ে চলে গেল শালি। আবু হোসেনে মুস্তাফি সাহেবের সে পার্ট দেখলে, হাস্তে-হাস্তে পেটে খিল্ ধোরে যাবে—বুঝলি জগা?

জগা। তাঁদের কথা আলাদা। তুমি পারবে অত বড় হোতে?

দানি। আলবাৎ পারবো। তুই দেখে নিস্ জগা। এই দানি একদিন মস্ত বড় এ্যাক্টর হয় কি'না? নইলে আমার নামে কুকুর পুষবি।

জগা। কি জানি! আমার মাথায় ত' ঢোকে না। তবে ছোটমার কিছু হোলে, আমি আর এ বাড়ীতে নেই, এটা মনে রেখো।

দানি। যাক্—সবাই যাক্, ভেসে যাক্ দুনিয়া। তবুও আমায় এগিয়ে যেতেই হবে। দেখতে হবে এর শেষ কোথায়? (যেতে উদ্যত)

জগা। একি! এত রাতে আবার চললে কোথায়?

দানি। যাত্রা দেখতে। হয়ত দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক সুরু হয়ে গেছে। এবার কর্ণের প্রবেশ—শৌর্য-বীর্যে যার তুলনা হয় না। কিন্তু অপমানের জ্বালা। স্বয়ম্বর সভায় দ্রৌপদীর সেই প্রত্যাখ্যান—সূত-পুত্রে না করিব বরণ।

জগা। তোমার কি খিদে-তেষ্টাও পায় না!

দানি। না—তারপর কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ। একদিকে পাণ্ডবেরা অন্যদিকে কৌরব। শত ভ্রাতা দুর্যোধনের। সঙ্গে ভীষ্ম, দ্রোন, কর্ণ—আর কৃষ্ণ, অর্জ্জুনের সারথি। তাই একদা প্রত্যুষে পাণ্ডব জননী আসেন কর্ণের কাছে। তিনিই যে কর্ণের মা!

জগা। তোমার দেখছি সব জলের মত। মহাভারতটাকে একেবারে গুলে খেয়ে ফেলেছো?

দানি। "মাতা, বাদ মম নাহি তব অন্য পুত্র সনে,
ঈর্ষানল জলে মাত্র হেরিলে অর্জ্জুনে।

গায় শতমুখে লোকে তার গুণগান,
কহে ইন্দ্রপুত্র ইন্দ্রের সমান।
আমিও মা—সূর্যপুত্র তোমার সন্তান,
কিন্তু লোকে কয় রাধার তনয়,
হেরিয়ে তপনে দীর্ঘশ্বাস করি সংবরণ,
জানাই প্রণাম—
ওঁ জবাকুসুম সঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং
ধ্বন্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নম্ প্রণতোঽস্মি দিবাকরং।

[এমন সময় টল্‌তে-টল্‌তে সুরথের প্রবেশ।]

সুরথ। কে? কে শোনালে ওই সূর্যস্তব—কে?

দানি। আমি মা—আমি। (ধরে)

সুরথ। কিন্তু আমার যেন মনে হোল, কে আমায় ডাকছে, আর বোলছে—ওরে আয়—আয়—আমি তোকে নিয়ে যেতে এসেছি।

জগা। এসব কি বোলছো মা! ঘরে চলো, আমি শুইয়ে দিয়ে আসি।

সুরথ। না—ওই ত' সেই আলোর পথ—যাতে কোরে আমি চলে যাবো। যেখানে দুঃখ নেই, যন্ত্রণা নেই, শুধু শান্তি, মহাশান্তি।

জগা। আমার ভাল মনে হচ্ছে না! খোকাবাবু, তুমি থেকো। আমি দেখি, বড়বাবুর যদি কোন খোঁজ পাই! তুমি এখানে বোসো মা! আমি এখুনি আসছি—

[জগার ব্যস্তভাবে প্রস্থান।]

দানি। মা—জগা বাপীকে ডাকতে গেছে। এখুনি হয়তো এসে পড়বেন। তুমি তোমার ঘরে চলো মা।

সুরথ। না রে—একবার যখন তাঁর ডাক শুনে বেরিয়ে এসেছি, তখন আর ফিরে যাবো না—আমার যে বড় কষ্ট। অনেক দুঃখ জমা হয়ে আছে—সেই চরণে না দিতে পারলে ত' মুক্তি নেই!

দানি। আমাকে তুমি ক্ষমা করো মা। সন্তানের কাজ আমি কিছুই কোরতে পারিনি।

সুরথ। না রে, আমি তোকে আশীর্বাদ কোরে যাচ্ছি—

দানি। তাহলে বলো- আমি যা হোতে চাই, তা পারবো?

সুরথ। পারবি—কিন্তু তোর বাপী আসছে না কেন? তাঁর পায়ের ধুলো না নিয়ে আমি যে যেতে পারছি না! আঃ বড় কষ্ট, বড় যন্ত্রণা!

দানি। আমি তোমার বুকে হাত বুলিয়ে দি। তাহলেই দেখবে তোমার সব কষ্ট দূর হয়ে যাবে। (সুরথের কাছে বসে)

সুরথ। কে, কে বলে তুই বড হবি না? কে?

দানি। সবাই। আমি যে তোমাদের কথা শুনিনি। লেখাপড়া শিখিনি। নেশাভাঙ করি।

সুরথ। তবু আমার আশীর্বাদ বিফলে যাবে না। চন্দ্র-সূর্য যদি সত্যি হয়, ঠাকুর যদি সহায় থাকেন, তাহলে তুই অনেক বড় অভিনেতা হবি—অনেক বড। তোরও অনেক নাম-যশ হবে। আর আমি ভাববো, কে বলে আমি তোর নিজের মা নয়।

দানি। তুমিই আমার মা। তাই এই নাও আমার শেষ প্রণাম। আর শুনে যাও—জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।

সুরথ। আঃ জুড়িয়ে গেল, এই বুকখানা জুড়িয়ে গেল। এবার আমায় ঠাকুরের নাম শোনা। তাই শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ি।

দানি। কিন্তু আমি ত' নাম জানি না। কি নাম তোমায় শোনাবো মা?

[গিরিশের প্রবেশ। মদ না খেয়েও মাতালের মত।]

গিরিশ। আমি জানি। আমি জানি সুরথ।

দানি। বাপী।

সুরথ। এসেছো? এসেছো তুমি?

গিরিশ। ফাঁকি দিয়ে চলে যেতে চাও! অভিমানে তুমি চলে যেতে চাও! কিন্তু কেন? সারা জীবন তোমায় কষ্ট দিয়েছি বলে? চুপ করে থেকো না সুরথ—বলো? (কাছে বসে)

সুরথ। না গো—আমি যে ঠাকুরের ডাক শুনতে পেয়েছি। তিনি যে আমায় ডাকছেন! তাই একটু পায়ের ধুলো এই মাথায় দাও। নইলে যে প্রাণটা বেরোবে না। আর কথা দাও।

গিরিশ। কি কথা? বলো সুরথ!

সুরথ। দানিকে তুমি দেখো। ও যেন তোমার মতো হোতে পারে। ওর বড় সাধ। তাই ওকে আমি আশীর্বাদ কোরে গেলাম।

গিরিশ। তবে আর কি রে? কেল্লা ফতে কোরেছিস্ ত'? আর তোকে পায় কে? দিলাম—তোমায় কথা দিলাম সুরথ। আমি নিজের হাতে ওকে সব শিখিয়ে দেব—যাতে ও ক্ষেত্রবিশেষে আমার থেকেও বড় অভিনেতার পরিচয় দিতে পারে। এবার তুমি খুসী ত'?

সুরথ। আঃ—এতদিনে শান্ত। এবার পায়ের ধুলো দাও।

গিরিশ। এ ধুলোয় কিছু হবে না। তাই আজ দু'দিন দক্ষিণেশ্বরে পড়েছিলাম। আর শ্রীমাকে বলেছি—আমার ঠাকুর চলে গেছেন, কিন্তু তুমি ত' আছ! সুরথের বড় কষ্ট মা—বড় কষ্ট। এই ত' সেই পদরেণু, এই যে—(পকেট থেকে কাগজের পুরিয়া বার কোরে, মাথায় ঠেকিয়ে) এবার বলো—ওঁ ভগবতে শ্রীরামকৃষ্ণায় নমঃ। শোনা দানি, তোর মাকে ওই নাম শোনা—বারবার শোনা—

দানি। (কান্নায়) ওঁ ভগবতে শ্রীরামকৃষ্ণায় নমঃ। ও ভগবতে শ্রীরামকৃষ্ণায় নমঃ।

[এমন সময় দূরে হাসিমুখে বালক কৃষ্ণের প্রবেশ।]

সুরথ। এসেছ! তুমি আমায় নিতে এসেছ! (ওঠার চেষ্টা)

গিরিশ। সুরথ!

দানি। মা!

[দু'জনে দু'দিক থেকে ধরে সুরথকে।]

সুরথ। ওই তো! ওই তো সেই! কি আলোর ছটা! আমার দু'চোখ ভরে যাচ্ছে! ওই তো নূপুরের ধ্বনি! তোমার এত কৃপা ঠাকুর! ভক্তের ভগবান। ঠাকুর রামকৃষ্ণ—রামকৃষ্ণ—রামকৃষ্ণ—

[ঢলে পড়ে সুরথ দানির বুকে। কৃষ্ণ অন্তর্হিত।]

দানি। মা—মাগো!

গিরিশ। আর সাড়া দেবে না। এবার ওকে নিশ্চিন্তে ঘুমুতে দে—(শুইয়ে দেয়) তারপর তোর কাঁধে চড়ে ড্যাং-ড্যাং কোরে চলে যাবে।

দানি। মা—মাগো!

[পাগলের মত জগার প্রবেশ।]

জগা। এখন আর কেঁদে কি হবে? এই তো তোমরা চেয়েছিলে! যাও— মনের আনন্দে বাপ-বেটাতে করোগে থ্যাটার। আর তোমাদের কেউ মানা কোরতে যাবে না—কেউ না। মাগো—আমাকে একটু পায়ের ধূলো দিয়ে যাও মা।

[জগা পায়ের ধূলো নেয়। গিরিশ হঠাৎ উতলা হয়ে ওঠে।]

গিরিশ। বাজা—বাজা এবার—বিসর্জনের বাজ্‌না বাজা। আর ওই দেহ কাঁধে নিয়ে, নটরাজের মতো আমি প্রলয় নাচন নাচতে-নাচতে যাবো—তা থৈ—তা থৈ—থিয়া তা থৈ—তা থৈ—তা থৈ—থিয়া তা থৈ—

দানি। বাপি!

জগা। বড়বাবু, তুমি কি পাগল হয়ে গেলে!

গিরিশ। হ্যাঁ, তোদের মাকে আমিই মেরে ফেলেছি। সারা জীবন ওকে এতটুকু শান্তি দিইনি! সেই অভিমানেই ও চলে গেলো! তবু আমার চোখে জল আসছে না কেন! আমি এতটুকু কাঁদতে পারছি না! শুধু রক্ত ঝরছে। রক্ত!

[গিরিশ যেন উন্মাদ। দানি মায়ের কাছে বসে। জগার চোখে জলের ধারা। মঞ্চে অন্ধকার নামে।]

চতুর্দশ দৃশ্য

[এমারেল্ড থিয়েটার। পূর্ববর্ণিত দৃশ্যের অনুরূপ।
হরেন ও বংশীর চিন্তিত মুখে প্রবেশ।]

বংশী। তাহলে এখন কি হবে হরেনদা?

হরেন। হবে আবার কি? উঠে যাবে এই এমারেল্ড থিয়েটার। বড়লোকের সখ হয়েছিল, মিটে গেলো।

বংশী। তোমার না হয় অন্য কোথাও কাজ জুটে যাবে। কিন্তু আমায় ত' এখন ফ্যা-ফ্যা কোরে ঘুরে মর্‌তে হবে।

হরেন। অত ভাব্‌ছিস্ কেন? ষ্টারে নতুন বইটা চালু হোক। তোর কথাও বলবো গিরিশবাবুকে। কিন্তু আমি ভাবছি ক্ষেত্রমণির কথা। যেদিন এই থিয়েটার চালু হয়, ওর সে কি রব্‌চবানি। এখন গেল কোথায়?

বংশী। ওদের কি বাবুর অভাব? গোপালবাবু গেছে, এবার নেপালবাবু জুটবে। তবে শুনছিলাম—রাসিকে অমরবাবুর কাছে নাকি ঘুর্‌ঘুর্ কোরছে।

হরেন। সেখানে তারাসুন্দরী আছে। ওকে আর পাত্তা পেতে হবে না। অমর দত্তর এখন ত' জয়-জয়কার। যে বই নামাচ্ছেন, সেই বই তুলকালাম, ঘোড়া ছুটছে মিনার্ভা থিয়েটারে।

বংশী। অন্যদিকে মুস্তাফী সাহেব আবুহোসেন-এ মাত্ কোরে দিয়েছেন। আর সেই যে ওঁর সাহেব সেজে গান—হাম্ বড়া সাহেব দুনিয়ামে, তোম্ ছোটা সাহেব। তোম খাতা চিংড়ি মাছ, হাম খাতা হ্যায় পিঁয়াজ। রিং—টাং—টাং—

হরেন। উঠছে—আরও একজন উঠছে। কে বলোতো?

বংশী। দানিবাবু নিশ্চয়?

হরেন। হ্যাঁ, দেখলাম সেদিন, সত্যিই বাপ্‌কা বেটা। আরেকটু বয়স হলে, আসর কাঁপিয়ে দেবে।

[এমন সময় ক্ষেত্রমণি পান চিবোতে-চিবোতে, নতুন ঢং-এ প্রবেশ।]

ক্ষেত্র। কার কথা হচ্ছে হরেনদা?

বংশী। আরে! এ যে মেঘ না চাইতে জল! বোসো, বোসো ক্ষেত্রমণি।

হরেন। দানিবাবুর কথা বোলছিলাম বংশীকে।

ক্ষেত্র। শুনিছি তার নাম। কিন্তু এখনও চোখে দেখিনি।

হরেন। তা' তুমি হঠাৎ কি মনে কোরে?

বংশী। খবর পাওনি যে এ থিয়েটার লাটে উঠেছে?

ক্ষেত্র। পেয়েছি। তবে এতদিনের টান কি সহজে যায়? তাই ভাবলাম, যাই একবার। তোমাদের খবর নিয়ে আসি।

বংশী। আমাদের? মাইরী—ক গুল তুই পেঁদাতে পারিস্!

ক্ষেত্র। ওমা! সে কি কথা! তোমাদের কি ভুলতে পারি? থিয়েটার মানেই ত' তোমরা। যাকে বলে প্রাণের টান।

হরেন। কত ছলা-কলাই জানিস্! কোনদিন ত' ফিরেও তাকাস্‌নি। আজ হঠাৎ একেবারে উথ্‌লে উঠলি যে!

বংশী। তোমার যেমন কথা হরেনদা। সঙ্গে বাবু থাকতো না? যদি গোঁসা করেন! তা এখন তিনি গেলেন কোথায়?

হরেন। তখন ত'—ক্ষেতু আর ক্ষেতু।

ক্ষেত্র। যাই উঠি। আমায় আবার একজনের সঙ্গে দেখা কোরতে যেতে হবে।

বংশী। নতুন কোন বাবুর খোঁজ পেয়েছিস্ বুঝি? আমাদের নিবি ত'?

হরেন। নাকি ঘরেই এবার থিয়েটার খুলবি?

ক্ষেত্র। সেটাই ভাবছি হরেনদা—সেটাই ভাবছি।

বংশী। শুধু ঢং দেখিয়ে বিনোদিনী হওয়া যায় না ক্ষেত্র।

হরেন। বিষ নেই কুলোপনা চক্কর!

ক্ষেত্র। তাহলে দু'জনেই শুনে রাখো—আমার বিষও আছে, চক্করও আছে। থিয়েটার খোলার বাবুরও অভাব হবে না। ওই যে গো—তোমাদের দানিবাবুর কথা বোলছিলে, মুখে যার এখনও দুধের গন্ধ যায়নি, কিন্তু মদের গন্ধ ভুরভুর করে—তার নাকি খুব সখ, আমাকে নিয়ে থিয়েটার করে। তাই ভাবছি—কি করবো?

বংশী। তাহলে নটে গাছ খাবার সখ হয়েছে বল্?

হরেন। বুঝেছি, গিরিশবাবু তোকে পছন্দ কোরছেন না। সেই জ্বালায় তুই জ্বলে মরছিস্। কিন্তু এতে তোর ভালো হবে না ক্ষেত্র।

বংশী। তুই একটা কালনাগিনী।

ক্ষেত্র। এতেই ভয় পেয়ে গেলে? ছিঃ—ছিঃ—ছিঃ—তাই কি আমি পারি? তবে একটু বাজিয়ে দেখার ইচ্ছে আছে—অমন বাপের সে কেমন বেটা?

। নেশায় মত্ত গোপাল শীলের প্রবেশ। ।

গোপাল। নিকালো—নিকালো হিঁয়াসে। তোকে আমি ত' জবাব দিয়ে দিয়েছি। তবু এসেছিস্?

ক্ষেত্র। সেটা ভালো কোরে বোললেই ত' হয়। আমি কি এখানে থাকতে এসেছি?

গোপাল। আমার সঙ্গে কি'না বেইমানী! অন্য কেউ হোলে, গুণ্ডা দিয়ে খুন কোরে গঙ্গার জলে এতক্ষণ ভাসিয়ে দিত।

হরেন। বসুন, বসুন—হঠাৎ কি হোলো আপনাদের?

বংশী। ও বাবা! এ যে একেবারে আদায়-কাঁচকলায়!

ক্ষেত্র। এই ক্ষেত্রও তেমন মেয়ে হোলে, যখন ভালবাসার কথা বোলতে, তখন মদের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে দিত। কিন্তু দেয়নি—কেন জানো গোপালবাবু? তোমাকে আমি ঘেন্না করি। ঘেন্না—

গোপাল। কি! যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা! এই জুতোর বাড়ী দিয়ে তোর মুখ ছিঁড়ে দেবো আজ।

হরেন। গোপালবাবু, এ কি কোরছেন!

বংশী। এতে যে মানটা আপনারই যাবে।

ক্ষেত্র। মেয়েছেলে পুষবেন—অথচ সে একটা আব্‌দার কোরলে—আজ নয় কাল। তার আবার মান? এই ক্ষেত্রমণি অমন বাবুর মুখে, এই নাথি—নাথি মেরে চলে যায়।

[পায়ের কাপড় একটু তুলে, দাপাতে-দাপাতে চলে যায়। গোপালবাবুর রাগ ফেটে পড়ে।]

গোপাল। চলে গেল। আমাকে অপমান কোরে চলে গেল! বংশী—খবর দাও ত' বাগবাজারের গুণ্ডা কালুয়াকে। আজ রাতেই ওকে লাশ বানাবো। দেখি, ও কত বড় বেশ্যা। আচ্ছা, আমিই যাচ্ছি, তোমরা সাক্ষী রইলে, তোমরা—মনে থাকে যেন।

[গোপালের টল্‌তে টল্‌তে প্রস্থান।]

বংশী। আমাদের এই কাঁচকলাটা। মরবি, তোরা মর।

হরেন। ঠিক হয়েছে। তখন ক্ষেতু আর ক্ষেতু। এখন পাখী গেছে ত' উড়ে?

[অমৃতের হাসতে হাসতে প্রবেশ।]

অমৃত। কোথায় যাবে ও পাখী হরেন। ঘুরে ফিরে ওকে আমাদের দাঁড়ে এসেই বোসতে হবে। ষ্টারে নতুন বই খুলছে গুরু। তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছে।

হরেন। বাঁচালেন বোসবাবু। যা কাণ্ড এখানে। একেবারে খুনোখুনি হবার যোগাড়।

বংশী। আমারও একটা কিছু কোরে দিন। নইলে না খেতে পেয়ে মরবো। এই আপনার পা ছুঁয়ে বোলছি—(পায়ে ধরে)

অমৃত। ওঠ্ বংশী, দেখছি—তোরও যদি কিছু করা যায়। এসব বড়-লোকদের ব্যাপার। এমনিই হয়। মরতে মরে তোদের মত লোক।

বংশী। কেউ দেখে না বোসবাবু—আমাদের কেউ দেখে না।

হরেন। আমরা যে পর্দার আড়ালে থাকি। তাই বাইরের মানুষ জানতেই পারে না, আমাদের দুর্দশার কথা।

বংশী। এই দেখুন, দেখুন বোসবাবু। ওই হরেনদা সাক্ষী। একদিন বেহেডের মত গোপালবাবু কিরকম লাথি মেরেছে। বলে কি'না পর্দার দড়ি টানতে দেরী হয়েছে। তবু সহ্য কোরে—এই থিয়েটারেই পড়েছিলাম—পেটের দায়ে, দু'টো ভাতের জন্যে। বোলুন, আমরা কি মানুষ নয়? আমাদের কি কষ্ট হয় না? (কান্না)

অমৃত। কাঁদিসনে বংশী। কি কোরবো বল্? আমাদেরও যে উপায় নেই! তবে এটা জেনে রাখিস্, আমরা থাকলে—তোরাও থাকবি। কোনো মালিকের সাধ্যি নেই, তোদের মেরে তারা মুনাফা লোটে। আর তেমন থিয়েটার ভবিষ্যতে একদিন হবেই।

হরেন। সবাই বলে আপনি হাসির রাজা বোসবাবু। কিন্তু সেই রাজাকে বাঁচাতে আমরাও যে জীবন দিতে পারি, সেকথা কিন্তু কেউ জানে না।

বংশী। দু'কথা লিখবেন আমাদের নিয়ে। শুধু দুঃখু আর দুঃখু, অথচ শ্মশান ঘাট থেকেও তারা ছুটে আসে সিন্ সাজাতে, পর্দার দড়ি টানতে, আলো জ্বালাতে। কিন্তু তারা যে অন্ধকারে, সেই অন্ধকারেই জীবন কাটায়। কিন্তু তারাও ত' মানুষ! তাদেরও ত' বেঁচে থাকতে সাধ হয়! বলুন—সেটা কি তাদের অপরাধ!

অমৃত। আয়, কাছে আয়। তোদের হয়ে বোলি—হে বঙ্গরঙ্গমঞ্চ, তুমিই মানুষকে হাসাও, আবার তুমিই কাঁদাও। কাউকে যশ দাও, কাউকে দাও ফতুর কোরে। তাই হে ছলনাময়ী—এদের একটু মনে রেখো। নইলে তোমার সঙ্গে কিন্তু আড়ি—আড়ি—আড়ি—

[দু'জনকে দু'পাশে নিয়ে অমৃতের হাস্যময় ভঙ্গিমা।
মঞ্চে অন্ধকার নামে।]

পঞ্চদশ দৃশ্য

[দশ বছর পরের ঘটনা। গিরিশ ঘোষের বাড়ীর একটি কক্ষ। ত্রয়োদশ দৃশ্যের অনুরূপ। সময় দিনমান। বয়স্ক অতুলের বাইরে থেকে প্রবেশ।]

অতুল। দেখতে দেখতে কত বছর কেটে গেলো! আগে ছিল এই বাড়ী লক্ষ্মীর সংসার, আর এখন যেন শ্মশান! তবে দানি বাপের নাম রেখেছে। ওকে নিয়ে বৌদির কম চিন্তা! কিন্তু দেখে যেতে পারলে না, এই যা দুঃখ। ক্লাসিক থিয়েটারে অমর দত্ত আর দানি। এ বলে আমায় দেখ, ও বলে আমায় দেখ! কিন্তু একশো বছরেও আর একজন গিরিশ ঘোষ জন্মাবে কিনা সন্দেহ। এই দশ বছরে আটাশখানা বই লিখলেন। একি সোজা ব্যাপার!

[জগার ভেতর থেকে প্রবেশ। বয়সে নুয়ে পড়া ভাব।]

জগা। ছোটবাবু—আপনি! নিজের মনে কি হিসেব কোরছিলেন?

অতুল। দাদার কথা ভাবছিলাম। এই দশ বছরে কোন্-কোন থিয়েটারে ঘুরলেন। কি কি বই লিখলেন। সবই তো নিজের চোখে দেখা! ছুটে চোলেছেন যেন ঘোড-সওয়ারের মত!

জগা। কিন্তু বড়বাবুর শরীরটা যে ভালো যাচ্ছে না। একটু মানা কোরলে তো পারেন?

অতুল। লাভ কি বল্? কে শুনবে? ওঁরা যে স্রষ্টা। যার শেষ আছে কিন্তু বিরতি নেই। আর শরীরেরই বা দোষ কি। দিনের পর দিন রাত জেগে-জেগে লেখা। তবু তো আজকাল মুখে বোলে যান।' অবিনাশ গাঙ্গুলী লেখে।

জগা। যাঁর সংসার তিনি তো চোলে গেলেন। এখন আমার হয়েছে মরণ। যাই দেখ—আপনি বোসুন। আমি খবর দিচ্ছি—

[জগার ভেতরে প্রস্থান।]

অতুল। শুনেছি নতুন বই একটা শুরু কোরেছেন। কি নাম যেন বোলছিলো—

[গিরিশের প্রবেশ। ক্লান্ত মুখ-চোখ। সেই সঙ্গে বয়সের ভার।]

গিরিশ। মীরকাশিম। আবার জগৎশেঠ, আবার রামনারায়ণ, আবার সকলে নরক থেকে উঠে এসেছো? আবার বাঙ্গলায় ষড়যন্ত্র। জানি—তোমাদের পাপ গঙ্গাজলেও যাবে না! সহস্র বৎসর আগুনে পুড়েও শেষ হবে না। তাই আমি দণ্ড দেবো। গুরগিন্—যুদ্ধে চলো। ছিন্ন মস্তক হাতে যুদ্ধে যেতে হবে। বেইমান—সবাই বেইমান। আমি তাদের শাস্তি দেবো।

অতুল। দাদা!

গিরিশ। কে? অতুল্—তোরা সব ভালো আছিস্ তো?

অতুল। হ্যাঁ—কিন্তু তোমার শরীরের কথা ভেবে আমরা যে চিন্তায় থাকি দাদা। এবার কিছুদিন বিশ্রাম নিলে হতো না?

গিরিশ। বিশ্রাম! মীরকাশিমকে তাহলে শেষ কোরবে কে? সিরাজ, তুমি আমায় তিরস্কার কোরছো না? তোমার মর্মব্যথা আমি বুঝেছি। রাজ্যেশ্বর—তুমি তোমার হৃতরাজ্য গ্রহণ করো। আমি তোমার ক্রীতদাস। তুমি শান্ত হও প্রভু, তুমি শান্ত হও।

অতুল। কি অদ্ভুত মানুষ! নিজের ভাবেই বিভোর! কাকে কি বোলবো?

গিরিশ। কে? মীরজাফর—তুমি তোমার বৈভব দেখাতে এসেছো? তোমার

বৈভবে আমি ঈর্ষিত নই। ইংরাজ পাদুকা তোমার রাজছত্র। কলঙ্ক তোমার মুকুট। ইংরাজ-দণ্ড তোমার রাজদণ্ড। স্বদেশীর কঙ্কাল তোমার কণ্টকময় আসন। ভোগ করো—ভোগ করো। আমি ঈর্ষা করি না, আমি ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধ করবো—যুদ্ধ। একজন পদাতিক থাকতে সন্ধি নয়। এক কপর্দক থাকতে সন্ধি নয়।

অতুল। আমি যাই দাদা—

গিরিশ। কিন্তু আমি কোথায় যাবো? আছে—এখনও উদয়নালা রয়েছে। সেখানে আবার যুদ্ধ কোরবো। ধ্বংস হবে ইংরেজ। অ্যাডামসের কবরভূমি হবে। পাটনা গেলো! এবার সুজাউদ্দৌলা তুমিই একমাত্র উপায়। যাও—আবার যুদ্ধ করো। নইলে পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। পরাজয়—অভাগিনী—পরাধীনা স্বর্ণপ্রসূ জন্মভূমি—তোমার এই অভাগা সন্তানকে তোমার কোলে স্থান দাও মা, স্থান দাও—(অস্থিরতায়, দুর্বলতায় গিয়ে বসে পড়ে)

অতুল। কষ্ট হচ্ছে দাদা? জগাকে ডাকবো?

গিরিশ। না—ও এখুনি ঠিক হয়ে যাবে।

অতুল। তবু একটু স্থির হয়ে বোসো। তোমার শরীরটা ভালো নেই। কিছুদিন নাই বা লিখলে? অনেক তো হলো।

গিরিশ। কিন্তু আমার ঠাকুরের যে নির্দেশ, থিয়েটার যদ্দিন তোকে না ছাড়ে, তুই তাকে ছাড়বিনে।

অতুল। কিন্তু এত কষ্ট কোরে যে মীরকাশিম লিখছো, পুলিশ যদি সিরাজদ্দৌলার মত বন্ধ কোরে দেয়?

গিরিশ। আমি আবার নতুন নাটক লিখবো। এ কলম তো কেউ বন্ধ কোরতে পারবে না। কে ইংরেজ! আমি কাউকে ভয় করিনা অতুল। কাউকে নয়।

অতুল। বেশ—তা না হয় লিখলে। কিন্তু এই শরীরে অভিনয়টা না কোরলে তো পারো। তাতেও তো খানিকটা বিশ্রাম হয়।

গিরিশ। বেঁচে থাকতে অভিনয় ছেড়ে দেবো? কি বোল্‌ছস্‌ অতুল? কেন? আমাকে কি লোকে আর চায় না?

অতুল। না—না—সে কথা বোলিনি দাদা। সবাই এখনও তোমাকেই চায়। গিরিশ ঘোষকে এত সহজে ভুলবে না এদেশের মানুষ।

গিরিশ। তবে কেন এমন কথা বোলিস্? এই ঘরে বসে থাকবো? তারপর দিনের আলো যখন নিভে যাবে, রাত নামবে, কানে বাজবে কনসার্টের সুর, চোখের সামনে ভেসে উঠবে, পর্দা উঠছে! না—না—সে আমি পারবো না। তার চেয়ে যদি অভিনয় কোরতে-কোরতে, আমার চোখে ঘুম নেমে আসে, আমি স্থির হয়ে পড়ি, সেই হবে আমার অন্তিম মুহূর্ত। বঙ্গরঙ্গমঞ্চই হবে আমার শেষ শয্যা। তারপর বিদায়—

অতুল। আমি তোমার ছোটভাই দাদা। এর জবাব আমার জানা নেই। তাই পায়ের ধুলো নিয়ে বোলে যাই—ঠাকুর তোমার সহায় হোন। আর যে কথা আজ সবাই বলে, তা যেন বঙ্গরঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকে—"মদে মত্ত পদ টলে, নিমে দত্ত রঙ্গস্থলে, প্রথম দেখল বঙ্গ নটগুরু তার, নটগুরু তার।"

[জোড়হাত মাথায় ঠেকিয়ে অতুলের বাইরে প্রস্থান।]

গিরিশ। কিন্তু আমার যে এখনও অনেক কাজ বাকি। শিবাজী, অশোক, শঙ্করাচার্য এঁদের নিয়েও নাটক লিখতে হবে। কিন্তু অতুল কি বোলতে এসেছিল? তবে কি আমি সত্যিই স্থবির হয়ে পড়ছি! সেই কণ্ঠ, সেই অভিনয় হারিয়ে গেছে? না—বিশ্বাস করি না। বলো—কি দেখতে চাও? এই গিরিশ ঘোষ প্রস্তুত। নিমে দত্ত? না—ও বহু রাত্রি হয়ে গেছে। নীলদর্পণে সাহেব? না—অর্ধেন্দু ও-পার্টে আসর মাত কোরে দিয়েছে। তবে কি দুর্গেশনন্দিনীতে জগৎ সিংহ? কিন্তু ও চরিত্রে দানিকে এখন বড় ভালো মানায়—সবাই দানিবাবুকে দেখতে চায়। আমাকে নয়—দানিকে। আমাকে নয়—দানিকে।

[গিরিশের অস্থির পায়ে প্রস্থান। অপর দিকে রঙিন আলোয় দেখা যায় জগৎসিংহ-এর সাজে দানি ও আয়েষার সাজে ক্ষেত্রমণির প্রবেশ।]

দানি। আয়েষা—তুমি সত্যিই আমাকে কারাগার থেকে মুক্ত কোরে দেবে?

ক্ষেত্র। হ্যাঁ—এই দণ্ডে রাজকুমার জগৎসিংহ।

দানি। কিন্তু তোমার পিতা যদি তোমায় যন্ত্রণা দেন?

ক্ষেত্র। সে সইবার ক্ষমতা আমার আছে রাজপুত্র।

দানি। তবু আমি যাবো না। কিছুতেই নয়।

ক্ষেত্র। কেন জগৎসিংহ? আমি যদ সুখী হই, তা কি তুমি চাও না?

দানি। চাই—কিন্তু তোমার দুঃখের বিনিময়ে নয়।

ক্ষেত্র। আমার কিসে আনন্দ, কিসে বিষাদ তা যদি জানতে, তাহলে অমন কথা উচ্চারণ কোরতে না রাজকুমার। আমার যে কি যন্ত্রণা, তা তুমি অনুমান কোরতেও পারো না। তাই আমার এ দুঃখ মৃত্যুতেও যাবে না।

দানি। তুমি কাঁদছো আয়েষা? তোমার ওই চোখের জল দেখে, আমি যে অস্থির হয়ে পড়ছি। সব খুলে বলো আমায়। যদি সম্ভব হয়, আমার জীবন দিয়েও তোমায় সুখী কোরবো। বিশ্বাস করো, কোনো কষ্ট নেই আমার—এই বন্দীজীবনে। এমন তো কত জনাই কষ্ট পাচ্ছে। মনে করো, আমি তাদেরই কেউ?

ক্ষেত্র। না—তুমি যে রাজপুত্র। তাই তোমার অনুরোধে আমি কাঁদবো না। এই দেখো—দেখো—চোখে আমার এতটুকু জল নেই। আমি হাসছি। এই তো আমি হাসছি।

[এমন সময় ওসমানের ভঙ্গিমায় গিরিশের প্রবেশ।]

গিরিশ। বাঃ—চমৎকার!

ক্ষেত্র। ওসমান! কি বোলতে চাও তুমি?

গিরিশ। নিশীথে একাকিনী বন্দীর সঙ্গে প্রেমালাপ নবাব পুত্রীর পক্ষে উত্তম।

ক্ষেত্র। সেটা উত্তম কি অধম, তাতে তোমার কোন প্রয়োজন নেই।

গিরিশ। আছে কি না আছে, কাল নবাবের মুখেই শুনবে।

ক্ষেত্র। তাহলে শুনে রাখো ওসমান, আয়েষার উত্তর—এই বন্দী আমার প্রাণেশ্বর।

দানি। রাজপুত্রি! এ যে আমার স্বপ্নের অতীত!

গিরিশ। আবার বোলি—উত্তম আয়েষা। অতি উত্তম।

ক্ষেত্র। আরও শুনে রাখো ওসমান—এই বন্দী ছাড়া আয়েষার হৃদয়ে কেউ

স্থান পাবে না কোনদিন। কাল যদি বধ্যভূমি ইহার শোণিতে আর্দ্র হয়, তবুও এই হৃদয় মন্দিরে, ওই বন্দী ছাড়া কারও স্থান নেই। তাহাতে যদি সবাই ধিক্কার দেয়, তথাপি আমি ইহার প্রেমাকাঙ্খিনী দাসী হইয়া থাকিব। বিদায় রাজপুত্র—বিদায়—

[আয়েষার দ্রুত প্রস্থান।]

জানি। অমন কোরে কি দেখছো সেনাপতি? আমায় মৃত্যুদণ্ড দিতে চাও?

গিরিশ। না—যুদ্ধ কোরতে চাই। তবে নিরস্ত্র নয়। এই নাও—অস্ত্র ধরো। (কম্পিতভাবে) তারপর যদি আমার মৃত্যু হয়, আমাকে কবরে সমাধিস্থ কোরবে। আর যদি তোমার মৃত্যু হয়, ব্রাহ্মণকে দিয়ে সৎকার করাবো, যা কেউ জানতে পারবে না।

জানি। তাহলে জেনে রাখো, আমি মৃত্যুভয়ে ভীত নয়।

গিরিশ। কিন্তু এটাও সত্য জগৎসিংহ, এই পৃথিবীর মধ্যে আয়েষার প্রণয়াকাঙ্খী দুই ব্যক্তির স্থান নেই। তাই একজন থাকবে। হয় ওসমান না হয় জগৎসিংহ। ধরো অসি, করো যুদ্ধ—এই কোরলাম আঘাত—

[দু'জনে কম্পিত যুদ্ধ। আঘাত – প্রত্যাঘাত।]

জানি। ওসমান—ক্ষান্ত হও। রুধিরে প্লাবিত দেহ তোমার! তুমি ক্ষত-বিক্ষত। মৃত্যু তোমার সুনিশ্চিত, তুমি ক্ষান্ত হও।

গিরিশ। না—আমি যুদ্ধ করবো। নইলে আয়েষাকে পাবো না।

জানি। কিন্তু আমি তার অভিলাষী নই!

গিরিশ। তবু আয়েষা তোমাকে চায়। তাই মৃত্যু ব্যতীত উপায় নেই।

জানি। কিন্তু তুমি অসময়ে আমার উপকার কোরেছো, আমি তোমাকে হত্যা কোরতে পারি না ওসমান।

গিরিশ। যে সৈনিক যুদ্ধ কোরতে ভয় পায়, তাকে আমি পদাঘাত করি।

দানি। তবে—এই তার উত্তর। আঘাতে-আঘাতে হও জর্জরিত। (কল্পিত অসি চালনা) মেটাও তোমার সমর সাধ। কিন্তু কৃতঘ্ন নয় এই রাজপুত জগৎসিংহ। তাই তোমাকে বধ না কোরে, জীবিত রেখে গেলাম ওসমান। এই তোমার পুরস্কার—

[দানির প্রস্থান। যন্ত্রণাকাতর ভঙ্গিতে গিরিশ টলতে টলতে গিয়ে বসে।]

গিরিশ। আঃ—আঃ—এতদিনে আমি পরাজিত। কিন্তু সে পরাজয় জগৎসিংহের কাছে ওসমানের নয়। পুত্রের কাছে পিতার। কারণ দানি আজ সার্থক অভিনেতা। কিন্তু এতো আনন্দের। তবে কেন আমি এতো অস্থির? কেন এই যন্ত্রণা? নিজের আসন ছেড়ে দিতে এতো ব্যথা? কিন্তু সে তো আমার নিজের পুত্র। ও যে অভিমন্যুর মতো, একলব্যের মতো, সেই শিশুকাল থেকে অভিনয় শিখেছে। তাকে রোধ কোরবে কে? দানি—দানি—আয়—যা কিছু আছে। সব এইবেলা শিখে নে। আর হয়তো সময় পাবো না।

[বিস্ময়ের ঘোরে জগার প্রবেশ।]

জগা। কাকে ডাকছো বড়বাবু? তিনি তো ঘরে নেই।

গিরিশ। নেই! তাহলে বোলবি এলে যেন দেখা করে। আমার বড় দরকার তাকে। অনেক কথা আছে বলার। যদি সময় না পাই।

জগা। হঠাৎ ওসব কি ভাবছিলে? শরীরটা ভালো নেই?

গিরিশ। কি জানি! তবু আমায় ভেঙে পড়লে চোলবে না রে। এখনও অনেক কাজ বাকি। আরও লিখতে হবে। অভিনয়—তাও শেষ হয়নি। সেই যে নাটকটার কথা ভেবে রেখেছি—বলিদান। তাতে করুণাময় সাজতেই হবে। অসহায় বৃদ্ধ পিতার এক চরিত্র। অত্যাচারিতা কন্যার জন্য পিতার হাহাকার। মর্মভেদী সে ক্রন্দন!

জগা। রাতে তুমি কি স্বপ্ন দেখে কাঁদো বড়বাবু? কেন? কার জন্যে?

গিরিশ। কাঁদি! কে বলে?

জগা। আমি নিজে শুনেছি। ডাকো তোমার ঠাকুরকে। আর মুখে বিড়বিড় কোরে বলো—জুড়োতে চাই—কোথায় জুড়োই?

গিরিশ। হ্যাঁরে জগা। আমি জুড়োতেই যে চাই। কিন্তু তাঁর ডাক না এলে কোথায় জুড়োবো? কেমন কোরে?

জগা। এক-এক কোরে সবাই যাবে। আর জগাই তা দেখবে? কেন? সে কি মানুষ নয়? তার কি সুখ-দুঃখু নেই? সে কি পাষাণ? বলো? কেন এমন কোরে শরীরটাকে পাত্ কোরে ফেলছো? ওর কি কোন দাম নেই? তবে কেন লোকে বলে—অমন মানুষ আর জন্মাবে না?

গিরিশ। কাঁদিসনে জগা। তুই যে আমার শেষ ভরসা। নইলে আমায় কে দেখবে? ইচ্ছে কোরে কি করি? উপায় নেই। এই তো নটের জীবন।

জগা। তবু বোলছি—একটু সাবধানে থাকো। অত রাত জেগো না। মানুষের শরীর তো। তারপর যা ভালো বোঝো—আমি যাই—

[জগার ভেতরে প্রস্থান।]

গিরিশ। কিন্তু আমি কোথায় যাই? কি কাজে এসেছি, কি কাজে গেলো, কে জানে কেমন কি খেলা হলো? প্রবাহের বারি, রহিতে না পারি। যাই—যাই কোথা? কূল কি পাই? করহে চেতন, কে আছো চেতন, কতদিনে আর ভাঙিবে স্বপন? দারুণ এ ঘোর নিবিড় আঁধার, কর তম নাশ, হও হে প্রকাশ, তোমা বিনা আর নাহিক উপায়, তব পদে তাই শরণ চাই।

[ক্লান্ত অবসন্ন দেহে, টলতে-টলতে গিয়ে বসে পড়ে, মাথা নত কোরে, ঠিক রামকৃষ্ণের ছবির তলায়। এমন সময় নিঃসাড়ে রামকৃষ্ণের প্রবেশ।]

রামকৃষ্ণ। গিরিশ—গিরিশ—

গিরিশ। কে! ঠাকুর! ঠাকুর!

রামকৃষ্ণ। হ্যাঁরে আমি। ওঠ্—ওঠ্—এখনও যে তোর অনেক কাজ বাকি।

গিরিশ। কিন্তু আমি যে আর পারছি না ঠাকুর। আমি ক্লান্ত—অবসন্ন।

রামকৃষ্ণ। তবু মনে জোর আন্। নইলে লিখবি কি কোরে? থ্যাটারই বা কোরবে কে? ওতে যে লোকশিক্ষে হয়। পাঁচজনে ধম্মের কথা শোনে। তাদের পুণ্যি হয়।

গিরিশ। তাহলো বলো—মঞ্চেই আমার যেন শেষ ঘুম নেমে আসে। অন্তিম ক্ষণে তোমার দেখা পাই? বলো—বলো ঠাকুর? বলো? বলো? বলো?

[গিরিশ হাঁটু গেড়ে বসে, হাতজোড় কোরে, কান্নায় ভেঙে পড়ে। কিন্তু উত্তর নেই। হাসিমুখে রামকৃষ্ণ। হাত তুলে আশীর্বাদের ভঙ্গিতে যেন পাথরের মূর্তি। একটা দিব্য জ্যোতি ছড়িয়ে পড়ছে। নেপথ্যে সুর ভেসে ওঠে—"জুড়াইতে চাই, কোথায় জুড়াই—" পর্দা নেমে আসে সেই মুহূর্তে।]

। যবনিকা ।